Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 10-05-2026 05:46 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ১০ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮১ সংখ্যা।। ১২ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ব্রিগেডে গেরুয়া ইতিহাস

বাংলার মসনদে শুভেন্দু

মানস দাস ● নয়া জামানা

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড শনিবার যেন শুধুই শপথের মঞ্চ ছিল না ছিল বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী।ধামসা-মাদলের তালে, বাউল গান ও ছৌ নাচের আবহে গোটা ব্রিগেড সেজে উঠেছিল বাঙালিয়ানার রঙে। সেই মঞ্চ থেকেই বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাংলায় শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপাল আর এন রবির উপস্থিতিতে গেরুয়া পোশাক ও কপালে তিলক কেটে শপথ নেওয়ার মুহূর্তে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে জনসমুদ্র।মঞ্চে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ছবি ও মা দুর্গার কোলাজ। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত ব্রিগেড যেন বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘোষণা করল। শুধু রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয় বিজেপির প্রথম সরকার নিজেদের আত্মপ্রকাশ করল সাংস্কৃতিক আবহেই।শুভেন্দুর সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, অশোক কীর্তনীয়া ও ক্ষুদিরাম টুডু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ একাধিক ভিভিআইপি।বিশেষ নজর কাড়েন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শেষযাত্রার সঙ্গী প্রবীণ মাখনলাল সরকার।তাঁকে মঞ্চে সংবর্ধনা জানান মোদি এমনকি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেন।সেই দৃশ্য ঘিরে আবেগ ছড়িয়ে পড়ে সভামঞ্চে।

রাজনৈতিক জীবনে শুভেন্দু অধিকারীর উত্থান বরাবরই আন্দোলনের পথ ধরে।নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম মুখ

হিসেবেই তিনি রাজ্য রাজনীতিতে নিজের জায়গা শক্ত করেন।পরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে বড় চমক দেন। নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর পর এবার ২০৭টি আসন জিতে বাংলায় প্রথমবার ক্ষমতায় আসে বিজেপি।আর সেই ঐতিহাসিক জয়ের কেন্দ্রবিন্দুতেই শুভেন্দু। শপথ নেওয়ার পর দিনভর একের পর এক কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমেই তিনি পৌঁছে যান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করে বলেন,বাংলাকে নতুনভাবে গড়তে হবে। এখন দায়িত্ব নেওয়ার সময়, বিভেদের নয়।

সেখান থেকে ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখে ।পাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস ২০ জুন হওয়া উচিত বলেও মত প্রকাশ করেন শুভেন্দু।

পরে ভারত সেবাশ্রম সংঘে গিয়ে কার্তিক মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।সেখানে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে। শুভেন্দুও আবেগঘন কণ্ঠে জানান, কালীঘাটের মায়ের আশীর্বাদ আমার সঙ্গে ছিল। দিনের শেষে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী।পথে সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছায় বারবার থেমে যায় তাঁর কনভয়। কেউ ফুল ছুঁড়ে দেন কেউ হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।আর সেই জনসমুদ্রের মাঝেই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলার নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা।

নবান্নে 'মেগা সার্জারি'

নয়া জামানা ঃ শপথের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করল নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে একাধিক পুরনো আমলাকে সরিয়ে ১৬ জন আধিকারিককে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি প্রাক্তন মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ ৪৬ জন অফিসারকে পাঠানো হয়েছে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরে।সবমিলিয়ে ৬২ জন ডব্লুবিসিএস আধিকারিকের বদলি। নতুন সরকারের প্রশাসনিক বার্তা স্পষ্ট নবান্নে এবার দ্রুততা, কড়াকড়ি ও সম্পূর্ণ নতুন কর্মপদ্ধতির ওপরই জোর দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

চোখ ভিজল সহধর্মিণীর

নয়া জামানা ঃ ব্রিগেডের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আলিঙ্গনে হঠাৎই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেন শিলিগুড়ির ৯৭ বছরের প্রচারবিমুখ বিজেপি কর্মী মাখনলাল সরকার। জনসঙ্ঘের সময় থেকে দলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই প্রবীণ কর্মীকে সম্মান জানাতে মঞ্চে প্রণামও করেন মোদি। টিভির পর্দায় সেই দৃশ্য দেখে আবেগে ভেসে যান স্ত্রী পুতুল দেবী। তাঁর কথায়,দলকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছে মানুষটা।শ্যামাপ্রসাদ মুখে ।পাধ্যায়ের সহযোদ্ধা মাখনলালের প্রতি সম্মান জানান অমিত শাহ ও শুভেন্দু অধিকারীও।

ম্যাডাম মিনিস্টার'

নয়া জামানা ঃ বিয়ের পর রাজনৈতিক কটাক্ষ,সোশ্যাল মিডিয়ার সমালোচনা সবকিছুর জবাব যেন মিলল এক মুহূর্তে। ব্রিগেডের শপথমঞ্চে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন দিলীপ ঘোষ। আর অনুষ্ঠান শেষে দিলীপ-পত্নী রিঙ্কু মজুমদারকে 'ম্যাডাম মিনিস্টার' বলে সম্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই ডাকেই আপ্লুত রিঙ্কু।তাঁর কথায়,এতদিনের বদনাম ঘুচল।শুভেন্দু-দিলীপ জুটি বাংলায় নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

মৃত্যুকে হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ ছোটবেলার শান্ত, চুপচাপ ছেলেটাই আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।কাঁথির 'শান্তিকুঞ্জে' তাই আবেগের ঢেউ। মা গায়ত্রী অধিকারীর স্মৃতিতে ভেসে উঠছে সেই শুভেন্দু যিনি বহুবার প্রাণঘাতী হামলা থেকেও ফিরে এসেছেন। বাগান করা থেকে রাজনীতির কঠিন লড়াই সবেতেই ছিল তাঁর একাগ্রতা।

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা

শোভনদেব, মুখ্য সচেতক ফিরহাদ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে ক্ষমতা হারিয়ে এবার বিধানসভায় বিরোধী আসনে বসতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় দ্রুত নিজেদের পরিষদীয় দলও গড়ে ফেলল ঘাসফুল শিবির। শনিবার রাতেই দলীয়ভাবে ঘোষণা করা হল, বালিগঞ্জের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা। অন্যদিকে কলকাতা বন্দরের বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম-কে মুখ্য সচেতক বা চিফ হুইপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চৌরঙ্গীর বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধনেখালির বিধায়ক অসিমা পাত্র-কে উপ দলনেতা করা হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী এই মর্মে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।শনিবার সকালেই ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ শপথ নেয় রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন অগ্নিমিত্র পাল, দিলীপ ঘোষ, আশিস কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশিথ প্রামাণিক। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিরোধী শিবির হিসেবে নিজেদের সাংগঠনিক কাঠামো স্পষ্ট করে দিল তৃণমূল।দলের অন্দরমহলের মতে, অভিজ্ঞতা ও বিধানসভা পরিচালনায় দক্ষতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে নেতৃত্ব নির্বাচনে। দীর্ঘদিন মন্ত্রীত্ব সামলানো এবং বিধানসভা পরিচালনায় অভিজ্ঞ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে তাই বিরোধী দলনেতার দায়িত্বে আনা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে উপ দলনেতা হিসেবে কাজ করবেন তিনবারের বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসীমা পাত্র। অন্যদিকে ফিরহাদ হাকিম দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছেন। পাশাপাশি তিনি এখনও কলকাতা পৌর কর্পোরেশন-এর মেয়র। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও সংগঠনিক দক্ষতার কারণেই তাঁকে পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। উল্লেখ্য, গত বিধানসভায় এই পদে ছিলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসায় তিনি শাসকদলের বেঞ্চে বসবেন।

মঙ্গলেই প্রোটেম স্পিকার হিসাবে শপথ নেবেন তাপস রায়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার গঠনের পর এবার বিধানসভার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল জোরকদমে। অষ্টাদশ বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হলেন তাপস রায়। আগামী মঙ্গলবার তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল আর. এন. রবি। এরপরই বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে।সূত্রের খবর, প্রোটেম স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তাপস রায়কে সহায়তা করবেন শঙ্কর ঘোষ এবং জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। আগামী ১৩ এবং ১৪ মে অষ্টাদশ বিধানসভায় নির্বাচিত বিধায়কদের শপথ গ্রহণের সূচি নির্ধারিত হয়েছে। রীতি মেনে প্রথমে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নেবেন তাপস রায়, তারপর তিনি অন্যান্য বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন।এদিকে নতুন বিধানসভার অধ্যক্ষ কে হবেন, তা নিয়ে এখনও জল্পনা অব্যাহত। বিজেপি শিবিরে একাধিক নাম ঘোরাফেরা করলেও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে, সরকার গঠনের পর বিধানসভার সাংগঠনিক কাঠামো গড়ার ক্ষেত্রেও কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে শাসকদল।

শনিবার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ শপথ নেয় রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন অগ্নিমিত্র পল, দিলীপ ঘোষ, নিসীথ প্রামাণিক, অশোক কীর্তনিয়া এবং ক্ষুদিরাম টুডু। জানা গিয়েছে, মন্ত্রিসভার বাকি সদস্যরা আগামী সপ্তাহে শপথ নিতে পারেন।নতুন সরকারের শপথের পর এবার নজর বিধানসভা কক্ষের দিকে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর উপদেষ্টা পদে সুব্রত গুপ্ত

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান মিটতেই প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল ও নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করল পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার। শনিবার রাজ্য সরকারের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের তরফে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক সুব্রত গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে সুব্রত গুপ্তর ভূমিকা প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট আলোচিত ছিল। এবার তাঁকেই সরাসরি নিজের উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপালের নির্দেশ অনুসারে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজেশ পান্ডে এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, শপথের দিনেই এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের মাধ্যমে নতুন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, অভিজ্ঞ আমলাদের উপর ভর করেই প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে চান তিনি। দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সুব্রত গুপ্তকে পাশে পাওয়ায় নবান্নের কাজকর্ম আরও সক্রিয় হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

একই দিনে জারি হওয়া আরও একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক শান্তনু বালাকে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৭ ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এই আইএএস আধিকারিক এতদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। নতুন দায়িত্বে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে আনা হল। শনিবার সকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সুব্রত গুপ্ত অবশ্য সরকারের কোনও পদে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলতে চাননি। তিনি বলেন, আমি জানি না, আমি তো সরকারের কেউ নই। উল্লেখ্য, নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন সুব্রত গুপ্তকে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ রোল অবজার্ভার পদে নিয়োগ করেছিল। ১৯৯০ ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এই অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক একসময় মুখ্য সচিব পদের অন্যতম দাবিদার হিসেবেও প্রশাসনিক মহলে পরিচিত ছিলেন। তবে পরে সেই পদে নিয়োগ পান ১৯৯১ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক মনোজ পন্থ।

১৫ বছর পর গণশক্তিতে সরকারি বিজ্ঞাপন, প্রথম পাতায় মোদি-শুভেন্দু

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার নতুন করে আলোচনায় বামেদের মুখপত্র 'গণশক্তি'। দীর্ঘ ১৫ বছর পর সেই পত্রিকায় ফিরল রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। শনিবার বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণের দিন 'গণশক্তি'র প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপন, যেখানে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র ছবি।২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের মুখপত্র 'গণশক্তি'তে সরকারি বিজ্ঞাপন কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তৃণমূল আমলে দীর্ঘ সময় ধরে সরকারি বিজ্ঞাপনের বাইরে ছিল বামেদের এই সংবাদপত্র। কিন্তু ২০২৬ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দিনেই সেই ছবিতে বদল দেখা গেল। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সরকারি প্রচার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল 'গণশক্তি'র প্রথম পাতায়।শনিবার সকালে পত্রিকা হাতে নিয়েই অনেক পাঠকের নজরে আসে সেই বিজ্ঞাপন। সেখানে রাজ্যবাসীকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের কথা জানানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে মোদী ও শুভেন্দুর ছবি-সহ সরকারি বিজ্ঞাপনের উপস্থিতি।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই পদক্ষেপ নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক বার্তাও।বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই সংবাদমাধ্যমের প্রতি 'সমদূরত্ব' বজায় রাখার বার্তা দিতে চাইছে। বিরোধী মতাদর্শের সংবাদপত্র হলেও সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে; এই বার্তা দিয়েই রাজনৈতিক সৌজন্যের নতুন নজির গড়তে চাইতে পারে বিজেপি সরকার। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অতীতে একাধিকবার বাম আমলের প্রশাসনিক কাঠামো ও কিছু আধিকারিকদের কাজের প্রশংসা করেছেন। ফলে 'গণশক্তি'তে সরকারি বিজ্ঞাপনকে অনেকে বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবেও দেখছেন।অন্যদিকে, সিপিএমের তরফে এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে বাম শিবিরের একাংশের মতে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ মূলত বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। এর সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার সম্পর্ক টানা ঠিক নয়। অতীতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞাপন 'গণশক্তি'তে প্রকাশিত হয়েছে বলে দাবি তাঁদের।তবুও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ঘটনাকে ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে। যে পত্রিকাকে দীর্ঘদিন ধরে বাম রাজনীতির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে, সেই পত্রিকার পাতায় এখন গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বের ছবি; এই দৃশ্যই যেন বদলে যাওয়া বাংলার রাজনীতির নতুন ইঙ্গিত বহন করছে।১৫ বছরের বিরতির পর 'গণশক্তি'তে সরকারি বিজ্ঞাপনের প্রত্যাবর্তন নিছক প্রশাসনিক সৌজন্য, নাকি ভবিষ্যতের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণের সূচনা; এখন সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্য রাজনীতির অন্দরে।

নবান্ন অতীত

মহাকরণেই ফিরছে সচিবালয়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সাক্ষী থাকছে বাংলা। পঁচিশে বৈশাখের পুণ্যলগ্নে ব্রিগেডের ময়দান থেকে প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে যেমন রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটছে, তেমনই দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পর প্রশাসনিক কেন্দ্রও ফিরতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। সূত্রের খবর, আগামী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জন্য ইতিমধ্যেই মহাকরণের তিনতলায় বিশেষ কক্ষ প্রস্তুতের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ভিভিআইপি ব্লকের ওই অংশে জোরকদমে চলছে সংস্কার ও অভ্যন্তরীণ সজ্জার কাজ। পূর্ত দফতরের লক্ষ্য, শুক্রবার রাতের মধ্যেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার

৯মে,২০২৬,শনিবার দিনটি বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তাদের প্রতিশ্রুত 'সোনার বাংলা' গড়ার কর্মযজ্ঞ শুরু করল। এই উদ্যোগ কেবল একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নয় বরং এটি বাংলার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার এবং আপামর বাঙালির দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের একটি সাহসী পদক্ষেপ। গত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গ যে স্থবিরতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং কর্মসংস্থানের অভাব প্রত্যক্ষ করেছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপির এই সঙ্কল্প।সোনার বাংলা কোনো নিছক আবেগঘন শব্দবন্ধ নয় এটি একটি আধুনিক, প্রগতিশীল এবং সুরক্ষিত বাংলার নীল নকশা। একসময় শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা এবং অর্থনীতিতে বাংলা সারা ভারতকে পথ দেখাত। কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের আবর্তে পড়ে সেই ঐতিহ্য আজ ম্লান।বিজেপির এই নতুন যাত্রা সেই হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লড়াই। 'সোনার বাংলা' বলতে এমন এক রাজ্যকে বোঝায় যেখানে কৃষকের ফসলের সঠিক দাম নিশ্চিত হবে, যেখানে যুবসমাজের জন্য বিশ্বমানের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘরের কাছেই তৈরি হবে এবং যেখানে শিল্পের চাকা সগৌরবে ঘুরবে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বাংলার প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়াই এই মহৎ কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য।বিজেপির এই উদ্যোগকে সমর্থন করার প্রধান কারণ হলো তাদের সুনির্দিষ্ট উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে একমুখী সমন্বয়ের মাধ্যমে যে 'ডাবল ইঞ্জিন' উন্নয়নের তত্ত্ব তারা সামনে রেখেছে তা বাংলার পরিকাঠামো উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাংলার সাধারণ মানুষের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে। বিশেষ করে নারী সুরক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে যে উদ্বেগ দীর্ঘকাল ধরে জনমানসে দানা বেঁধেছে তা দূর করতে বিজেপির কঠোর অবস্থান একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক।সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাকে গ্রহণ করাই হলো সোনার বাংলার মূল মন্ত্র। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শকে পাথেয় করে বিজেপি যে পথে পা বাড়াল, তা বাঙালির স্বকীয়তাকে বিশ্বদরবারে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করবে। আজ থেকে শুরু হওয়া এই কর্মযজ্ঞ কেবল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি নয় বরং এটি একটি সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর পশ্চিমবঙ্গ গড়ার ভিত্তিপ্রস্তর। ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহত্তর উন্নয়নের স্বার্থে এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো আজ সময়ের দাবি। পরিশেষে বলা যায়, কোনো বৃহৎ পরিবর্তনই রাতারাতি সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, পরিশ্রম এবং সঠিক নেতৃত্ব। বিজেপি আজ সেই নেতৃত্বের ব্যাটন হাতে তুলে নিয়েছে। বাংলার প্রতিটি ধূলিকণা থেকে শিল্পের চিমনি পর্যন্ত সর্বত্র পরিবর্তনের যে ঢেউ উঠেছে তাকে সঠিক দিশা দেওয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। যদি এই পরিকল্পনা ও সংকল্পকে সততার সাথে বাস্তবায়িত করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ আবার তার শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হবে। সোনার বাংলা গড়ার এই মহৎ যাত্রায় প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমর্থন ও অংশগ্রহণ বাংলার ভাগ্যরেখা বদলে দিতে পারে। আজ থেকে শুরু হওয়া এই কর্মযজ্ঞ সার্থক হোক, বাংলা আবার তার শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পাক এটাই হোক আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

নতুন বাংলা ঃ স্বপ্ন ও সংকল্প

মানস দাস

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় এক নতুন অধ্যায়ের হাতছানি আজ স্পষ্ট। দীর্ঘ কয়েক দশকের স্থবিরতা, চাকা থমকে যাওয়া শিল্প এবং সাম্প্রতিককালে বারবার শিরোনামে আসা দুর্নীতির পাহাড় সরিয়ে এক স্বচ্ছ, গতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলার স্বপ্ন দেখছে সাধারণ মানুষ। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) যে 'সোনার বাংলা' বা বিকল্প শাসনের রূপরেখা মানুষের সামনে তুলে ধরছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্বচ্ছ সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং শিল্পবান্ধব পরিবেশের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান। বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যায়, মেধা থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যের যুবশক্তি আজ ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই ট্র্যাজেডি ঘোচানোই হবে যেকোনো নতুন সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এমন এক প্রশাসনিক কাঠামোর যেখানে ফাইলের স্তূপ রাজনৈতিক আনুগত্যের ওপর ভিত্তি করে নয় বরং ন্যায়ের ভিত্তিতে নড়বে। স্বচ্ছ সুশাসন বা 'গুড গভর্ন্যান্স' কেবল একটি রাজনৈতিক শব্দবন্ধ নয় এটি একটি জীবনযাত্রা। যখন সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েত থেকে মহাকরণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নিজের অধিকারের জন্য কাউকে ঘুষ দিতে হবে না বলে নিশ্চিত হতে পারবে তখনই আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা। দুর্নীতির বিষবৃক্ষ যেভাবে বাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে তাকে উপড়ে ফেলতে প্রয়োজন এক কঠোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা। বিজেপি দাবি করছে, তাদের সরকার হবে সেই অস্ত্র যা দুর্নীতির শিকড় কেটে মেধার জয়গান গাইবে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে রেশন বন্টন প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠেছে তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে একটি স্বচ্ছ ও ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ার স্বপ্ন আজ বাংলার ঘরে ঘরে। শিল্পের প্রশ্নে বাংলা একসময় ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক ছিল। কিন্তু 'লাইসেন্স রাজ' এবং পরবর্তীকালে 'তোলাবাজি' সংস্কৃতির কবলে পড়ে বড় শিল্পপতিরা এ রাজ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। নতুন দিনের সরকার উপহার দেওয়ার অর্থ হলো এমন এক 'সিঙ্গেল উইন্ডো' সিস্টেম চালু করা যেখানে শিল্পপতিরা হয়রানিহীনভাবে বিনিয়োগ করতে পারবেন। শিল্পবান্ধব পরিবেশ মানে কেবল বড় কারখানা নয় বরং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পুনর্জাগরণ যা গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে শক্ত করবে। কর্মসংস্থান তখনই হবে যখন সরকারি নীতির মধ্যে স্থায়িত্ব এবং স্বচ্ছতা থাকবে। বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান এবং দক্ষ শ্রমিকের অভাব নেই অভাব শুধু সঠিক দিশার। প্রস্তাবিত এই সুশাসনে কর্মসংস্থান হবে মেধার ভিত্তিতে দলীয় স্লোগান দেওয়ার ভিত্তিতে নয়। বেকার যুবকদের হাতে ল্যাপটপ বা কারিগরি শিক্ষার সরঞ্জাম তুলে দিয়ে তাদের বিশ্ববাজারের উপযোগী করে তোলাই হবে আধুনিক বাংলার লক্ষ্য। যখন একটি সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে তখন স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্পগুলো যখন বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং কিষাণ নিধির টাকা সরাসরি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে তখনই মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট কমবে। বাংলার এই নবজাগরণের মূলে রয়েছে মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। ভয়মুক্ত সমাজ এবং অধিকার সচেতন নাগরিকই পারে একটি সরকারকে সঠিক পথে চালিত করতে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলার মানুষ আজ কেবল পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তন চায় না তারা চায় একটি সুস্থায়ী উন্নয়নমূলক শাসনব্যবস্থা। স্বচ্ছতা, সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যদি একটি শিল্পবান্ধব সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে বাংলা আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে। আজ বাংলা যা ভাবছে, কাল ভারত তা ভাববে' এই প্রবাদটিকে সত্য প্রমাণ করতে হলে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। এক দুর্নীতিমুক্ত, কর্মঠ এবং উন্নত পশ্চিমবঙ্গই হবে আগামী প্রজন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার। এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন কেবল সময়ের অপেক্ষা কারণ বাংলার মানুষ এখন কথা নয় কাজে বিশ্বাসী এক নতুন ভোরের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

জীবনী

প্রফুল্ল চাকী

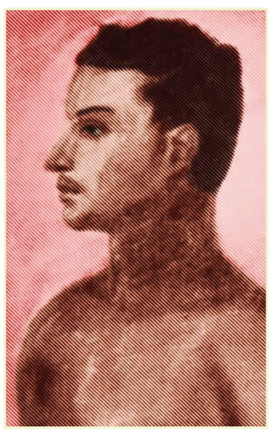

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে কনিষ্ঠ বিপ্লবীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে প্রফুল্ল চাকী তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বগুড়া জেলার বিহার গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। শৈশব থেকেই প্রফুল্ল ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, ডানপিটে এবং শরীরচর্চায় উৎসাহী। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর মনে পরাধীন ভারতের মুক্তি ও ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল ভাঙার অদম্য বাসনা জেগে ওঠে। এই দেশপ্রেমের টানেই তিনি যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্রিটিশ প্রশাসনের নজর কেড়েছিল।বিপ্লবী আন্দোলনের এক পর্যায়ে প্রফুল্ল চাকীর ওপর দায়িত্ব পড়ে অত্যাচারী কিংসফোর্ড সাহেবকে সজায় দেওয়ার।কিংসফোর্ড যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলেন।শাস্তিস্বরূপ কিংসফোর্ডকে বিহারের মজঃফরপুরে বদলি করা হলে তাঁকে হত্যার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর ওপর। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল রাতে তাঁরা কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না ছিলেন তাঁর পরিচিত অন্য দুজন ইউরোপীয় নারী। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ পুলিশ সারা বাংলায় ধরপাকড় শুরু করে এবং দুই তরুণ বিপ্লবীকে ধরার জন্য চারিদিকে জাল বিছিয়ে দেয়।মজঃফরপুর থেকে পালিয়ে প্রফুল্ল চাকী ছদ্মবেশে সমস্তিপুর স্টেশনে পৌঁছান। সেখান থেকে ট্রেনের মাধ্যমে পালানোর চেষ্টা করলে মোকামা স্টেশনে এক বাঙালি পুলিশ অফিসারের সন্দেহের নজরে পড়েন তিনি। বিপদের আঁচ পেয়ে এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে প্রফুল্ল চাকী নিজের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েই আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯০৮ সালের ১ মে (মতান্তরে ২ মে ভোরে) মোকামা ঘাট স্টেশনে তিনি নিজেকে গুলি করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে মাতৃভূমির মুক্তির বেদিতে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁর এই অসামান্য ত্যাগ বাংলার আপামর জনগণকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল।প্রফুল্ল চাকীর জীবনের অন্যতম ট্র্যাজেডি ছিল তাঁর বীরত্বপূর্ণ আত্মাহুতির পরও ব্রিটিশ সরকারের বর্বরতা। তাঁর মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য মুণ্ডচ্ছেদ করে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল যা তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসনের নিষ্ঠুরতার এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু কোনো দমন-পীড়নই প্রফুল্ল চাকীর আদর্শকে স্তিমিত করতে পারেনি। বরং তাঁর এই আত্মবলিদান ক্ষুদিরাম বসু থেকে শুরু করে মাস্টারদা সূর্য সেন পর্যন্ত অগণিত বিপ্লবীর মনে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। প্রফুল্ল চাকী কেবল একজন বিপ্লবী ছিলেন না তিনি ছিলেন অকুতোভয় যৌবনের প্রতীক। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে আদর্শের জন্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই করার সাহস কীভাবে অন্তরে লালন করতে হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বীর শহীদের নাম চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। বাংলার প্রতিটি কোণায় আজও প্রফুল্ল চাকীর বীরত্বগাথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

বিজেপির বঙ্গ বিজয়ের ভগীরথ শুভেন্দু অধিকারী

তন্ময় সিংহ

শেষ পর্ব

এই সময় প্রায় এক বছর দাদার অনুগামী নাম দিয়ে একটি সংগঠন শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার ও আলাদা ক্যাম্পেইন করার পর, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তার সমর্থকদের আকৃষ্ট করে তিনি ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে অমিত শাহের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে তিনি পাকাপাকিভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন।যদিও বিজেপি ২০১৯ এর লোকসভা তে সাফল্যের পর ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে না পারায়, তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে। অনেকে তৃণমূলের আমলে তার মন্ত্রিত্ব এবং অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে তাকে দলে নেয়ার সুফল সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন।

বিজেপির তৎকালীন সভাপতি দিলীপ ঘোষের সাথে দূরত্বের কথা শোনা যায় এই সময়। যদিও কেন্দ্রের অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদির জুটি তাঁর প্রতি অবিচল আস্থা রেখে তাকে বিরোধী দলনেতা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা প্রদান করেন, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দায়িত্ব দেন উত্তরবঙ্গের নেতা সুকান্ত মজুমদারকে।। যদিও প্রাথমিকভাবে বিভাজনের রাজনীতি এবং মাইনরিটিদের নিয়ে মন্তব্য তাঁর মুখ থেকে সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে মেনে নেয়নি। বুঝতে পেরে তিনিও পরবর্তীকালে ভারতীয় মাইনরিটি

বিজেপির তৎকালীন সভাপতি দিলীপ ঘোষের সাথে দূরত্বের কথা শোনা যায় এই সময়। যদিও কেন্দ্রের অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদির জুটি তাঁর প্রতি অবিচল আস্থা রেখে তাকে বিরোধী দলনেতা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা প্রদান করেন, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দায়িত্ব দেন উত্তরবঙ্গের নেতা সুকান্ত মজুমদারকে।।

এই দেশেরই এই বার্তায় জোর দেন। শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করা তাঁর মন্তব্যের জন্য ভবানীপুরে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন। সব মিলিয়ে ২০২৬ এর অ্যাসিড টেস্টের আগে তিনি তৈরি ছিলেন তার সনাতনী ভাবমূর্তি নিয়ে। যদিও ২০২১ এর পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠন হওয়ার পর বিজেপির সংগঠন দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে এবং হুজুগে আসা কর্মীরা আবার পুনরায় শাসক দলের শিবিরে অথবা নিজেদের পুরনো দলে ভিড়তে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা কে তিনি তাঁর প্রচারের অন্যতম লক্ষ্য করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি থেকে আরজিকর অথবা প্রতিবেশী রাজ্য বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কাহিনী তিনি সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে হিন্দু ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন। গাড়িতে করে পশ্চিমবঙ্গের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সারাদিন ছুটে বেড়ানো তাঁর ক্ষেত্রে সবদিন ই একটি অতি সাধারণ ঘটনা। মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে মমতা ব্যানার্জিকে গদিচ্যুত করাই তাঁর এই পাঁচ বছরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে অনেক সেনাপতি ই আছেন যারা যুদ্ধক্ষেত্রে শিবির বদল করে তাঁদের রাজাকেই পরাস্ত করেছেন। সেই তালিকায় একনাথ শিন্ডে ও প্রয়াত অজিত পাওয়ারের পর নবতম সংযোজন শুভেন্দু অধিকারী। পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনৈতিক সম্রাটের পরিবার থেকে রাজনীতি শুরু করে শুভেন্দু অধিকারী উল্কার গতিতে কাউন্সিলার বিধায়ক ও সাংসদ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন সিপিএমের আমলে। কিন্তু কলকাতার রাজপরিবারে যুবরাজের অভিষেকের সাথে সাথে শুভেন্দু বুঝতে পারেন তাঁকে শিবির বদলাতে হবে। রাজা হতে গেলে তাকে বিরোধী শিবিরের সেনাপতি হিসেবে লড়তে হবে। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের আন্দোলনের উত্তরাধিকার কার্যত কার হাতে থাকবে, সেইজন্য মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রাম থেকে লড়তে আসেন যদিও তার এই সিদ্ধান্তে সারা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা তৈরি হয় এবং নিজের নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে গেলেও তৃণমূল কংগ্রেস বিজয়ী হয় বাংলায়।

২০২১ থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারের নির্বাচনের শুরুতেই সেই চ্যালেঞ্জ তিনি নিয়েছেন সেনাপতি হিসেবে, ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি প্রার্থী হিসেবে বিজেপির পক্ষে লড়াই করতে এসে। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী কে চ্যালেঞ্জ করে তাঁর দলের কর্মীদের উজ্জীবিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত ২০২৬ এর যুদ্ধে তিনি নন্দীগ্রামে বিজয়ী হওয়ার পাশাপাশি ভবানীপুরে প্রায় ১৫০০০ ভোটে জয়লাভ করে তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের অন্যতম চূড়ান্ত সফলতা পেয়েছেন। শিষ্যের হাতে গুরুর পরাজয় পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ এর নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আসলে মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভায় তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি যোগ্যতম হলেও কলকাতা লবি বা স্বয়ং নেত্রী যে পরিবারকেই বেছে নেবে তা বুঝতে পেরে তিনি লড়াই করেছেন বিরোধী শিবিরের ভগীরথ হিসেবে।

বিজেপির অন্যতম স্বপ্ন তাঁদের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বঙ্গদেশ বিজয়, সেই স্বপ্ন সার্থক করেছেন তিনি ভগীরথ হিসেবে। এখন দেখার আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমরা এই ভগীরথকে দেখতে পাই কিনা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 10-05-2026 05:46 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

বাংলার মসনদ দখল করে দীর্ঘ ৪৬ বছরের
সংগ্রামে বঙ্গের অলিন্দ জয় করলো বিজেপি

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ লড়াইটা খুব একটা সহজ ছিল না। দীর্ঘ ৪৬ বছরের নাছোড়বান্দা সংগ্রামের পর অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের মহাসনদে আসীন হয়ে রাজ্যে নতুন সূর্যোদয়ের ভোর এনে দিল বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি)। বহু বিদগ্ধ ও প্রাতঃসরণীয় ব্যক্তিবর্গের হাত ধরে এই ৪৬ বছরের দীর্ঘতম নিরলস সংগ্রাম বিজেপির উত্থানে অনস্বীকার্য।

১৯৮০ সাল থেকে বিজেপির পথ চলা শুরু। ১৯৮১ সালে যখন বিজেপি এই রাজ্য দখলের পুঞ্জিভূত স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয় তখন পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৫.৪৬ কোটি।

ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৯.১৩ কোটি। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র ভারতের মধ্যে চতুর্থ জনবহুল রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। ২০২৬ সালে এরাজ্যের জনসংখ্যা ১০.০৬ কোটিতে পৌঁছায়। ২০২৩ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯.৯২ কোটি। ১৯৮৪ সালে বিজেপি ৭.৫ শতাংশ ভোট পায় এবং ২০২৫ সালে তাদের ভোট ব্যাংকে ৩৬.৬ শতাংশ ভোট পড়ে।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের অষ্টাদশতম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক উত্থানে তৃণমূল কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য অমানিশায় রূপান্তরিত হয়ে তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় ২০৭ টি আসনে জয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে বিজেপি ক্ষমতাসীন দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই উত্থান তৃণমূলের শাসনের বিরুদ্ধে জনমত, শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব ও হিন্দুত্ববাদী প্রচারের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। বিজেপি ১৯৮০-র দশকে যাত্রা শুরু করলেও ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য

রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। বিজেপির 'শক্তিশেল' বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসকে রুগ্ন শিল্পে পরিণত করে। রাজনৈতিক মহলের মতে বিজেপির এই উত্থান গত কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিজেপি ভোটারদের কাছে নিজেকে শক্তিশালী বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করা।

রাজ্যবাসীর কাছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আবেগকে হাতিয়ার করে হিন্দুত্বের আবেগে সুরসুড়ি দিয়ে মুসলিম তোষণ নীতির অভিযোগ তুলে ধরা। হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ, স্লোগান ও উৎসবের ব্যবহার ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার মধ্যে দিয়ে নিজেদের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করে এরাজ্য তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২০৭ টি আসন পেয়ে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আর তৃণমূল কংগ্রেস আটকে যায় মাত্র ৮০টি আসনে।

১৯৮০ সালে অধ্যাপক হরিপদ ভারতী (মাস্টার মশাই) ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির প্রথম সভাপতি (১৯৮০-১৯৮২)। তাঁর বাগ্মিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতায় রাজ্যে দলের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি হয়। এছাড়াও বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী বিজেপির রাজ্য সভাপতি (১৯৮২-১৯৮৬ ও ১৯৯৬-১৯৯৮)। ১৯৯০-এর দশকের পরে বঙ্গে বিজেপিকে সক্রিয় করে তুলতে তপন সিকদারের অবদান ছিল অপরিসীম।

তিনি ১৯৯১-১৯৯৫ এবং ১৯৯৭-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত রাজ্য সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এর আগে প্রমথ মহাজন দিলীপ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ রাজ্যে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার ভূমিকা পালন করেন। শনিবার বিজেপির পূর্বতন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হন। বর্তমানে শমীক ভট্টাচার্য দলের রাজ্য সভাপতির পদে রয়েছেন।

হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ এবং উন্নয়নমূলক অ্যাজেন্ডা নিয়ে রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের জেরে
অনিশ্চয়তার মুখে 'মা ক্যান্টিন'

অমল রায়, নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তনের আবহে কলকাতা সহ রাজ্যজুড়ে থমকে গিয়েছে গরিবের সস্তার আহার 'মা ক্যান্টিন'। সরকারি সূত্রে খবর, গত কয়েকদিনে রাজ্যের প্রায় ৩৯২টি ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র কলকাতাতেই ৫২টি ক্যান্টিন তাদের পরিষেবা স্থগিত রেখেছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন অসংখ্য ফুটপাতবাসী, দিনমজুর এবং নিম্নবিত্ত মানুষ, যাঁরা মাত্র পাঁচ টাকায় পেটভরে দুপুরের খাবার পেতেন।মূলত আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং নতুন সরকারের নীতি নিয়ে ধোঁয়াশার কারণেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্যান্টিনগুলি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং এনজিওগুলির আশঙ্কা, প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কী হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। খরচ করার পর পরবর্তীকালে নতুন সরকারের থেকে সেই অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রবল সংশয়। জনৈক এনজিও কর্তার মতে, বকেয়া টাকা আটকে যাওয়ার ভয়েই তাঁরা আপাতত পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, সরকারিভাবে ক্যান্টিন বন্ধ করার কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে নতুন সরকার এই প্রকল্প চালু রাখবে কি না, সেই নিশ্চয়তা না থাকায় পিছু হঠছে পরিচালক সংস্থাগুলি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হওয়া এই জনপ্রিয় প্রকল্পটি এখন চরম সংকটে।

পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এবং সরকারি আশ্বাস না মিললে কয়েক লক্ষ মানুষের সস্তার খাবারের সংস্থান অনিয়মিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল হচ্ছে।

কলকাতা পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় রদবদল
মমতাকে 'আনফলো' করে বিতর্কে লালবাজার

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই খোলনলচে বদলে যাচ্ছে প্রশাসনিক সমীকরণ। বিধানসভা নির্বাচনের অভাবনীয় ফলাফলের পর এবার কলকাতা পুলিশের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলেও বড়সড় পরিবর্তনের ছবি ধরা পড়ল। দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে কলকাতা পুলিশের ফলোয়ার তালিকা থেকে বাদ পড়লেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লালবাজারের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ঘাসফুল শিবিরের ক্ষমতাচ্যুতি এবং রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপির ক্ষমতায় আসার প্রভাব এবার সরাসরি প্রশাসনিক স্তরেও দৃশ্যমান। এবারের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কেন্দ্র নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হয়েছেন। ফলে তিনি বর্তমানে বিধানসভার সদস্য নন এবং আইনত বিরোধী দলনেত্রীর পদ পাওয়ারও সুযোগ নেই তাঁর। এখন তিনি কেবলই দলের চেয়ারপার্সন। সম্ভবত সেই কারণেই পুলিশের ডিজিটাল মাধ্যম থেকে তাঁর গুরুত্ব কমানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বর্তমানে লালবাজারের ফলো-তালিকায় গুরুত্ব পাচ্ছেন নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই এই তালিকায় ছিলেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এক্স অ্যাকাউন্টও পুলিশের নজরে রয়েছে।পরিবর্তনের হাওয়া কেবল ভার্চুয়াল জগতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং বাস্তবের মাটিতেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। গত ৪ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ঠিক পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে থেকে নিরাপত্তা কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করে লালবাজার। সরিয়ে নেওয়া হয়েছে দীর্ঘদিনের চেনা সেই ভারী গার্ডরেল। একই চিত্র দেখা গিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন 'শান্তিনিকেতন'-এর সামনেও। সেখানে মোতায়েন অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনীতে রাশ টানা হয়েছে। তবে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এক জন সাংসদ হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটুকু প্রটোকল মেনে নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য, তা বজায় রাখা হবে। প্রশাসনের এই দ্রুত অবস্থান বদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তুঙ্গে। সমালোচকদের মতে, ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সাথে পুলিশের এই দ্রুত ভোলবদল আসলে রাজনৈতিক আনুগত্য পরিবর্তনেরই এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

রবীন্দ্র স্মরণে নয়া শপথ, তৃণমূলের
নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রবীন্দ্র জয়ন্তীকে সামনে রেখে আজ, শনিবার থেকে ফের রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যজুড়ে বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে জনসংযোগ বৃদ্ধির এই বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এদিন বিকেল ৪টে নাগাদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কালীঘাটের বাসভবন চত্বরে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করবেন, যেখানে উপস্থিত থাকবেন দলের সাংস্কৃতিক শাখার সদস্যরা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবানীপুরের তিনটি জায়গায় একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের নামে অনুষ্ঠানের অনুমতি চাওয়া হলেও পুলিশের তরফে সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ। নেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি জেলার দলীয় কার্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় কার্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে স্থানীয় নেতার বাড়ি বা খোলা মাঠে কবিপ্রণামের আয়োজন করা হচ্ছে। তবে এই অনুষ্ঠান কেবল সাংস্কৃতিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকছে না; বিশ্বকবির আদর্শকে পাথেয় করে বাংলার স্বার্থে এক নতুন লড়াইয়ের শপথ নিতে চলেছে জোড়াফুল শিবির। পাশাপাশি কর্মীদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও কোনো অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে। মূলত রবীন্দ্র আবেগকে সম্বল করেই আগামী দিনের রাজনৈতিক কৌশল সাজাচ্ছে ঘাসফুল শিবির।

প্রতিবেশী রাজ্যের জেল থেকেই চন্দ্রনাথ খুনের ছক, তদন্তে উঠে আসছে আন্ডারওয়ার্ল্ড যোগ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়ানো চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে বিস্ফোরক তথ্য হাতে পেয়েছেন বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট-এর সদস্যরা। তদন্তকারীদের দাবি, চন্দ্রনাথকে খুনের সম্পূর্ণ 'ব্লু-প্রিন্ট' তৈরি হয়েছিল প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ডের জেলের ভেতরে বসে।

এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ভিনরাজ্যের এক কুখ্যাত 'আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন' ও তার শার্প শ্যুটার গ্যাংয়ের সরাসরি যোগসূত্র মিলেছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ জুড়ে বিস্তৃত এই অপরাধী নেটওয়ার্কের দুই মাথাকে ইতিমধ্যেই জেরা করা হয়েছে বলে খবর।তদন্তে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডে জেলবন্দি জনৈক ডনের সঙ্গে দুবাইয়ের যোগসূত্র রয়েছে। সেই গ্যাংয়ের সদস্যরা ওপার থেকে সুপারি নিয়ে একটি পেশাদার দল পাঠায় মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায়। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে জেলবন্দি অন্য এক অপরাধী বা কোনো মাফিয়া 'মিডলম্যান' হিসেবে কাজ করেছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফোনের টাওয়ার ডাম্পিং বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, খুনের আগে মধ্যমগ্রাম এলাকায় প্রতিবেশী রাজ্যের জেল থেকে একাধিক ফোন কল এসেছিল।অপরাধীরা পুলিশের নজর এড়াতে নিজেদের তৈরি বিশেষ অ্যাপ ব্যবহার করে যোগাযোগ রাখত। গত বুধবার যে ঝাড়খণ্ডের নম্বর প্লেট লাগানো গাড়িটি চন্দ্রনাথের পথ আটকেছিল, সেটি একটি মোটর-চোর গ্যাংয়ের কাছ থেকে সংগৃহীত। গাড়িটির ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর বিকৃত করা ছিল। সিসিটিভি ফুটেজে একটি লাল রঙের সন্দেহভাজন গাড়ি এবং বারাসতে উদ্ধার হওয়া একটি চুরির বাইক ঘিরেও দানা বাঁধছে রহস্য। তদন্তকারীদের অনুমান, ৫-৬ জনের শার্প শ্যুটার দলটি ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এই অপরাধী চক্রের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত বলেই মনে করছে সিট। বর্তমানে ঝাড়খণ্ড ও বিহার পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে মূল চক্রীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিলি ঘিরে রণক্ষেত্র তারকেশ্বর

অর্ক দাস, নয়া জামানা, হুগলি ঃ হুগলির তারকেশ্বরে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে। বিজেপির প্রস্তাবিত 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর ফর্ম বিলি করতে গিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে আক্রান্ত হলেন এক বিজেপি কর্মী। জখম কর্মীর নাম সন্দীপ মালিক। বর্তমানে তিনি আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে মির্জাপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিলি করছিলেন পেশায় দিনমজুর সন্দীপ। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে ব্যাপক মারধর করে।

দীর্ঘক্ষণ নিখোঁজ থাকার পর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি কৃষিজমিতে তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। ঝড়বৃষ্টির কারণে রাতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হয়, তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রথমে তারকেশ্বর গ্রামীণ ও পরে আরামবাগে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রাক্তন' হতে নারাজ মমতা, শুভেন্দুর শপথের দিনই অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় বদলে গেল বায়ো

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই এক টানটান নাটকীয়তা চলছিল বাংলার রাজনীতিতে। অবশেষে আজ, শনিবার রাজভবনে রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের পরপরই নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের পরিচয়পত্র বা 'বায়ো' পরিবর্তন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে দীর্ঘ টালবাহানার পর এই পরিবর্তন আনলেও সেখানে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন 'প্রাক্তন' শব্দটি।ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে মমতা এখন নিজেকে বর্ণনা করেছেন তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। তাঁর নতুন বায়োতে লেখা হয়েছে; '১৫, ১৬ ও ১৭তম বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, পরাজয় স্বীকার করেও তিনি যে লড়াকু মেজাজ ছাড়ছেন না, এই বায়ো বদল তারই ইঙ্গিত। নির্বাচনের পর তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, তারা হারেনি বরং তাদের 'হারানো হয়েছে'।

সেই যুক্তিতেই গত সোমবার ফল ঘোষণার পর পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি মঙ্গলবার কালীঘাটের সাংবাদিক বৈঠকেও তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, চক্রান্ত করে তাদের হারানো হয়েছে, তাই ইস্তফা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।২০১১ সালে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসানের পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে সৌজন্য দেখিয়ে দ্রুত পদত্যাগ করেছিলেন, এবার তার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়নি। বরং রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরও মমতার প্রোফাইলে 'মুখ্যমন্ত্রী' শব্দটি জ্বলজ্বল করছিল। অবশেষে শুভেন্দু অধিকারীর শপথের পর সেই পরিচয় বদলাতে বাধ্য হলেন তিনি। তবে সরাসরি 'প্রাক্তন' শব্দটি ব্যবহার না করা তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ও অনড় মানসিকতাকেই স্পষ্ট করছে।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 10-05-2026 05:46 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

মাথাভাঙ্গায় শপথ উৎসবে উচ্ছ্বাস বিজেপির

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শুক্রবার উৎসবের আবহে মেতে উঠল মাথাভাঙ্গা শহর। মাথাভাঙ্গা সিটিম গ্রাউন্ডে বিজেপির উদ্যোগে বসানো হয় জায়েন্ট স্ক্রিন, যেখানে একসঙ্গে বহু কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত থেকে সরাসরি শপথ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। দুপুর গড়াতেই সিটিম গ্রাউন্ডে ভিড় জমতে শুরু করে। দলীয় পতাকা, আবির আর স্লোগানের মধ্যে দিয়ে জায়েন্ট স্ক্রিনে সম্প্রচারিত হয় শপথ গ্রহণের মুহূর্ত। উপস্থিত জনতা নতুন সরকারের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই দিনটি শুধু

পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের জন্য ঐতিহাসিক। বাংলার মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী ও নতুন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন উপস্থিত সকলে। শপথ গ্রহণের বিভিন্ন পর্বে করতালি ও উল্লাসে মুখর হয়ে ওঠে গোটা মাঠ। অনেকেই মোবাইলে সেই মুহূর্তগুলি ক্যামেরাবন্দি করেন। এদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী হওয়ায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয়। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, বাংলার নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনালগ্নে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী একসঙ্গে উদযাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নতুন সরকার কাজ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস, উৎসবের আবহ এবং সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধার মেলবন্ধনে মাথাভাঙ্গার সিটিম গ্রাউন্ডে দিনভর ছিল আনন্দঘন পরিবেশ।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে উৎসব বিজেপির

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের পাশাপাশি ব্রিগেডের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে সোমবার জলপাইগুড়ি শহরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বিজেপি নেতাকর্মীদের উদ্যোগে শহরের একাধিক এলাকায় লাড্ডু, মিষ্টি ও চকলেট বিতরণ করে আনন্দ উদযাপন করা হয়। বিশেষ করে নেতাজি পাড়া এলাকায় জয় শ্রী রাম ও শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

দিনভর ব্রিগেডের অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন স্থানে প্রজেক্টারের মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থাও করা হয়। পথচলতি মানুষ, দোকানদার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস। একইসঙ্গে রবীন্দ্র জয়ন্তীও পালিত হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়। সাংস্কৃতিক আবহে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজনৈতিক উদযাপনকে মিলিয়ে নেন বিজেপি কর্মীরা। এই দ্বৈত উদযাপনে শহরের পরিবেশ হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। বিজেপি নেতাকর্মীদের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

প্রবীণ সম্মাননা থেকে শপথ গ্রহণ উৎসবে মুখর শিলিগুড়ি

বাপ্পা রায় ।। নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

শিলিগুড়িতে একই দিনে রাজনৈতিক আবেগ ও উৎসবের ছবি ধরা পড়ল দুই ভিন্ন ঘটনায়। একদিকে প্রবীণ বিজেপি কর্মী মাখ নলাল সরকারকে সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ উপলক্ষে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে উৎসব;দু'টি ঘটনাই শহরের পরিবেশে তৈরি করেছে আলাদা উচ্ছ্বাস। ডাবগ্রাম এলাকার বাসিন্দা ৯৭ বছর বয়সী প্রবীণ বিজেপি কর্মী মাখনলাল সরকারকে সম্মান জানানোয় তাঁর বাড়িতে ও আশপাশের এলাকায় তৈরি হয় আবেগঘন পরিবেশ। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এই বর্ষীয়ান কর্মী উত্তরবঙ্গে বিজেপির সংগঠন বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে দলীয় সূত্রে দাবি। জানা যায়, তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় আরএসএস-এর মাধ্যমে। পরে জনসংঘ হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যুক্ত হন তিনি। ১৯৮১ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর

সময়ে দার্জিলিং জেলা বিজেপি কমিটি গঠনে নেতৃত্ব দেন এবং সভাপতির দায়িত্বও সামলান। পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে তিনি একাধিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৫২ সালে কাশ্মীরে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলনের আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। এমনকি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেও আদালতে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেছিলেন বলে পরিবারের দাবি। তাঁর বড় ছেলে মনিক সরকার জানান, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এই সম্মান তাঁদের পরিবারের কাছে গর্বের মুহূর্ত। অন্যদিকে, একই দিনে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে দেখা যায় উৎসবের আবহ। স্থানীয় শক্তিকেন্দ্রের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঝালমুড়ি বিতরণ করা হয়। কলকাতায় মূল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলেও তার উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায়। পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা আনন্দের সঙ্গে এই আয়োজনে অংশ নেন। আয়োজকদের বক্তব্য, নতুন সরকারের শপথ গ্রহণকে স্মরণীয় করতেই এই উদ্যোগ। প্রবীণ নেতাকে সম্মান ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে উৎসব;দু'টি ঘটনাই শিলিগুড়ির রাজনৈতিক জীবনে এদিন আলাদা মাত্রা যোগ করল।

কোচবিহারের গৌরবময় ইতিহাসের নীরব সাক্ষী

ঐতিহ্যের স্পন্দন গোসানিমারি রাজপাট

কুশল রায় , নয়া জামানা , কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলার ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে গোসানিমারি রাজপাট এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। জেলার দিনহাটা মহকুমার অন্তর্গত গোসানিমারি এলাকায় অবস্থিত এই রাজপাট একসময় ছিল কামতাপুর, কোচ রাজবংশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র। ইতিহাসের পাতা উল্টোলেই স্পষ্ট হয়, এই রাজপাট

আছে গৌরবময় অতীতের স্মৃতি। গোসানিমারি রাজপাটের আশেপাশে এখনও দেখা যায় প্রাচীন ইটের দেয়াল, ভিত্তি ও নানা স্থাপত্যের চিহ্ন। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানে আরও বিস্তৃত খনন হলে কোচ রাজবংশের বহু অজানা তথ্য উঠে আসতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই এলাকাকে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, রাজপাট চত্বরে আজও ইতিহাস যেন নীরবে কথা বলে। শুধু ইতিহাস নয়, লোককথা ও কিংবদন্তিতেও গোসানিমারি রাজপাটের বিশেষ স্থান রয়েছে। এলাকার প্রবীণদের মুখে শোনা যায়, রাজপাট সংলগ্ন অঞ্চলে একসময় রাজপরিবারের বাসস্থান, অস্ত্রাগার ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা স্থাপনা ছিল। রাজাদের সঙ্গে যুক্ত নানা কাহিনি আজও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে গোসানিমারি রাজপাট পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ইতিহাসপ্রেমী ও গবেষকদের পাশাপাশি সাধারণ দর্শনার্থীরাও এখানে এসে কোচবিহারের অতীত সম্পর্কে ধারণা লাভ করছেন। তবে পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যটন পরিকাঠামোর অভাব এখনো বড় সমস্যা। স্থানীয়দের দাবি, এই ঐতিহাসিক স্থানকে ঘিরে পর্যটন উন্নয়ন হলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং কোচবিহারের ইতিহাস আরও বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব হবে। গোসানিমারি রাজপাট শুধু একটি ধ্বংসাবশেষ নয়, এটি কোচবিহারের আত্মপরিচয়ের প্রতীক। যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি।

কোচবিহারের রাজকীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ইতিহাসবিদদের মতে, মহারাজা বিশ্ব সিংহ ও মহারাজা নর নারায়ণের আমলে গোসানিমারি রাজপাট বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কোচ রাজারা এখানে প্রশাসনিক বৈঠক, সামরিক পরিকল্পনা ও রাজ্য পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। একসময় এই রাজপাটকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ জনপদ। আজ যদিও সেই রাজকীয় জৌলুস আর নেই, তবু ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও লুকিয়ে

ফালাকাটায় বেআইনী মদ কারবারে গ্রেপ্তার ১

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ শহরে বেআইনী মদের রমরমা রুখতে পুলিশি তৎপরতা জোরদার করল ফালাকাটা থানা। শুক্রবার রাতে ফালাকাটা শহরের পুরাতন চৌপথী মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেআইনী মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ধৃতের নাম বাবলু দে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বাবলু দে তার দোকানে বেআইনীভাবে মদ মজুদ রেখে কারবার চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ ছিল। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ আসার পর শুক্রবার রাতে আচমকাই ওই দোকানে হানা দেয় ফালাকাটা থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে দোকান থেকে বিলিতি মদ, দেশি মদ ও বিয়ার মিলিয়ে প্রায় ৫০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশের দাবি,

বাজেয়াপ্ত মদ বেআইনীভাবে বিক্রির উদ্দেশ্যেই মজুদ রাখা হয়েছিল। অভিযানের সময় কোনও বৈধ লাইসেন্স বা নথিপত্র দেখাতে পারেননি ধৃত ব্যক্তি। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফালাকাটা থানার আইসি নিতেশ লামা জানান, বেআইনী মদ বিক্রির অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিকে শনিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়েছে। ফালাকাটা এলাকায় বেআইনী মদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, বেআইনী মদের কারবার বন্ধ না হলে সামাজিক সমস্যার আশঙ্কা বাড়ে। পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে এই ধরনের বেআইনী কর্মকাণ্ড বন্ধ হবে বলেই আশা করছেন এলাকাবাসী।

ভাড়াটিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ময়নাগুড়িতে

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে এক ভাড়াটিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম টি কে মিশ্রা। তিনি উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা এবং কাজের সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে ময়নাগুড়িতে বসবাস করছিলেন। জানা গেছে, তিনি ময়নাগুড়ি পাওয়ার হাউসের কাছে একটি চাপ ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন এবং একাই ওই ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। ঘটনার সময় বাড়ির মালিকপক্ষ আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে অন্যত্র ছিলেন। পরে বাড়িতে এসে পাশের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান তাঁরা। একাধিকবার ডাকাডাকি করেও সাড়া না মেলায় স্থানীয়দের খবর দেওয়া হয়। বিষয়টি জানানো হয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তুহিন চৌধুরী এবং ময়নাগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর খাটের ওপর মৃত অবস্থায় টি কে মিশ্রাকে উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয়দের অনুমান, ঘুমের মধ্যে স্ট্রোকে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। যদিও পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কুয়োয় পড়ে মৃত ১

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি ব্লকের দমহনি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষিরহাট বৌলবাড়ি এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। বাড়ির কুয়ো থেকে উদ্ধার হয় রাজেশ ঠাকুর (আনুমানিক বয়স ৪৫) নামে এক ব্যক্তির নিথর দেহ। ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘক্ষণ রাজেশ ঠাকুরের কোনও খোঁজ না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির কুয়োয় তাকে পড়ে থাকতে দেখেন। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে

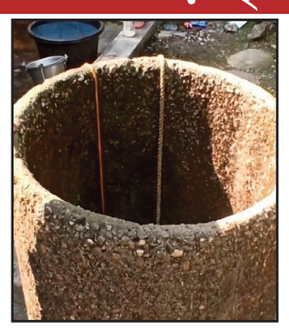

যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। পরিবারে রয়েছেন তার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে। আকস্মিক এই মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছে পরিবারটি। স্থানীয় এক প্রতিবেশী জানান, রাজেশ ঠাকুর অত্যন্ত মিশুক ও সাহায্যপ্রবণ মানুষ ছিলেন। এলাকার সকলের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। তাঁর কথায়, তিনি সবসময় হাসিমুখে কথা বলতেন। এই অকাল মৃত্যু আমরা মেনে নিতে পারছি না। শনিবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। এলাকাবাসীর মধ্যেও শোক ও স্তব্ধতা নেমে আসে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের রহস্যমৃত্যু আলিপুরদুয়ারে

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ ভরসকালে শহরের বুকে এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার-এ। শনিবার সকালে শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে চন্দন কুমার (৩১) নামে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, তা ঘিরেই মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত চন্দন কুমার বিহারের বাসিন্দা। তিনি একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে আলিপুরদুয়ারে গ্যাস পাইপলাইন বসানোর প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন। কাজের সূত্রেই গত ১৯ এপ্রিল আলিপুরদুয়ারে এসে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওই বাড়িতে একা ভাড়া থাকছিলেন তিনি।

শনিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ ঘর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। উদ্ধারকালে দেখা যায়, দেহটি হাঁটুগাড়া অবস্থায় ঝুলন্ত ছিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থান ঘিরেই আত্মহত্যা না কি অন্য কোনও কারণ;তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে বলে স্থানীয়দের দাবি।

আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মৃতের পরিবারকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতভাগ সাফল্য নকশালবাড়িতে

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ বরাবরের মতো এবছরও মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশের হার বজায় রেখে নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করল নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দির। বিদ্যালয়ের মোট ৩৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং সকলেই সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কৃতিত্বে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয় চত্বরে খুশির আবহ ছড়িয়ে পড়ে। এবার বিদ্যালয়ের সেরা ফলাফলের তালিকায় থাকা অন্তরিক রায়, ধীরাজ ঘোষ ও প্রসূন সরকারকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কৃতী ছাত্রদের ফুলের তোড়া ও খাদা পরিয়ে সম্মান জানানো হয়। পাশাপাশি মিষ্টিমুখের আয়োজনও করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সহপাঠীদের উপস্থিতিতে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আবেগঘন। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্তরিক রায় ৬৭৮, ধীরাজ ঘোষ ৬৭৫ এবং প্রসূন সরকার ৬৭১ নম্বর পেয়ে জেলার কৃতীদের তালিকায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। তাদের এই সাফল্যে গর্বিত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি অভিভাবকরাও। বিদ্যালয়ের আচার্য জানান, প্রতি বছরের মতো এবছরও এই ভালো ফলাফল শিক্ষকমণ্ডলী ও পড়ুয়াদের সম্মিলিত কঠোর পরিশ্রমের ফল। আমরা পড়ুয়াদের নিয়মিত দিকনির্দেশ ও মানসম্মত শিক্ষার উপর জোর দিই। আগামী দিনেও আরও ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে। অন্যদিকে, কৃতী পড়ুয়াদের বক্তব্য, এই সাফল্যের পেছনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবদানই সবচেয়ে বড়। তাঁদের নিয়মিত সহযোগিতা, উৎসাহ ও সঠিক পরামর্শই এই ফলাফল সম্ভব করেছে বলে জানায় তারা। সব মিলিয়ে, নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরের এই সাফল্য আগামী দিনের পড়ুয়াদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে রইল।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 10-05-2026 05:46 Page 5

টিভি স্ক্রিনে শুভেন্দুর শপথ গ্রহণ, উচ্ছ্বাসে মাতল পুরাতন মালদা

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী-র শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হল পুরাতন মালদায়। শনিবার সকাল এগারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি ধানহাট পালপাড়া এলাকায় বিজেপির উদ্যোগে টিভি স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখার বিশেষ আয়োজন করা হয়।সকাল থেকেই এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় চোখে পড়ে। দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং ভারত মাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। এরপর টিভি স্ক্রিনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হতেই কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী শপথ বাক্য পাঠ করার সময় উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা করতালি ও স্লোগানে ফেটে পড়েন। অনেকেই এই দিনটিকে বাংলার রাজনীতির

নতুন অধ্যায় বলে মন্তব্য করেন। কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর এই দিনটি তাদের কাছে অত্যন্ত আবেগের ও গর্বের।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার সাংগঠনিক সম্পাদক স্নেহাংশু ভট্টাচার্য, যুব নেতা সোমনাথ প্রসাদ, বিজেপি নেত্রী জয়ন্তী মণ্ডল সহ একাধিক বিজেপি নেতা ও কর্মী। তারা সকলেই নতুন সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা জানান এবং উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যে নতুন দিশা আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।শুধু শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখাই নয়, গোটা কর্মসূচিকে ঘিরে ছিল উৎসবের আমেজ। শপথ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ঝালমুড়ি, মিষ্টি ও ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করা হয়। অনেকেই একে বিজয় উৎসবের সঙ্গে তুলনা করেন।স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গিয়েছে। আগামী দিনে রাজ্যের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের আশায় সাধারণ মানুষ নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বলেও মত প্রকাশ করেন তারা।

মালদায় ঝালমুড়ি বিলি করে শুভেন্দুর শপথ উদযাপন

দেবাশীষ পাল, নয়া জামানা, মালদা ঃ ঝাল মুড়ি খাইয়ে শপথ গ্রহণ মুহূর্তে বুলবুলচন্ডী এলাকায় দেখা গেলো বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। শনিবার ছিলো পঁচিশে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম জয়ন্তীর দিন। আর এই দিনে তৃণমূল সরকারকে হারিয়ে বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই আনন্দে বিজেপি নেতাকর্মীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করলেন ঝালমুড়ি ও লাড্ডু। শনিবার বিজেপির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলাকালীন ঝালমুড়ি বিতরণের ছবি নজরে এল মালদহের হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী পুরনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। সেখানেই বিজেপি নেতাকর্মীরা মিলে বাংলায় প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের আনন্দে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঝালমুড়ি ও লাড্ডু বিতরণ করেন। আর এই বিতরণের মাধ্যমেই সকলে বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের আনন্দে মেতে ওঠেন। এদিনের এই কর্মসূচি রূপায়ণে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা বিজেপি নেতা অচিন্ত্য কুমার সরকার সহ অন্যান্যরা।

ভরাডুবির পরে আসন্ন পুরভোটে আগ্রহ নেই তৃণমূল কাউন্সিলরদের

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ গোটা রাজ্যে পদ্মফুলের দাপটে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে ঘাসফুল। হাতেগোনা কয়েকটি ওয়ার্ড ছাড়া সব পুরসভাতেই পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল। রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই একই চিত্র। এই পরিস্থিতিতে কি আগামী পুরভোটে 'লিড দাও, টিকিট নাও' ফর্মুলা কার্যকরী হবে? তৃণমূলের ভরাডুবির মধ্যেও এই চিন্তা ভাবনা পোষণ করছেন একাধিক কর্মী সমর্থকরা।বালুরঘাট পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডেই বিজেপি জিতেছে। চেয়ারম্যান ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুরজিৎ সাহা বলেন, 'গতবারের তুলনায় এ বার কিছুটা হলেও বিজেপির লিড কমেছে। শুধু বালুরঘাট নয়, রাজ্য জুড়েই তৃণমূলকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। আগামী ভোটে প্রার্থী হওয়া নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।' বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি অনোজ সরকার বলেন, 'আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পুরসভার সব ধরনের পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছি। তার পরেও মানুষ বিজেপির উপরেই ভরসা রেখেছে। এখনই টিকিট পাওয়া নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই।'

হাই মাদ্রাসার প্রথম স্থানাধিকারীকে ফোরামের উদ্যোগে কৃতী সংবর্ধনা

নয়া জামানা ,মালদা ঃ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা- ২০২৬ এ রাজ্যের সম্ভাব্য মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মালদার নয়মৌজা সুভহানিয়া হাই মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র সাহান আক্তার। সে ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৭৮১ নম্বর পেয়ে সকলের নজর কেড়েছে। শনিবার বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে জেলার এই কৃতী সন্তানকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিন সুজাপুরে ওই কৃতী পড়ুয়ার বাসভবনে গিয়ে তার হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন ফোরামের মালদা জেলা নেতৃত্ব।এদিন সাহানকে

উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন নয়মৌজা সুভহানিয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক তথা ফোরামের দক্ষিণ মালদা জেলা সভাপতি আদিল হোসেন। ফুলের তোড়া উপহার দেন যাত্রাডাঙ্গা হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক তথা ফোরামের উত্তর মালদা জেলা সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াহেদুল্লাহ্ আলী।উপস্থিত ছিলেন ফোরামের উত্তর ও দক্ষিণ মালদা জেলা সম্পাদক দ্বয় ড. উমার ফারুক ও আব্দুর রহিম, জেলা কোষাধ্যক্ষ ওয়াসিম তাজ সহ শিক্ষক সুমন বিশ্বাস, মোহাম্মদ নাসিম আলী, মনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। সাহান আর্থিক প্রতিকূলতাকে জয় করেই এই সাফল্য অর্জন করেছে বলে তার এলাকার বাসিন্দাদের দাবি। তার বাবা জামিনুল ইসলাম পেশায় একজন কাঠ মিস্ত্রি,মা সালমা বিবি সাধারণ গৃহবধূ। বাস্তুভিটা ছাড়া জমি জায়গা তেমন নেই। কায়িক পরিশ্রম করেই সংসার চলে। সাহানের চোখে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু তার সামনে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। এই অবস্থায় তার উচ্চ শিক্ষায় সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন ফোরামের জেলা নেতৃত্ব।

পঁচিশে বৈশাখের সকালে মালদার মালঞ্চে রবি-স্মরণ

উমার ফারুক, নয়া জামানা ,মালদা ঃ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মালদা জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও গণ সংগঠনের উদ্যোগে শনিবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৬তম জন্মদিবস যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। জটিল বিদ্বেষের সময়ে এ বছরের পঁচিশে বৈশাখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই গণসংগঠনের নেতৃত্বের অভিমত। এদিন সকালে মালদা জেলা সদর ইংলিশবাজারের নজরুল মূর্তি থেকে রবীন্দ্র মূর্তি পর্যন্ত প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়।বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও গণ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সকাল ৮টায় নজরুল মূর্তি থেকে রবীন্দ্র সংগীত গাইতে গাইতে ফোয়ারা মোড়, রাজহোটেল মোড় হয়ে রবীন্দ্র মূর্তিতে এসে উপস্থিত হন।

এখানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো হয় ও সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের মালদা জেলা সভাপতি সুশান্ত সাহা, অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক গজেন কুমার বাড়ই, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভাপতি মিতা ঘোষ, সম্পাদক সুদীপ মুখোপাধ্যায়, এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক অরুণ প্রসাদ, এবিপিটিএ-র জেলা সম্পাদক বিমল মল্লিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক সুব্রত দাস, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক বুলবুল মণ্ডল,

ডিওয়াইএফআই -র জেলা সম্পাদক অরূপ পোদ্দার, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক রণজিৎ চক্রবর্তী, প্রণব দাস, বিশ্বনাথ ঘোষ, সুভাষ প্রামাণিক, পথিকৃৎ সাহা প্রমুখ ।উপস্থিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও গণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, বর্তমান প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র সাহিত্য আমদের সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যাপক চর্চার প্রয়োজন রয়েছে।

সাংসদের উদ্যোগে বড় সাফল্য, শহরে মিলল ৬টি রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের ছাড়পত্র

রামকৃষ্ণ দাস,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বড়সড় সাফল্য এল সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পালের প্রচেষ্টায়। দীর্ঘদিন ধরে জেলার মানুষের দাবি ছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রেলক্রসিং এলাকায় রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের। সেই দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল ধারাবাহিকভাবে রেল মন্ত্রক ও রেল বোর্ডের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন। অবশেষে তাঁর উদ্যোগে জেলার জন্য ৬টি নতুন রোড ওভারব্রিজ নির্মাণে সবুজ সংকেত দিয়েছে রেল বোর্ড। প্রকাশিত রেল বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই ছয়টি ওভারব্রিজ নির্মাণে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫০৩.৪৯ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে কালিয়াগঞ্জ শহরের সুকান্ত মোড় সংলগ্ন

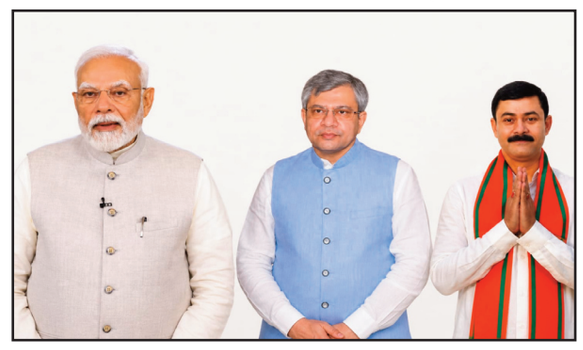

রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়কের উপর রেল ওভারব্রিজটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে রেলগেট বন্ধ থাকলে ওই এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, ফলে নিত্যযাত্রী, ছাত্রছাত্রী ও রোগী পরিবহণে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ওভারব্রিজ নির্মিত হলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে। খবর প্রকাশ্যে আসতেই কালিয়াগঞ্জ-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে যাতায়াত আরও সহজ ও দ্রুত হবে, পাশাপাশি জেলার সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের নেপথ্যে সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পালের নিরলস প্রচেষ্টাকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন অনেকেই।

উত্তর দিনাজপুরের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক বলেই মনে করছেন জেলার মানুষ।

রাজ্যে পালাবদল, দাড়িভিট কাণ্ডে ন্যায়বিচারের আশায় নিহত ছাত্রদের পরিবার

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে নতুন করে আশার আলো দেখছেন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের দাড়িভিট কাণ্ডে নিহত দুই ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকারের পরিবার। দীর্ঘ আট বছর কেটে গেলেও বহুল আলোচিত সেই ঘটনার প্রকৃত রহস্য আজও অধরা। তবে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর ফের ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় বুক বাঁধছেন নিহতদের পরিজনেরা।শনিবার নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান টেলিভিশনের পর্দায় সরাসরি দেখেন তাপস ও রাজেশের পরিবারের সদস্যরা ।

যদিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তাঁরা, তবুও কলকাতার ব্রিগেডে যাননি। পরিবারের দাবি, এতদিন তদন্তে যে স্থবিরতা ছিল, নতুন সরকার এলে তা কাটবে। দোষীরা শাস্তি পাবে এবং

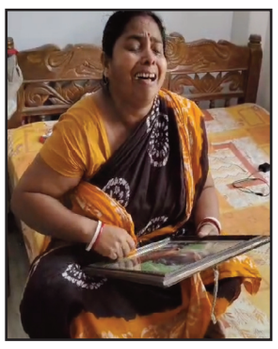

দাড়িভিট কাণ্ডের প্রকৃত সত্য সামনে আসবে।উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষকের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে আহত হন প্রাক্তন ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকার। পরে তাঁদের মৃত্যু হলে গোটা রাজ্যজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলতে থাকে।কিন্তু ঘটনার এত বছর পরেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) তদন্ত শুরু করলেও নিহতদের পরিবারের অভিযোগ, তৎকালীন রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে তদন্ত কার্যত থমকে যায়।বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাই নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন পরিবারগুলি। তাঁদের কথায়, আমরা শুধু চাই সত্যিটা সামনে আসুক। যারা আমাদের সন্তানদের জীবন কেড়ে নিয়েছে, তারা যেন আইনের যথাযথ শাস্তি পায়।দাড়িভিটের সেই রক্তাক্ত ঘটনার স্মৃতি আজও ভুলতে পারেননি এলাকার বাসিন্দারা। রাজনৈতিক পালাবদলের এই মুহূর্তে তাই নিহত ছাত্রদের পরিবারের একটাই দাবি; দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবিগুরুর স্মরণে মেতে উঠলো ত্রিমোহিনী

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ পঁচিশে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ত্রিমোহিনী প্রতাপ চন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ত্রিমোহিনী প্রতাপচন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা এবং সকলের প্রিয় দিদিমণি নিবেদিতা রায়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোপাল প্রামানিক সহ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা গণ। কবিগুরুর

পাশাপাশি এদিন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ অন্যান্য মনীষীদের মূর্তিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি কবিগুরুর জীবনী নিয়ে স্মৃতিচারণ করা হয় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে ত্রিমোহিনী ত্রিকোণ মোড়ে ত্রিমোহিনী অমর ফ্রেন্ডস স্টাফ ক্লাবের পক্ষ থেকে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্থাপক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবিতা পাঠ করেন সান্তালাল মাহাতো ও বীরেন্দ্রনাথ মাহাতো। কবির স্মরণে সংগীত পরিবেশন করেন ক্লাবের মহিলা সদস্যরা। ত্রিমোহিনী এলাকার সমাজসেবী এবং বিশিষ্টজনেরা একে একে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প দিয়ে সম্মান জানান।এদিন সমাজসেবী এবং বিশিষ্ট জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আশীষ সরকার, বিদ্যুৎ বিশ্বাস, উদয় প্রামাণিক, সুজন ঘোষ এছাড়াও স্থানীয়রা।সর্বশেষে একটি সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

চন্দ্রনাথ খুনের জের, ইসলামপুর জুড়ে গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন মুছে ফেলার হিড়িক

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় গোটা রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ঘটনার পর থেকেই সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির ব্যবসায়ী থেকে গাড়ির মালিক-অনেকেই বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও অ্যাপ থেকে গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন মুছে ফেলতে শুরু করেছেন।

তাঁদের আশঙ্কা, গাড়ির ছবি ও নম্বর প্লেটের তথ্য দুষ্কৃতীরা অপব্যবহার করতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দ্রনাথ খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটির নম্বর প্লেটটি ভুয়ো ছিল। সেই নম্বরটি নেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ির বাসিন্দা উইলিয়াম জোসেফের গাড়ির ছবি থেকে। তিনি নিজের গাড়ি বিক্রির জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ছবি-সহ বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই ছবিতে থাকা নম্বর ব্যবহার করেই দুষ্কৃতীরা ভুয়ো নম্বর প্লেট তৈরি করে বলে অনুমান তদন্তকারীদের।এই ঘটনার পরে ইসলামপুরে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, তাঁরা পুরোনো বিজ্ঞাপন সরিয়ে দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে গাড়ির নম্বর প্লেট ঢেকে বা বা কালো করে ছবি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এছাড়াও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের দাবি, খবরটা শোনার পর থেকেই তাঁরা আতঙ্কে আছেন।

তাই আপলোড করা গাড়ির ছবিগুলি মুছে দেওয়া হচ্ছে। একই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইসলামপুরের বাসিন্দা অর্পিতা পাইনও। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে আমিও একটি গাড়ি বিক্রির জন্য অনলাইন অ্যাপে ছবি দিয়েছিলাম। বুধবার রাতের ঘটনার পরে চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। এখন ভাবছি বিজ্ঞাপনটি ডিলিট করব, না হলে নম্বর প্লেট ব্লার করে আবার পোস্ট করব।এর পাশাপাশি নিরাপত্তার কথা ভেবে নতুন পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইসলামপুরের ট্যাক্সি চালকরা। স্থানীয় ট্যাক্সিচালকদের একাংশ জানিয়েছেন, তাঁরা গাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করছেন। এতে যেমন নিরাপত্তা বাড়বে, তেমনই কোনও অপরাধ ঘটলে তদন্তেও সুবিধা হবে।ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'সাধারণ মানুষ সচেতন হচ্ছেন, এটা সত্যিই ভালো খবর। শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য অনলাইনে প্লাটফর্ম থেকেও সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে।

পেট্রোলের গুণমান ঘিরে পাম্পে জনতার বিক্ষোভ

নয়া জামানা, মালদা ঃ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক চন্দনা সরকারের মালিকানাধীন একটি পাম্পে খারাপ মানের পেট্রোল দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, পাম্প থেকে পেট্রোল ভরার কিছুক্ষণের মধ্যে একাধিক বাইক রাস্তায় বিকল হয়ে পড়ে। এরপর ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা পাম্পে এসে বিক্ষোভ দেখান।

খবর ছড়িয়ে পড়তে পাম্প চত্বরে ভিড় বাড়তে থাকে। অনেকে ভিডিয়ো করে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পাম্প কর্মীরা গ্রাহকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন।পরে পাম্পের মালিক তথা প্রাক্তন বিধায়ক চন্দনা বলেন, কয়েকজন গ্রাহক অভিযোগ করেছেন। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাম্পের পেট্রোলের গুণমান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তারপরেও ত্রুটি থাকলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন সন্ধ্যায় বৈষ্ণবনগর এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বাইক চালক ওই পাম্পে পেট্রোল ভরেন। অভিযোগ, পাম্প থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরই একের পর এক বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও বাইক স্টার্ট না হওয়ায় সন্দেহ তৈরি হয় গ্রাহকদের মধ্যে। এরপর কয়েকজন বাইক ঠেলে পুনরায় পাম্পে ফিরে এসে অভিযোগ জানাতে শুরু করেন।

চাঁচল থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ, গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, মালদা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের ঠিক কয়েক ঘন্টা আগেই প্রশাসনিক তৎপরতায় উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে অবৈধ মদ।মালদা জেলার চাঁচল এলাকায় অবৈধ মদের কারবার রুখতে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ প্রশাসন।শুক্রবার গভীর রাতে চাঁচল থানার পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিপুল পরিমাণ দেশি ও বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ দুই পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে।চাঁচল থানা সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় অবৈধ মদের কারবার চলছিল। শুক্রবার রাতে চাঁচল থানার আইসি জয়দেব ঘোষের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সদরের হাটখোলা মোড় এলাকায় অভিযান চালায়। গোপন সূত্র মারফত খবর ছিল, একটি টোটোতে করে মদ পাচার করা হবে।রাত বাড়তেই একটি সন্দেহভাজন টোটোকে আটকায় পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণে মদের বোতল। ঘটনাস্থল থেকে ২ জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে মোট ২৯২ বোতল দেশি মদ এবং বেশ কিছু বিদেশি মদের বোতল উদ্ধার করা হয়েছে।গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম ভৃগ রাম দাস (৪৫) এবং জিতু নুনিয়া (৩০)। তারা দুজনেই চাঁচল থানা এলাকারই বাসিন্দা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই দুই ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে এলাকায় অবৈধ মদের সাপ্লাই চেন বজায় রেখেছিল। এই চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত এবং এর নেপথ্যে আর কারা কারা যুক্ত তা খতিয়ে দেখতে ধৃতদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 10-05-2026 05:46 Page 6

জাল অভিযোগে টোল প্লাজা বন্ধ করল বিজেপি

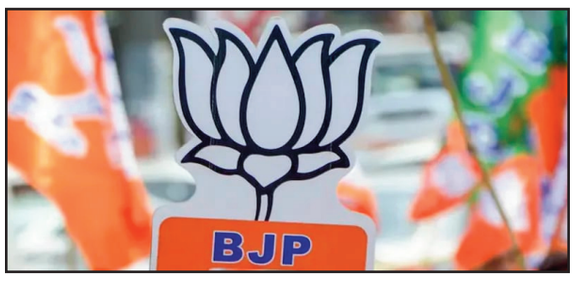

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ ডোমকল মহকুমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম ইসলামপুরের ভৈরব ব্রিজ টোল প্লাজায় টানা তিনদিন ধরে বন্ধ রয়েছে টোল আদায়। টোল প্লাজার গেটে ঝুলছে তালা। কোনো যানবাহন থেকেই নেওয়া হচ্ছে না টোল। ঘটনায় একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আদায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে, তেমনই টোল সংগ্রহকারী সংস্থা নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলেছে। অন্যদিকে বিজেপি টোল আদায়ের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে।

পূর্তদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ ইসলামপুরের ভৈরব ব্রিজে টোল আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় বীরভূমের সারাফাত খান নামে একটি এজেন্সিকে। পরে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই বরাতের মেয়াদও বৃদ্ধি করা হয়। পূর্তদপ্তরের দাবি, এখনও পর্যন্ত ওই সংস্থার টোল আদায়ের বৈধ অনুমতি রয়েছে এবং সমস্ত নিয়ম মেনেই সেখানে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছিল। তবে গত ৫ মে পরিস্থিতি বদলে যায়। অভিযোগ, রানিনগর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রানা প্রতাপ সিংহ রায় তাঁর অনুগামীদের নিয়ে টোল প্লাজায় যান এবং টোল আদায়ের কাগজপত্র দেখতে চান। পরে সেই নথিকে 'জাল' বলে দাবি করে টোল আদায় বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এরপর থেকেই কার্যত বন্ধ হয়ে যায় টোল সংগ্রহের কাজ। এজেন্সির মালিক সারাফাত খান জানান, তআমাদের সমস্ত বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। কিন্তু কয়েকজন স্থানীয় নেতা ও তাঁদের লোকজন টোল প্লাজায় এসে কর্মীদের ভয় দেখিয়েছেন। তারপর থেকেই কর্মীরা আতঙ্কে রয়েছেন। নিরাপত্তার অভাবেই টোল আদায় আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি।দ তাঁর দাবি, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৫ হাজার টাকার টোল সংগ্রহ হত। ফলে টোল বন্ধ থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এদিকে পূর্তদপ্তরের বহরমপুর ডিভিশন-২ এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বুলবুল ইসলাম বলেন, তবিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। সমস্ত বৈধ নথিও প্রশাসনকে দেখানো হয়েছে। নিয়ম মেনেই টোল আদায় করা হচ্ছিল। খ ুব শীঘ্রই আবার টোল সংগ্রহ শুরু হবে বলে আশা করছি।দ যদিও এজেন্সি কেন নিজ উদ্যোগে টোল বন্ধ রেখেছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি তিনি। অন্যদিকে বিজেপি নেতা রানা প্রতাপ সিংহ রায়ের দাবি, টোল আদায়ের জন্য যে অনুমতিপত্র দেখানো হয়েছে, তা বৈধ নয়। তাঁর বক্তব্য, তনথিতে মেমো নম্বর পর্যন্ত নেই। তাই ওই কাগজপত্রকে আমরা বৈধ বলে মনে করি না। অবৈধভাবে টোল আদায় চলতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে প্রশাসনের দ্বারস্থ হব।দ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামপুরের ভৈরব ব্রিজ এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। প্রশাসন ও পূর্তদপ্তর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে উদ্যোগী হলেও কবে ফের টোল আদায় শুরু হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পরই আত্মঘাতী ছাত্রী

নয়া জামানা, বেলডাঙা ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিকের ফলাফল। সাফল্যের আনন্দে যখন বহু পরিবার মেতে উঠেছে, তখনই এক মর্মান্তিক খবর এল বেলডাঙার মির্জাপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করল সুরাইয়া খাতুন (১৬) নামে এক কিশোরী। ঘটনার বিবরণ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরাইয়া মির্জাপুর হাজি সোলেমান চৌধুরি হাই স্কুলের ছাত্রী ছিল। শুক্রবার ফলাফল ঘোষণার পর সে জানতে পারে যে পরীক্ষায় সফল হতে পারেনি। পরিবারের দাবি, ফল দেখার পর থেকেই সুরাইয়া মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কারোর সঙ্গে তেমন কথা বলছিল না সে। এর কিছুক্ষণ পরেই ঘরের ভেতরে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলডাঙা থানার পুলিশ। তদন্ত ও প্রতিক্রিয়া পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে তীব্র মানসিক অবসাদ থেকেই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিশোরীটি। তবে ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, মেয়েটি পড়াশোনায় সাধারণ মানের হলেও মাধ্যমিক পাস করার বিষয়ে সে আশাবাদী ছিল। কিন্তু অকৃতকার্য হওয়ার ধাক্কা সে সামলাতে পারেনি।

রাজ্যের পালাবদলে বিপাকে রুপশ্রী প্রকল্পের উপভোক্তারা

মুক্ত দাস, নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ রাজ্যে পালাবদল হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে বিগত সরকারের প্রকল্প নিয়ে ধোঁয়াশা শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে। তৃণমূল সরকার গত ১৫ বছরে একাধিক জনমুখী প্রকল্প শুরু করেছিলেন। গত ৪ঠা মে রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করতে চলেছে। এই অবস্থাতে বিপাকে পড়েছে 'রূপশ্রী' প্রকল্পের উপভোক্তারা। এই প্রকল্প অনুযায়ী মহিলাদের ১৮ বছরের উপরে বিয়ে হলে সরকারি আর্থিক সহায়তা পেতেন। বিয়ের কয়েক দিন আগে ব্লক অফিসে প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে হয়।

আগামী কয়েকদিনের যাদের বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে তারা ব্লক অফিসে আবেদন করতে এসে ফিরতে হচ্ছে খালি হাতে। শুক্রবার দুপুরে সেই রকমই কয়েকজন মহিলা খালি হাতে বাড়ি ফিরে যান। হরিহরপাড়া ব্লকের ভবানীপুর গ্রামের শামীমা আক্তার বানু যার বিয়ের দিন আগামী ১৫ ই মে। হরিহরপাড়ার চোয়া পাঠানপাড়া এলাকার সাজমিনা খাতুন বিয়ের তারিখ ১৪ই মে। শুক্রবার দুজনেই হরিহরপাড়া ব্লক অফিসে 'রূপশ্রী ' প্রকল্পের আবেদন করতে এসেছিলেন। ব্লক অফিস থেকে তাদের জানানো হয় নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত 'রূপশ্রী' কোন আবেদন নেওয়া হবে না। শামীমা আক্তার বানু বলেন ' আমি 'রুপশ্রী' প্রকল্পের ফ্রম জমা দিতে এসেছিলাম, কিন্তু সংশ্লিষ্ট আধিকারিক জানান এখন কোন ফর্ম জমা নিতে পারবে না। শুধুমাত্র একটি আধার কার্ডের জেরক্স ও ফোন নাম্বার জমা নিলেন '। অন্যদিকে এক অভিভাবক জানান আমি দিনমজুরের কাজ করি কোনরকম তিলে তিলে পয়সা জমিয়ে মেয়েটার বিয়ে জুটিয়েছি, আমি 'রূপশ্রী' প্রকল্পের টাকার আশায় ছিলাম। এখন যদি না পায় তবে বিয়ের অনুষ্ঠানে কাটছাঁট করতে হবে'। নতুন সরকার এই প্রকল্প কি পুনরায় চালু করবে যদিও করে তবে আগামী কয়েক দিনে যাদের বিয়ে তারা কি আদেও সুবিধা পাবে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। ব্লক অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে সরকার গঠনের পর প্রকল্প শুরু হলে আবারও নতুন করে ফর্ম দেওয়া-নেওয়া শুরু হবে।

নিয়ামতের জয়ের হ্যাটট্রিক, কর্মীদের সংবর্ধনায় ভাসলেন বিধায়ক

নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফল আশানুরূপ না হলেও, মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বিধানসভায় নিজের রাজনৈতিক ভিত্তি অটুট রাখলেন বিধায়ক নিয়ামত শেখ। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও হরিহরপাড়ায় সংগঠনের শক্তি ধরে রাখায় উচ্ছ্বসিত দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। সেই সাফল্যকে সামনে রেখেই শনিবার বিকেলে হরিহরপাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত হয় এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। হরিহরপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত বারোটি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মীরা উপস্থিত থেকে বিধায়ক নিয়ামত শেখকে সংবর্ধনা জানান। ফুলের তোড়া, উত্তরীয় ও শুভেচ্ছা বার্তায় ভরে ওঠে দলীয় কার্যালয়। এদিন কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও হরিহরপাড়ায় সংগঠনকে শক্ত হাতে ধরে রেখে ছেন নিয়ামত শেখ। মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ এবং কর্মীদের পাশে থাকার ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। অন্যদিকে সংবর্ধনা মঞ্চ থেকে নিয়ামত শেখ দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই জয় শুধুমাত্র একজনের নয়, হরিহরপাড়ার প্রতিটি কর্মী-সমর্থকের পরিশ্রমের ফল। আগামী দিনেও মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

মুর্শিদাবাদি মিনিয়েচারের উপাখ্যান

নয়া জামানা ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেবল বাংলার অন্ন কেড়ে নেয়নি, গিলে খেয়েছিল এক রাজকীয় শিল্পশৈলীকেও। ভাগীরথীর তীরে যে মুর্শিদাবাদ একসময় রঙের বন্যায় ভাসত, প্রাসাদে প্রাসাদে চলত তুলির কারসাজি, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস সেই 'মুর্শিদাবাদি কলম' বা চিত্রকলাকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা; বাংলার নবাবদের হাত ধরে যে ছবির দুনিয়া ডানা মেলেছিল, ব্রিটিশ বেয়নেটের দাপটে তা শেষমেশ 'কোম্পানি স্টাইলে' মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জলরঙের সেই সূক্ষ্ম আঁচড়েই আসলে লেখা হয়েছিল বাংলার মধ্যযুগের বিদায় আর আধুনিকতার নিষ্ঠুর এক 'মহাভারত'। মুঘল দরবার যখন ভাঙনের মুখে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদে শিল্পের বসন্ত শুরু হয়েছিল। সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের টানে যে শিল্পীদের দিল্লিতে জড়ো করেছিলেন, আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে তা পূর্ণতা পায়। শাহজাহান স্থাপত্যে মজে থাকলেও চিত্রকলা সচল ছিল। কিন্তু শিল্প-বিরাগী ঔরঙ্গজেবের জমানায় মৌচাকে ঢিল পড়ে। দিল্লির সেই আশ্রিত মৌমাছিরা বা শিল্পীরা এরপর নতুন ঠিকানা খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েন দেশজুড়ে। তাদেরই এক দল আস্তানা গাড়েন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে। দিল্লির মুঘল ঘরানার সাথে বাংলার নিজস্ব আবেগের মিশেলে তৈরি হয় এক অনন্য চিত্ররীতি। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রাখা লর্ড ক্লাইভের অ্যালবামে আজও সেই বৈভবের সাক্ষী মেলে। মুর্শিদকুলির দরবার থেকে শুরু করে মহরমের শোভাযাত্রা কিংবা খাজা খিজিরের উৎসব; শিল্পীদের নিপুণ হাতের মিনিয়েচারে বন্দি হয়েছিল সেই রঙিন ইতিহাস। রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি কাটিয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন মসনদে বসেন, তখন শিল্পীরাও নতুন উৎসাহে রঙ-তুলিতে শান দিতে থাকেন। একদিকে বর্গি হাঙ্গামা সামলানো আর অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের নজরদারি; এর মাঝেই নবাবকে নিয়ে আঁকা হয় একের পর এক অনবদ্য ছবি। ইন্ডিয়া হাউসের সংগ্রহে থাকা হরিণ শিকারের একটি ছবিতে আলিবর্দিকে দেখা যায় বিপুলা প্রকৃতির মাঝে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কেবল শিকার নয়, পারিবারিক আবহের ছবিতেও শিল্পীরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটি বিশেষ ফ্রেমে দেখা যায়, নবাব তাঁর স্বজনদের নিয়ে বসে আছেন, আর ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি বসে কিশোর নাতি সিরাজউদ্দৌলা। রাজকীয় আভিজাত্য তখন তুলির ডগায় কথা বলছে। আলিবর্দি যাদের 'মৌমাছি' বলে ডাকতেন, সেই ইংরেজরা তখন বাংলায় হুল ফোটানোর অপেক্ষায়। তবে সিরাজউদ্দৌলা যতদিন নবাব ছিলেন, শিল্পচর্চায় ভাটা পড়েনি। বরং এই সময় রাজস্থানি শৈলী আর নবাবি দরবারি মেজাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চিরাচরিত জ্যামিতিক শৃঙ্খলা ভেঙে শিল্পীরা তখ ন মজেছেন 'রাগমালা' সিরিজের ছবিতে। দীপক, গুজরী বা হিন্দোল রাগের সুর তখন রঙ হয়ে ফুটে উঠছে কাগজের ক্যানভাসে। অনেক ছবিতে তরুণ নবাব সিরাজকেই দেখ া যাচ্ছে পরম নায়কের বেশে। জমিদার থেকে সভাসদ; সবার জন্যই তখন মুর্শিদাবাদে ছবির হাট বসেছে। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পতনের পর ছবির জৌলুসও ফিকে হতে শুরু করে। মিরজাফর বা মিরকাশিমের আমলে ছবি আঁকা চললেও তাতে ছিল 'ভাবের দৈন্য'। পুরোনো কারুকার্যের অনুকরণ করার চেষ্টা হলেও সৃজনশীলতার সেই তেজ আর ছিল না। এরপর এল সেই ভয়ংকর মন্বন্তর। না খেতে পাওয়া শিল্পীদের কেউ পাড়ি দিলেন লখ নউতে, কেউ বা পেটের দায়ে ব্রিটিশ সাহেবদের ফরমায়েশে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ভাগীরথীর তীরের সেই ঝকঝকে মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকল। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাওয়ার পর বাংলার শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল কলকাতা। এক শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটিয়ে অন্য এক স্বপ্নের বীজ বোনা হল ঠিকই, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সেই নবাবি মেজাজের জলরঙা ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে গেল ভাগীরথীর চরে। ছবিটি এআই দ্বারা নির্মিত ।

শুভেন্দুর শপথে উৎসবের আবহ জঙ্গিপুরে

রাজু শেখ,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ আজ পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী-র শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুরে তৈরি হয় এক উৎসবের আবহ। জঙ্গিপুরের মাকেঞ্জিপার্ক ময়দানে বিজেপির পক্ষ থেকে বড় স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখতে পারেন। সাত সকাল থেকেই ময়দানে ভিড় জমাতে শুরু করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা এলাকা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়।বড় স্ক্রিনে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত হাজারো হাজারো মানুষ। শপথের প্রতিটি মুহূর্ত মোবাইলে বন্দি করতে দেখা যায় বহু যুবক-যুবতীকে। অনুষ্ঠান চলাকালীন বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি জয় এবং শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ ধ্বনি শোনা যায় বারবার।শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে মেতে ওঠেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। একে অপরকে আবির মাখিয়ে শুভেচ্ছা জানান তারা। অনেকেই এই দিনটিকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেন। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং সেই কারণেই আজকের এই দিন রাজ্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। জঙ্গিপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই অনুষ্ঠান ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই পরিবার নিয়ে মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন শুধুমাত্র এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে।পুরো অনুষ্ঠান ঘিরে জঙ্গিপুর মাকেঞ্জিপার্ক এলাকায় ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। তবে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়েই শেষ হয় এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত বিশেষ কর্মসূচি।

রাজ্যে কংগ্রেসের ভরাডুবির দায়ে পদত্যাগ জয়ন্ত দাসের

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ রাজ্যে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর দলের অন্দরে শুরু হল প্রকাশ্য অসন্তোষ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-কে সরাসরি কটাক্ষ করে দলের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র পদ থেকে পদত্যাগ করলেন জয়ন্ত দাস। শুক্রবার বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এই ঘোষণা করেন। দলের ভরাডুবি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জয়ন্ত দাস বলেন, '২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই করে কংগ্রেস মাত্র দু'টি আসনে জয় পেয়েছে। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ফল।' একইসঙ্গে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্বাচনী ফলাফল নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, শ্রীরামপুর কেন্দ্রে শুভঙ্কর সরকার মাত্র ২৮৮৪ ভোট পেয়েছেন। এরপরই তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের প্রার্থীরাও এর থেকে বেশি ভোট পায়।' জয়ন্তের কথায়, প্রদেশ সভাপতির নিজের কেন্দ্রেই দুর্বল ফল হওয়ায় তিনি রাজ্যের অন্যত্র প্রচারে কার্যত সময় দিতে পারেননি। তবে দলের এই বিপর্যয়ের দায় শুধু একজনের নয়, সকলের বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, 'এই ভরাডুবির দায় আমাদের সকলের।' একইসঙ্গে তিনি জানান, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মুখ পাত্র পদ থেকে পদত্যাগপত্র ইতিমধ্যেই হোয়াটসঅ্যাপ মারফত শুভঙ্কর সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদিও সেই পদত্যাগ গ্রহণ করা হবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এ প্রসঙ্গে জয়ন্ত বলেন, 'পদত্যাগ গ্রহণ করবেন কি করবেন না, সেটা প্রদেশ সভাপতির বিষয়। আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি।' নিজের রাজনৈতিক উত্থানের প্রসঙ্গ টেনে জয়ন্ত দাস বলেন, 'আমি যে পদে এসেছিলাম, সেখানে পৌঁছানোর পিছনে বড় ভূমিকা ছিল অধীর চৌধুরীর।' তবে তাঁকে না জানিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। এদিকে দলীয় সূত্রে খ বর, আপাতত জয়ন্ত দাসের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে চাইছেন না প্রদেশ সভাপতি। কারণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপেই তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ফলে বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর কংগ্রেসের অন্দরে যে ক্ষোভ ও বিভাজন ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে, জয়ন্ত দাসের এই পদত্যাগ এবং প্রদেশ সভাপতিকে কটাক্ষ সেই সংকটকেই আরও স্পষ্ট করে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক

ব্রিগেডে শপথের দিনে বিজয় মিছিল বিজেপির

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যের নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যখন ব্রিগেডে বিজেপি নেতাদের চাঁদের হাট , ঠিক সেই সময় হরিহরপাড়ায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিজয় মিছিল ঘিরে তৈরি হল আলাদা রাজনৈতিক আবহ। শনিবার বিকেলে হরিহরপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত বিহারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বড়সড় বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে অংশ নেন বহু বিজেপি কর্মী, সমর্থক এবং স্থানীয় নেতৃত্ব। দলীয় পতাকা, ব্যানার ও বিভিন্ন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। মিছিল ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল চোখে পড়ার মতো উচ্ছ্বাস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজ্যের নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণকে সামনে রেখেই এই বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের সমর্থন ক্রমশ বাড়ছে, আর সেই বার্তাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মিছিলটি বিহারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

পথচলতি মানুষজনও মিছিল দেখ তে ভিড় জমান।

পুরো কর্মসূচি জুড়ে ছিল কড়া নজরদারি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের আবহে হরিহরপাড়ার এই বিজয় মিছিল আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের ইঙ্গিত বহন করছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার গৃহবধূ

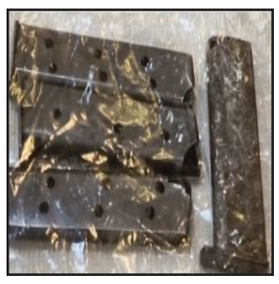

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ বহরমপুরে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বহরমপুর শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি পাপাই ঘোষ-এর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অসীম সরকার-এর বাড়িতে হানা দিয়ে অত্যাধুনিক পিস্তল, ম্যাগাজিন ও বিপুল পরিমাণ গুলি উদ্ধার করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে অসীম সরকারের স্ত্রী টুকু সরকার-কে। শনিবার দুপুরে বহরমপুর থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে মুর্শিদাবাদের ডেপুটি পুলিশ সুপার (শৃঙ্খল ও প্রশিক্ষণ) সুশান্ত রাজবংশী জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে বহরমপুর পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গির্জাপাড়া এলাকায় অসীম সরকারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে তিনটি ৭.৬৫ বোরের অত্যাধুনিক পিস্তল, ৭.৬৫ বোরের ৯০ রাউন্ড গুলি, ৯ এমএম বোরের ৫০ রাউন্ড গুলি এবং চারটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হানা দেওয়ার সময় বাড়িতে অসীম সরকার ও পাপাই ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তবে পুলিশ পৌঁছতেই তাঁরা পালিয়ে যান। বর্তমানে দু'জনেরই খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ডিএসপি সুশান্ত রাজবংশীর দাবি, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন অসামাজিক কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে সরবরাহ করা হত বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে অসীম সরকার কতদিন ধরে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। যেহেতু বাড়ি থেকেই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়েছে, তাই বাড়ির মালিকের স্ত্রী টুকু সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার তাঁকে বহরমপুর আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহরমপুরের রাজনৈতিক মহলেও শোরগোল পড়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যুব তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 10-05-2026 05:46 Page 7

এন্টালি খুন কাণ্ডে নবদ্বীপ থেকে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ কলকাতার এন্টালি থানা এলাকায় গত ৫ তারিখের নৃশংস খুনের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে নবদ্বীপের রানির চরা মিস্ত্রি পাড়া সংলগ্ন গঙ্গার চর থেকে এই মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত দীপক দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৫ মে এন্টালি এলাকায় এক ব্যক্তিকে প্রথমে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় এবং পরে গুলি করে খুন করা হয়।

এই ঘটনায় আগেই একজনকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে জেরা করেই দীপক দাসের খোঁজ পান তদন্তকারীরা।ধৃত দীপক দাসের বাড়ি নবদ্বীপের উত্তর প্রাচীন মায়াপুর উদয়ন সঙ্ঘের মাঠের পাশে হলেও, তিনি দীর্ঘকাল কলকাতার পোটারি রোডে বসবাস করতেন।

খুনের ঘটনার পরেই সে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে নবদ্বীপে এসে গা ঢাকা দেয় বলে খবর।এদিন সকাল ৯টা নাগাদ লালবাজারের বিশেষ দল রানির চরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে পাকড়াও করে। ধৃতকে কলকাতায় নিয়ে এসে এই চক্রে আর কারা জড়িত রয়েছেন, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা।

ডুপ্লিকেট ডিসিআর রুখতে কড়া পদক্ষেপ, মহম্মদ বাজারে নজরদারি বাড়াল প্রশাসন

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের মহম্মদ বাজার এলাকায় পাথর বোঝাই ট্রাক ও ডাম্পারের চলাচলকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে আরও সক্রিয় হল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। সরকারি রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন ও স্বচ্ছ রাখতে মহম্মদ বাজার ভূমি সংস্কার অফিসে ডিসিআর কাটার বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শুধু কর্মদিবস নয়, ছুটির দিনেও এই পরিষেবা পাওয়া যাবে।ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক আনন্দ বিশ্বাস জানান, সাম্প্রতিক সময়ে জেলার একাধিক রাজস্ব আদায় কেন্দ্রে হামলা ও তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার ঘটনায়

সরকারি আয় সংগ্রহে সমস্যা তৈরি হয়েছিল।

সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের নির্দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রের কাজ আপাতত মহম্মদ বাজার বিএলআর অফিসে স্থানান্তর করা হয়েছে। এতে গাড়ির চালক ও মালিকদের ভোগান্তি অনেকটাই কমেছে বলে দাবি প্রশাসনের।

এদিকে বাজারে ভুয়ো বা ডুপ্লিকেট ডিসিআর বিক্রির অভিযোগ নিয়েও সতর্ক প্রশাসন। বেআইনি এই কারবার রুখতে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং প্রয়োজনমতো কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।আনন্দ বিশ্বাস আরও জানান, নতুন সরকার গঠনের পর প্রশাসনিক নীতিমালা ও কাঠামো যেভাবে নির্ধারিত হবে, সেই অনুযায়ীই ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায়ের কাজ পরিচালিত হবে।প্রশাসনের এই উদ্যোগে একদিকে সরকারি আয় সংগ্রহের প্রক্রিয়া সচল থাকবে, অন্যদিকে পাথরবোঝাই গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত চলাচলেও লাগাম টানা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বিশ্ব ঐতিহ্যের মুকুটে রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী, শান্তিনিকেতনে বিশেষ আয়োজন

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ শনিবার ভোর থেকেই বৈতালিক, পরে রবীন্দ্রভবনে কবিকণ্ঠ, মাধবীবিতানে জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নতুন তাৎপর্য যোগ করল বিশ্বভারতীর 'পঞ্চবটী অঙ্গন'। শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথের হাতেই রোপিত হয় পাঁচটি বৃক্ষ এবং তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক স্মৃতি। আবারো সেই স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই নতুনভাবে সংরক্ষণ ও দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করল বিশ্বভারতী।একইসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের ৬৫তম জন্মদিন উপলক্ষে বিধুশেখর শাস্ত্রীর রচিত সংস্কৃত শ্লোকও শতবর্ষ পর শ্বেতপাথরের ফলকে স্থান পেল রবীন্দ্রভবনে।

বিশ্বভারতীর এই উদ্যোগে খুশি আশ্রমিক, প্রাক্তনী, পড়ুয়া ও দূর-দূরান্তের পর্যটকেরাও। উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, প্রথা মেনে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরুদেবের জন্মদিন পালিত হচ্ছে শান্তিনিকেতনে। দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চবটী অবহেলিত অবস্থায় পড়ে ছিল। 'পঞ্চবটী অঙ্গন'কেও দেশ বিদেশের দূর দূরান্তের দর্শনার্থীদের জন্য রবীন্দ্রভবনে নতুনভাবে সংরক্ষণ ও দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হল। ঐতিহ্য আমাদের যে কোনও মূল্যেই ধরে রাখতে হবে।উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশা থেকেই শান্তিনিকেতনে আশ্রমের বালক বালিকারা জন্মদিন উদযাপন করে আসছে। যদিও তখন প্রখর তাপপ্রবাহ এবং আশ্রম প্রাঙ্গনে জল কষ্টের কারণে ১৯৩৬ সাল থেকে পঁচিশে বৈশাখের বদলে নববর্ষের দিন জন্মদিন পালন করে এসেছে।

বর্তমানে শান্তিনিকেতনে আর যত কষ্ট নেই, তাপ প্রবাহ সেই সময়কার তুলনায় কম। তাই কয়েক দশক ধরেই পঁচিশে বৈশাখেই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করে আসছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, 'পঞ্চবটী' প্রতিষ্ঠায় উত্তরায়ণের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকি এই পাঁচটি বৃক্ষ নিজ হাতে রোপণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরিকল্পনার নেপথ্যে ছিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। আর সেই ঐতিহ্যকে স্মরণীয় করে রাখতেই এদিন রবীন্দ্রজন্মোৎসবের দিন শ্বেতপাথরের ফলকে স্থান পেল শতবর্ষ পুরনো সেই শ্লোক এবং ঐতিহ্য। পাশাপাশি নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল 'পঞ্চবটী অঙ্গন'। সমগ্র অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ, কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভবনের ডিরেক্টর দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, আধিকারিক, অধ্যাপক, কর্মী ও পড়ুয়ারা। সন্ধ্যায় নাট্যঘরে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির হৃদয়ে এবং মরণে। তাই তাঁর জন্মোৎসব আবেগ এবং মনোরম পরিবেশে উদযাপন করলো বিশ্বভারতী।

বাড়ির মিটার বক্স থেকে উদ্ধার বোমা, কৃষ্ণনগরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে যখন নতুন মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে সাজসাজ রব, ঠিক সেই মুহূর্তেই নদীয়ার কৃষ্ণনগর শহরের সুকান্তপল্লিতে শক্তিশালী বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার সকালে কৃষ্ণনগর সুকান্তপল্লির দাসপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা নিজের বাড়ির ইলেকট্রিক মিটার বক্সে একটি সন্দেহভাজন বস্তু দেখতে পান। ভালো করে লক্ষ্য করতেই বোঝা যায় সেটি বোমা। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোতোয়ালি থানার বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পৌঁছায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।পুলিশ নির্দিষ্ট বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং মিটার বক্স থেকে বোমাটি উদ্ধার করে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়। ততক্ষণে বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে। তারা পৌঁছনোর পরই বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা করা হয়। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে জনবহুল এলাকার একটি বাড়ির মিটার বক্সে এভাবে বোমা রেখে গেল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।রাজনৈতিক অস্থিরতা নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা;সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে।

মন্ত্রিসভায় যাচ্ছেন তেহট্টের বিধায়ক? ফেসবুক পোস্ট ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তেহট্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন সেখানকারই 'ঘরের ছেলে' বিজেপি প্রার্থী সুব্রত কবিরাজ। শনিবার ব্রিগেডে বিজেপির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনিও। দলের জয়, শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া, স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত সুব্রত কবিরাজ। তিনি বলছেন, 'অদ্ভুত এক অনুভূতি। মানুষের আবেগ, ভালবাসা, বিশ্বাস - সেই বিশ্বাসেই ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে ভরসা দেওয়ার জায়গায় এসে পৌঁছেছে। বহু কাজ বাকি আছে। যে অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল বাম আমল থেকে শুরু করে তৃণমূলের অপশাসন, লুঠ, দুর্নীতিতে - তার থেকে পরিত্রাণ চাইছে মানুষ।

সবার পেটে ভাত, হাতে কাজ, সেটাই প্রত্যয়। নিরাপত্তা আসুক, শিল্প আসুক, অর্থনীতি মজবুত হোক, আর যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বা অন্য রাজ্যে না যেতে হয় তারই দ্রুত ব্যবস্থা করা আমাদের কাজ।পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভালবাসায় আজ দল সমস্ত দায়িত্ব একজনের হাতে তুলে দিল, যাঁর নাম শুভেন্দু অধিকারী।পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।এদিন ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী।শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে কার্যত উৎসবের মেজাজ ছিল তেহট্ট জুড়েও।মন্ত্রী সভার তালিকা নাম থাকতে চলেছে তেহট্ট বিধানসভা নব বিধায়ক সুব্রত কবিরাজেরও, সমবায় মন্ত্রী হচ্ছেন বলে ফেসবুকে পোস্ট করেন বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ ছেলে সুমন কবিরাজ।ইতিপূর্বেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত সুব্রত কবিরাজের পুত্র সুমন কবিরাজও।তার মাঝেই বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে ঘোরাফেরা করছে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মন্ত্রিসভার তালিকা। যদিও দলীয় স্তরে সেই তালিকা এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তার আগেই মন্ত্রী সভায় তালিকা নাম থাকতে চলেছে তেহট্ট বিধানসভা নব নির্বাচিত বিধায়ক সুব্রত কবিরাজের, তাও আবার সমবায় মন্ত্রী। ইতিমধ্যেই বিধায়ক পুত্র সুমন কবিরাজের পোস্ট ঘিরে নতুনভাবে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে তেহট্ট জুড়ে। তাহলে কি সুমনের কথাই সত্যি হবে? এমনটাই উঠছে প্রশ্ন! কোথা থেকে কিভাবে জানলেন বাবা সমবায় মন্ত্রী হচ্ছেন তা হয়তো সুমনের অজানা। তবুও সামাজিক মাধ্যমে যে সমস্ত মন্ত্রিসভার তালিকা ঘোরাফেরা করছে তাতে কিন্তু রয়েছে সুব্রত কবিরাজ এর নাম। আর তা দেখেই হয়তো আবেগের বশে বিধায়ক পুত্র সুমন এই পোস্ট করেছেন।

পঁচিশে বৈশাখে মালাহীন রবীন্দ্রমূর্তি, প্রশ্নের মুখে রামপুরহাট ব্লক অফিস !

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ পঁচিশে বৈশাখে গোটা রাজ্যজুড়ে যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে তখন বীরভূমের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক অফিসে ধরা পড়ল এক ভিন্ন ছবি। ব্লক অফিসের মূল প্রবেশদ্বারের দু'পাশে থাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি মূর্তিতে এদিন দেখা গেল না কোনও মালা বা পুষ্পস্তবক। আর সেই ঘটনাকেই ঘিরে শুরু হয়েছে চর্চা ও প্রশ্ন। শনিবার সরকারি ছুটি থাকায় অফিসে সাধারণ কর্মীদের উপস্থিতি ছিল কম। মূল গেট খোলা থাকলেও অফিসের বিভিন্ন ঘরে ঝুলছিল তালা। তবে ব্লক অফিস চত্বরে আধিকারিকদের গাড়ি দেখা যায়। সেই অবস্থাতেই অফিসের মূল গেটের দু'পাশে থাকা কবিগুরুর মূর্তিগুলি ছিল সম্পূর্ণ মালাহীন। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়দের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য, পঁচিশে বৈশাখের মতো দিনে অন্তত প্রতীকীভাবে হলেও শ্রদ্ধা

জানানো উচিত ছিল। ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের তরফে রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অঙ্কুর মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান ব্লক অফিসের ভিতরে থাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়েছে। এ বছর অনুষ্ঠান ছোট করে হওয়ায় অফিসের ভেতরেই সেই আয়োজন সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন বড় অনুষ্ঠান হলে বড় পরিসরে পালন করা হয়, তবে এবছর সীমিত আকারেই অনুষ্ঠান হয়েছে। যদিও প্রশ্ন উঠছে অফিসের মূল প্রবেশদ্বারে থাকা কবিগুরুর মূর্তিগুলিকে কেন শ্রদ্ধা জানানো হল না। প্রতিদিন যেই পথ দিয়ে আধিকারিক ও কর্মীরা যাতায়াত করেন সেই জায়গাতেই পঁচিশে বৈশাখের দিনে রবীন্দ্রমূর্তি মালাহীন থাকায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে।

দুই ফুলের সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত তাহেরপুর

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর আসছে। তারই মধ্যে শনিবার ব্রিগেডের ময়দানে সম্পন্ন হল নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। তবে তার মধ্যেও হিংসার ছবি উঠে আসলো নদীয়ার তাহেরপুর এলাকা থেকে। উত্তপ্ত হয়ে উঠল তাহেরপুর থানার ফুলিয়া নিমতলা এলাকা। শুক্রবার সকাল থেকে সেখানে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে পরিস্থিতি এক পর্যায়ে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে মারধর ও হামলার অভিযোগ তুলেছে।তৃণমূলের অভিযোগ, শুক্রবার সকালে তাদের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন। সেই সময় আচমকা তাঁর ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তৃণমূলের দাবি, ভোটের দিন থেকেই বিজেপি এলাকায় সন্ত্রাস তৈরির চেষ্টা করছে এবং তাদের দলীয় কার্যালয় দখলের উদ্দেশ্যেই এই হামলা।অন্যদিকে, যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের পাল্টা দাবি, তৃণমূল কর্মীরাই প্রথম অশান্তি শুরু করে।ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছয় তাহেরপুর থানার পুলিশ। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পুলিশি টহল চলছে। এখনও এলাকা থমথমে। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

হাঁসনে পুলিশ আধিকারিকের অমানবিক অত্যাচারে মৃত্যু বৃদ্ধার ! চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ হাসন বিধানসভার মাড়গ্রাম থানার কৌড়া গ্রামে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিজেপি কর্মীর মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় প্রাক্তন ওসি জাহিদুল ইসলাম সহ চার পুলিশ কর্মীর নামে অভিযোগ দায়ের করল পরিবার। যথাযথ তদন্তের দাবিতে অভিযোগের প্রতিলিপি জেলার পুলিশ সুপার, জেলাশাসক ও নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন মৃতার ছেলে। নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই ধরনের অভিযোগ প্রশাসনিক কর্তাদের চিন্তা বাড়িয়ে তুলেছে। হাসন বিধানসভায় পরাজয় হয়েছে বিজেপির। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্য দখলের আনন্দে মঙ্গলবার রাতে কৌড়া গ্রামে বক্স বাজিয়ে বিজয় মিছিল বের করেন বিজেপির কর্মীরা। পুলিশের দাবি, মিছিল থেকে উস্কানিমূলক

মন্তব্য করা হয়। যার জেরে দুই পক্ষের মারামারি ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও বিজেপির অভিযোগ, ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার রেশ বজায় রাখতে শান্তিপূর্ণ সেই মিছিল আটকানোর পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে আক্রমণ করা হয়। মারধরের পাশাপাশি মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়। পরে অবশ্য মিছিল বন্ধ রেখে বাড়ি ফিরে আসেন তাঁরা। ঘটনার তদন্তে নেমে কয়েকজনের নাম পায় পুলিশ। সেই মতো ধরপাকড় শুরু করে।অভিযোগ, এই ঘটনার পর ওইদিন রাত ১০টা নাগাদ মাড়গ্রাম থানার প্রাক্তন ওসি জাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে গ্রামে পুলিশ ঢুকে বিজেপি কর্মীদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং বাড়ির দরজায় লাথি মারে। ওই গ্রামের বিজেপি কর্মী সোমনাথ মণ্ডল অভিযোগে জানিয়েছেন, ওইদিন এক বিভীষিকার পরিবেশ তৈরি করে পুলিশ। আমার বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। যদিও সেই সময় আমি ও বাবা বাড়িতে ছিলাম না। পুলিশ আমার খোঁজে মা বছর আটান্নর কল্পনা মণ্ডলকে বন্দুক উঁচিয়ে হুমকি দেয় এবং থাপ্পর মারে। সেই সঙ্গে গোটা পরিবারকে গুলি করে মেরে ফেলার কথা বলতে থাকে। হুমকি ও মারধরের ফলে মা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরের দিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মা মারা যান।

হলো না 'টপ-টেন', মাত্র ৩ নম্বরের জন্য হাতছাড়া মেধা তালিকা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের তাঁতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতনের ছাত্র অরূপ দাস এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৫ নম্বর পেয়ে নজর কেড়েছে গোটা জেলায়। তবে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় দুর্দান্ত ফল করেও মাত্র ৩ নম্বরের জন্য রাজ্যের মেধাতালিকায় নাম তুলতে না পারায় খানিক আক্ষেপ থেকেই গেল অরূপ ও তার পরিবারের। তাঁতীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খয়রাডিহি গ্রামের বাসিন্দা অরূপ ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত। তার বাবা দেবী প্রসাদ দাস পেশায় ব্যবসায়ী

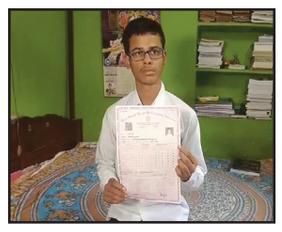

এবং মা একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। পরিবারের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আশাবাদী ছিলেন যে এবছর হয়তো অরূপই তাঁতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতনের নাম রাজ্যের মেধাতালিকায় তুলে ধরবে। উল্লেখ্য, গত বছরও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রদ্যুৎ দে মাত্র ১ নম্বরের জন্য মেধাতালিকায় স্থান পাননি। ফলে এবছর সেই অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের আশায় ছিলেন সকলে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এবারও অল্পের জন্য অধরাই রয়ে গেল সেই সাফল্য। তবুও অরূপ দাসের এই অসাধারণ ফলাফলকে ঘিরে খুশির আবহ বিদ্যালয় ও এলাকাজুড়ে।শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে পরিবার ও গ্রামবাসীদের মতে, মেধাতালিকায় নাম না উঠলেও অরূপের এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে গর্বের এবং ভবিষ্যতে সে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে বলেই আশাবাদী সকলে।

দুই শুভেন্দুর সাফল্যে গর্বিত গ্রাম থেকে গোটা রাজ্য

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নাম এক তবে, সাফল্যের মাপকাঠিতে দুজনাই পশ্চিমবঙ্গের আলোচিত বিষয়। একজন মেদিনীপুরের শুভেন্দু অধিকারী যিনি পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী তালদহ মাজদিয়া গ্রামের কৃষক পরিবারের মেধাবী ছাত্র শুভেন্দু অধিকারী। রাজনীতির আঙিনায় ২৭৭ আসন নিয়ে যখন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহা, তখন সারা দেশ আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠল। ঠিক একই সময়ে মাজদিয়া রেলবাজার হাই স্কুলের মধ্যে মাধ্যমিকের রেজাল্টে প্রথম স্থান অধিকার করলো শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর সাফল্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী সকলেই আনন্দিত।

এমনকি শুভেন্দুর যোগ্যতায় শুভেন্দুর সাফল্যে আনন্দিত গ্রামবাসীরা। দুই শুভেন্দুর সাফল্যে গ্রাম ও জেলা তথা রাজ্যের সকলেই আনন্দিত।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পরিবার ধনী পরিবার। অন্যদিকে মাধ্যমিকে মাজদিয়া রেলবাজার হাই স্কুলের ছাত্র শুভেন্দু অধিকারীর বাবা সুশান্ত অধিকারী পেশায় কৃষক। সুশান্ত বাবুর কথায় তাঁর ছেলে ছোটবেলা থেকেই মেধাবী থাকার কারণে বাড়ির পাশে বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও তাকে ভর্তি করে দেয়া হয়েছিল পাঁচ কিলোমিটার দূর মাজদিয়া রেলবাজার হাই স্কুলে। শুভেন্দুর পড়াশোনার বেশিরভাগ দায় দায়িত্ব নিয়েছিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই। আজ শুভেন্দু সফল হওয়ায় তার ইচ্ছা ওই বিদ্যালয় থেকেই বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করে গ্রামের মানুষের কথা ভেবে ভালো রেজাল্ট করে সে চিকিৎসক হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও শুভেন্দু অধিকারীর সাফল্যে গর্বিত।

ডিজিটাল দুনিয়ায় সব খবর সবার আগে

দৈনিক নয়া জামানা

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

৮
১০ মে ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তীতে বর্ধমানে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বর্ধমানের একলক্ষ্মী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হল। একলক্ষ্মী বিবেকানন্দ মিলন সংঘের উদ্যোগে এবং সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তীব্র দাবদাহের কারণে সৃষ্টি হওয়া রক্তসংকট মেটাতে এই শিবিরে সংগৃহীত মোট ৫০ ইউনিট রক্ত বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সংস্থার জনসংযোগ আধিকারিক অঙ্কিতা সাম জানান, বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে মাথায় রেখেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত এই রক্ত মূলত থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে উৎসর্গ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই আয়োজনকে সফল করে তুলেছে।

ব্রিগেডে শপথ ঘিরে জামুড়িয়ায় উৎসবের মেজাজ

পথচারীদের শরবত ও ঝালমুড়ি বিলি বিজেপি কর্মীদের

রাকেশ লাহা ।। নয়া জামানা ।। পূর্ব বর্ধমান

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আবহে ব্রিগেডের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে খুশির জোয়ার নামল পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ায়। রাজ্যের শাসনক্ষমতায় নতুন সরকার আসীন হওয়ার এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় বর্ণাঢ্য বিজয় উৎসবে মাতলেন বিজেপি কর্মীরা। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের এই উচ্ছ্বাস সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতেই এদিন গৃহীত হয় একাধিক কর্মসূচি। এদিন সকাল থেকেই জামুড়িয়ার কেন্দা মোড় এলাকায় সাজ সাজ রব দেখা যায়। কাঠফাটা রোদে নিত্য যাতায়াতকারী সাধারণ পথচারীদের স্বস্তি দিতে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পক্ষ থেকে ঠান্ডা শরবত বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি এলাকার শিশুদের হাতে চকলেট তুলে দিয়ে আনন্দ ভাগ করে নেন নেতৃত্বরা। অন্যদিকে, জামুড়িয়া বিধানসভার বোগড়া এলাকায় ধরা পড়ে এক ভিন্ন ছবি। সেখানে একদল মহিলা বিজেপি কর্মী গেরুয়া বসন পরে মিছিলে সামিল হন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে লাড্ডু ও ঝালমুড়ি বিতরণ করেন। উচ্ছ্বসিত কর্মীদের দাবি, স্বাধীনতার পর এই প্রথম রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই তাঁরা মিষ্টিমুখ ও জলসত্রর আয়োজন করেছেন। তবে এই উৎসবের আবহেও রাজনৈতিক কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কর্মীরা। তাঁরা জানান, অতীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঝালমুড়ি খাওয়ায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রুপ করেছিলেন, আজ সেই ঝালমুড়িই আপামর বঙ্গবাসীর জয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আজকের এই কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন সাফল্যের আনন্দ উদযাপন করা হলো, তেমনই মানুষের পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হলো। সব মিলিয়ে জামুড়িয়ার রাজপথে এদিন রাজনৈতিক স্লোগানের বদলে প্রাধান্য পেল মিষ্টিমুখ আর উৎসবের আমেজ।

কাটোয়া-বর্ধমান রোডে ডাম্পারে ভয়াবহ আগুন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শনিবার দুপুরে কাটোয়া-বর্ধমান রোডে শ্রীখণ্ড ঢোকার আগেই একটি চলন্ত ডাম্পারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন দেখে চালক গাড়ি থামিয়ে নেমে আসে। এরপর আগুনের তীব্রতায় দাউ দাউ করে গোটা ডাম্পারটি জ্বলে যায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ভায়াবহ এইরকম আগুন দেখে ছুটে আসে স্থানীয়রা। এরপর দেরি না করে দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে। এরপর কাটোয়া থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। দু ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। দমকলের সঙ্গে পুলিশের কাছেও খবর যায় স্থানীয়দের পক্ষ থেকে। প্রাথমিক তদন্তের অনুমান, চাকার ঘর্ষণের ফলে আগুনটি লাগে। সেই সঙ্গেই পুলিশ জানিয়েছে, ডাম্পারটি বর্ধমানের নর্জা থেকে কালো ছাই নিয়ে কাটোয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এই ঘটনার জেরে কাটোয়া বর্ধমান রোডে তিন ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ থাকে। ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটিতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান পুরো এলাকা ঘিরে রাখে।

উচ্ছেদ আতঙ্কে মেমারির রেল হকাররা, ১০ দিনের চরমসীমা দিল কর্তৃপক্ষ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব রেলের হাওড়া-বর্ধমান শাখার মেমারি স্টেশন এলাকায় রেলের জমিতে থাকা অস্থায়ী দোকানগুলি উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১৮ মে-র মধ্যে সমস্ত দোকান সরিয়ে ফেলতে হবে, অন্যথায় ১৯ মে থেকে প্রশাসন নিজে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করবে। এই নির্দেশের পর থেকেই কয়েকশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও তাঁদের পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। বছরের পর বছর স্টেশনের ধারের এই দোকানগুলির ওপর নির্ভর করেই চলত তাঁদের সংসার, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা ও অসুস্থ পরিজনের চিকিৎসা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কোনো পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই রেল এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক মানব গুহের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রেল আধিকারিকদের কাছে সময় বাড়ানোর আর্জি জানানো হলে, প্রথমে সাত দিন এবং পরে তা বাড়িয়ে দশ দিন করা হয়। তবে এই সামান্য সময়ের স্বস্তি দুশ্চিন্তা কমাতে পারেনি। পুনর্বাসন ছাড়া ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় বর্তমানে চরম অনিশ্চয়তার প্রহর গুনছেন মেমারির কয়েকশ পরিবার।

অগ্নিমিত্রার মন্ত্রিত্বে উৎসবের আমেজ আসানসোলে

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৫ শে বৈশাখ এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপালের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই মেগা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। লক্ষাধিক কর্মী-সমর্থকের জয়ধ্বনি আর উন্মাদনার মধ্যে দিয়ে বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি এদিন পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনীয়া, নিশীথ প্রামাণিক ও ক্ষুদিরাম টুডু। বিশেষ করে আসানসোলের ঘরের মেয়ে অগ্নিমিত্রা পাল মন্ত্রীসভায় জায়গা পাওয়ায় শিল্পাঞ্চল আসানসোলে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বিশালাকার এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সরাসরি দেখার ব্যবস্থা করেছিল বিজেপি নেতৃত্ব। আসানসোলের বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এদিন সকাল থেকেই ছিল উৎসবের মেজাজ। প্রিয় নেত্রী ও নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হতেই রাজপথে উল্লাসে ফেটে পড়েন তারা। বাজি ফাটিয়ে, ঢাক বাজিয়ে এবং পথচলতি সাধারণ মানুষকে লাড্ডু খাইয়ে মিষ্টিমুখ করানোর মাধ্যমে এই জয় উদযাপন করা হয়। কর্মী-সমর্থকদের দাবি, এই নতুন সরকার আসানসোল তথা সমগ্র বাংলার উন্নয়নে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। সব মিলিয়ে বিগ্রেড থেকে আসানসোল; সর্বত্রই এদিন ছিল গেরুয়া শিবিরের জয়জয়কার।

প্রতিবন্ধকতা জয় করে মাধ্যমিকে জয়জয়কার, ৫ পড়ুয়াকে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে বিশেষ সংবর্ধনা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ওরা পেরেছে, সফল হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে। কিন্তু ওদের জীবনে চলার পথে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বর্তমানের সেই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পাঁচ জন ছাত্র ছাত্রীকে রবীন্দ্র জয়ন্তীর সকালে সংবর্ধনা জানানো হলো। সংবর্ধনা জানালো শহরের একটি সংস্থা ' স্বাধ্যায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ' বর্ধমানের ঐতিহাসিক সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রাঙ্গণে শনিবার সকালে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পড়ুয়াদের উৎসাহ দেওয়া হয়। ছিলেন অভিভাবক এবং বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের শিক্ষক শিক্ষিকারা। এদিন সকাল থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছোট থেকে বড়ো পড়ুয়াদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করা হয়। সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় দেড়শো জন বিভিন্ন বয়সের ছাত্র ছাত্রীরা ছিলো। স্বাধ্যায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি শীর্ষেন্দু সাধু এবং স্পেশাল এডুকেয়ার পিয়ালী সামন্ত জানান, প্রতি বছরই এদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে এদিন নাচ, গান, আবৃত্তি সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সকলকে রবীন্দ্রনাথের সাদাকালো একটি ছবি দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল নিজের মতো করে রং করার জন্য। গাওয়া হয় রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র আবৃত্তি। এসবে অংশ নিয়ে যতটা পেরেছে ওই সব ছাত্র ছাত্রীরা করে দেখিয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ২ - ৩৫ বছর বয়সের এই ধরনের ছাত্র ছাত্রীদের সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যাতে তারা সমাজে কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এদিন তার মধ্যে বর্ধমানের পাঁচ জন ছাত্র ছাত্রীদের মঞ্চে ডেকে এনে পুরস্কার ও সম্মাননা জানানো হয়। যাতে আর পাঁচটা অভিভাবকের মধ্যে মনোবল বাড়ানো যায়। এই পাঁচ পড়ুয়াদের মধ্যে ছিল শিবার্ঘ সাহা, তিতলি রুদ্র, অনিন্দ্য পূর্ণ মিত্র, প্রিয়াংশু গড়াই ও আরজু জুনেদ। এদের সকলের হাতে বই শংসাপত্র, ট্রফি, চকলেট সহ অন্যান্য উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপহার পেয়ে ওই সব ছাত্র ছাত্রীরা খুশি।

সৌজন্যের রাজনীতি বর্ধমানে, তৃণমূলের দখল হওয়া পার্টি অফিস ফেরালো বিজেপি

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর জেলা জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানে। বেশ কিছু এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস দখলের একাধিক খবর পাওয়া যায়। এরমধ্যেই জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের বাদুলিয়ায় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস দখলের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। যে পার্টি অফিসে বসেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম। সেই দখল হওয়া পার্টি অফিস তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হল শনিবার। ফিরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক সৌজন্য দেখালেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর এলাকার কিছু বিজেপি কর্মী ওই পার্টি অফিস দখল করে নেন বলে অভিযোগ। অফিসের চারপাশে বিজেপির দলীয় পতাকাও লাগানো হয়। তবে এদিন বিজেপি নেতৃত্বের উদ্যোগে সমস্ত পতাকা খুলে ফেলা হয় এবং পার্টি অফিসের চাবি পুনরায় তৃণমূল নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিজেপির পরাজিত প্রার্থী গৌতম ধারা, বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি কৌশিক আশ, সহ-সভাপতি সুমন্ত দাস, যুব নেতা হারাধন কর সহ অন্যান্য স্থানীয় কার্যকর্তারা। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও সৌজন্য ও শান্তি বজায় রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন নেতার কোন বক্তব্য মেলেনি।

ব্রিগেডে শপথ, ফেরার পথে ল্যাংচা খেতে উপচে পড়া ভিড় শক্তিগড়ে

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঐতিহাসিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় কুড়িজন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আরও পাঁচজন মন্ত্রীও শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকাল থেকেই ব্রিগেড চত্বরে ছিল টানটান উত্তেজনা। দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বীরভূম, সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক ভিড় জমান ব্রিগেডের মাঠে। সেই সব কর্মী সমর্থকরা সভা শেষে ফেরার পথে দাঁড়িয়ে পড়েন পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে। ল্যাংচা, সীতাভোগ ও মিহিদানার দোকানগুলিতে উপচে পড়ে ভিড়। কর্মী-সমর্থকদের অনেককেই দেখা যায় মিষ্টিমুখ করতে এবং বাড়ির জন্য প্যাকেট ভরতি করে নিয়ে যেতে। খণ্ডঘোষের বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের বিজেপি নেতা কৌশিক দত্ত বলেন, তআজ আমাদের আনন্দের দিন। শুধু কর্মীদের সঙ্গে মিষ্টিমুখ করছি না, পাড়া-প্রতিবেশীদের জন্যও মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছি।দ অন্যদিকে এখানকার ব্যাবসায়ীরা জানান, আজ যেমন ল্যাংচার বিক্রি বেড়েছে, তেমনই মিহিদানা ও সীতাভোগের চাহিদাও ব্যাপক ব্যাপক ছিল। ব্যবসায়ীরা জানান, তহঠাৎ এত বিক্রি হবে বুঝতে পারিনিক্ষ্ম। ব্যবসা ভালো হওয়ায় খুশি সকলেই।

নৃত্য কেন্দ্র 'ছন্দম'-এর ৩৩ তম রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ছন্দম'-এর উদ্যোগে এ বছর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৬তম জন্ম জয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো। দীর্ঘ ৩৩ বছরের ঐতিহ্য বজায় রেখে সংস্থাটি এবারও প্রভাতফেরি ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

উৎসবের সূচনা হয় একটি বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরির মাধ্যমে, যা শহর পরিক্রমা করে বর্ধমান টাউন স্কুলে গিয়ে শেষ হয়। সেখানেই অনুষ্ঠানের মূল পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়। এবারের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রাবণী দাসের ভাষ্য রচনায় নৃত্যালেখ্য ক্ষ্মসুরের গুরুক্ষ্ম। এই বিশেষ নিবেদনে পাঠের দায়িত্বে ছিলেন সৃজন এবং সামগ্রিক নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন ইন্না মেহবুব মুদ্রা। এ ছাড়া স্মৃতিপর্ণা সাহা, সব্যসাচী কোনার, মোশারফ আজম ও বনানী রায়ের দরাজ কণ্ঠের আবৃত্তি উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। কবিগুরুর অমর সৃষ্টি 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা';এই দুই কালজয়ী নৃত্যনাট্যের অংশবিশেষের উপস্থাপনা ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। বিশিষ্ট তবলা বাদক মানিক মজুমদার প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শামীম হোসেন চৌধুরী। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টাউন স্কুল প্রাক্তনীর সভাপতি পল্টু তা, সম্পাদক বিশ্বজিৎ মল্লিক, সহ-সম্পাদক দেবাশীষ দে-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন মেহবুব হাসান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ সমরনাথ বণিক। বর্ধমান টাউন স্কুল 'প্রাক্তনী'র সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয় সংস্কৃতি প্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

দৈনিক নয়া জামানা
পত্রিকা নিয়মিত
পড়ুন ও পড়ান

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান
জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ
ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 10-05-2026 05:46 Page 9

হরেকরকম

নয়া জামানা

১ থেকে ৮ মে ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

জাহাজে লুকিয়ে ইংল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শিয়াল

নয়া জামানা ঃ সাউদাম্পটন উপকূল থেকে একটি পণ্যবাহী জাহাজে লুকিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছে একটি ব্রিটিশ লাল শিয়াল। বর্তমানে দুই বছর বয়সী এই পুরুষ শিয়ালটি নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। প্রায় ১১ পাউন্ড ওজনের এই রোমাঞ্চপ্রিয় প্রাণীটি আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে হাজার হাজার মাইল সফলভাবে অতিক্রম করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সি বন্দরের মার্কিন কর্মকর্তারা জাহাজের মালামালের ভেতর থেকে শিয়ালটিকে উদ্ধার করে সেটিকে ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়।ব্রিটিশ বন্দর নগরী সাউদাম্পটনে নোঙর করা জাহাজে প্রাণীটি ঠিক কীভাবে প্রবেশ করেছিল, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।চিড়িয়াখানা

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষায় শিয়ালটি সুস্থ আছে এবং বর্তমানে সেটিকে পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাকি ফলাফলগুলো আসার পর বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে প্রাণীটির জন্য একটি উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী আবাসস্থল নির্ধারণ করা হবে।চিড়িয়াখানার প্রাণী কর্মসূচি পরিচালক কিথ লাভেট জানিয়েছেন, দীর্ঘ ও প্রতিকূল যাত্রার ধকল কাটিয়ে শিয়ালটি নতুন পরিবেশের সাথে বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিচ্ছে।এদিকে সাউদাম্পটন বন্দরের মুখপাত্র রসিকতা করে বলেন, তাদের বন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি ও কন্টেইনার যাতায়াত করলেও এমন অনাহূত যাত্রীর ট্রান্সআটলান্টিক ভ্রমণ তাদের অবাক করেছে। তিনি মজা করে আরও যোগ করেন যে, পরের বার এমন সফরের জন্য শিয়ালটির উচিত কুইন মেরি ২-এর মতো আরামদায়ক জাহাজ বেছে নেওয়া।ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার তথ্যমতে, লাল শিয়াল পৃথিবীর অন্যতম অভিযোজনক্ষম প্রাণী।এদের ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকাসহ বিভিন্ন মহাদেশে পাওয়া যায়।অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বহুমুখী খাদ্যাভ্যাসের অধিকারী হওয়ার কারণেই হয়তো প্রতিকূল পরিবেশেও এই শিয়ালটি দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে।

৫ ঘরোয়া ফেসপ্যাকেই ফিরে পাবেন হারানো জৌলুস

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গরম পড়তেই ত্বকের সমস্যা যেন বেড়েই যায়। রোদ, ঘাম, ধুলোবালি আর দূষণের কারণে মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা কমে যায়। অনেকের ত্বক নিস্তেজ দেখায়, আবার কারও ত্বকে ট্যান, র‍্যাশ বা অতিরিক্ত তেল জমার সমস্যা হয়। এই সময় ত্বকের যত্ন নিতে সবসময় দামি প্রসাধনীর দরকার হয় না। রান্নাঘরে থাকা কিছু সাধারণ উপাদান দিয়েই খুব সহজে তৈরি করা যায় ঘরোয়া ফেস প্যাক, যা ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে।প্রথমেই বলা যায় কলা ও মধুর ফেস প্যাকের কথা। একটি পাকা কলা ভাল করে চটকে তার সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে নিন। চাইলে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেলও দেওয়া যেতে পারে। এই মিশ্রণ মুখে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কলায় থাকা ভিটামিন ও মধুর ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বককে নরম ও উজ্জ্বল করে তোলে। যাদের ত্বক শুষ্ক,

তাদের জন্য এটি খুব উপকারী।গরমে ত্বকে জ্বালা বা রোদে পোড়া ভাব কমাতে শসা ও অ্যালোভেরার প্যাক খুব ভাল কাজ করে। শসা ব্লেন্ড করে তার সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মুখে লাগান। চাইলে কয়েকটি পুদিনা পাতাও দেওয়া যেতে পারে। এই প্যাক ত্বক ঠান্ডা রাখে এবং মুখের ক্লান্ত ভাব দূর করে। বাইরে থেকে এসে এটি ব্যবহার করলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।ত্বক দ্রুত ফ্রেশ ও উজ্জ্বল করতে তরমুজের ফেস প্যাকও দারুণ কার্যকর। তরমুজের রসের সঙ্গে সামান্য মধু ও দুধের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পরে ধুয়ে ফেললে মুখ অনেক বেশি সতেজ দেখাবে। গরমে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও এই প্যাক সাহায্য করে।যাদের ত্বক খুব তৈলাক্ত, তারা ওটস ও টমেটোর প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। টমেটোর রসের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে হালকা করে স্ক্রাব করুন। এতে মৃত কোষ দূর হয় এবং ত্বক পরিষ্কার থাকে।পাশাপাশি মুখের অতিরিক্ত তেলও কমে।এছাড়া টক দই ও ওটসের ফেস প্যাক ট্যান দূর করতে সাহায্য করে। টক দইয়ের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বক পরিষ্কার হয় এবং মুখে স্বাভাবিক জেল্লা ফিরে আসে।তবে যে কোনও ঘরোয়া ফেস প্যাক ব্যবহার করার আগে হাতে বা কানের পাশে একটু লাগিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো।

নজরে INSTA

সুদীপ্তা

দর্শনা

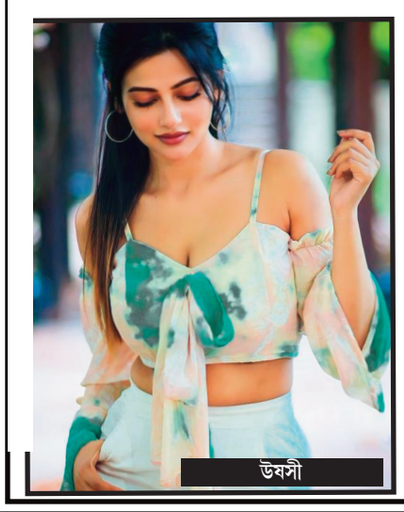
উষসী

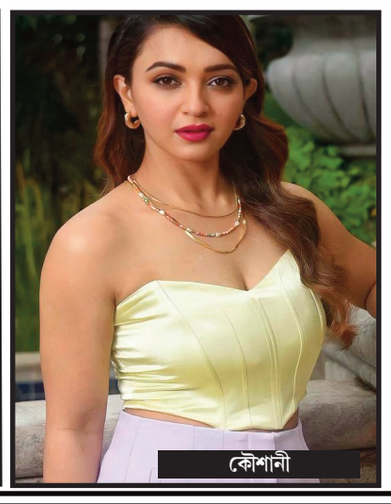
কৌশানী

বৈদিকা

চিলির অন্ধকার আকাশ এখনো ঝুঁকিতে !

নয়া জামানা ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে অন্ধকার ও শুষ্ক জায়গাগুলোর একটি চিলির আতাকামা মরুভূমি। এখানে রাতের আকাশ খুব পরিষ্কার দেখা যায়। এই আকাশ রক্ষায় বড় এক জ্বালানি প্রকল্প বাতিল হলেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিপদ এখনো কাটেনি। মার্কিন কোম্পানি এইএস করপোরেশনের সহযোগী এইএস আন্দেস তাদের 'ইন্না' সবুজ জ্বালানি প্রকল্প বাতিল করেছে।প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির পারানাল মানমন্দিরের মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে হওয়ার কথা ছিল।বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রকল্প হলে আলো দূষণ, ধুলা, কম্পন ও বায়ুর অস্থিরতা তৈরি হতো। এতে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপসহ বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষতি হতো। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রেইনহার্ড গেনজেলসহ ৩০ জন গবেষক একে বড় হুমকি বলে সতর্ক করেছিলেন।তবে প্রকল্প বাতিল হলেও নতুন সমস্যা সামনে এসেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, চিলির আকাশ রক্ষার আইন এখনো দুর্বল ও পুরনো। ফলে ভবিষ্যতে এমন প্রকল্প আবারও আসতে পারে।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শক্ত আইন না হলে এই মূল্যবান অন্ধকার আকাশ রক্ষা করা কঠিন হবে।

কুকুর ছানাকে স্কুলে ভর্তি করার খরচ ২ লক্ষ টাকা

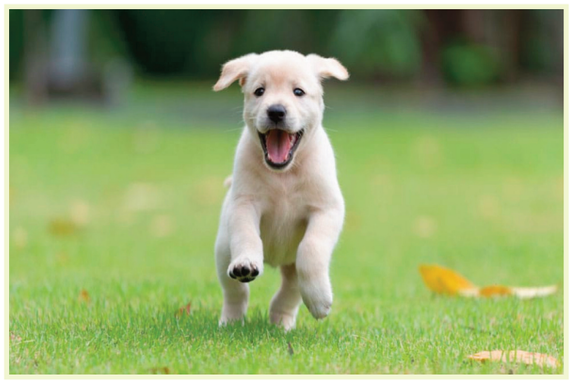

নয়া জামানা ঃ চীনে পোষা প্রাণির প্রতি ভালোবাসা আর যত্নের এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এক তরুণী। নিজের ছয় মাস বয়সী সাদা রঙের স্যামোয়েড প্রজাতির কুকুরছানাকে তিনি ভর্তি করেছেন একটি বিশেষ কিন্ডারগার্টেনে-যেখানে পোষা প্রাণিদের আচরণ ও সামাজিক দক্ষতা শেখানো হয়।এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় খরচ হয়েছে প্রায় ১২ হাজার ইউয়ান, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় দুই লাখ টাকারও বেশি। তবে এটি শুধু সাধারণ দেখাশোনার জন্য নয় বরং এখানে কুকুরছানাটির জন্য রয়েছে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা।এই প্যাকেজের আওতায় প্রথমেই কুকুরছানাটির আচরণগত মূল্যায়ন করা হয়। তার স্বভাব, মেজাজ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে সে অযথা ঘেউ ঘেউ না করে কিংবা আক্রমণাত্মক আচরণ না করে।পাশাপাশি অন্য প্রাণিদের সঙ্গে মিশে চলার দক্ষতাও শেখানো হয় বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। প্রতিদিন কুকুরছানাটিকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এবং আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে এই সেবায়।খাবারের ব্যবস্থাও আছে, তবে এর জন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়। এছাড়া মালিকরা অনলাইনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তাদের পোষা প্রাণীর ওপর নজর রাখতে পারেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে।কুকুরছানাটির মালিক, যিনি নিজের পরিচয় তাওতাও নামে জানিয়েছেন।তিনি বলেন- কাজের ব্যস্ততার কারণে তিনি তার পোষা প্রাণিকে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। তাই এই বিশেষ সেবাটি বেছে নিয়েছেন।চীনে এ ধরনের পোষা প্রাণির 'কিন্ডারগার্টেন' এখন আর নতুন কিছু নয়। নগর জীবনে অনেকেই পোষা প্রাণিকে পরিবারের সদস্যের মতো দেখেন, ফলে তাদের জন্য উন্নত সেবা গ্রহণের প্রবণতাও দ্রুত বাড়ছে।চায়না পেট ইন্ডাস্ট্রি হোয়াইট পেপার-২০২৬-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনে ২০২৫ সালে শহুরে পোষা প্রাণি শিল্পের বাজার প্রায় ৩১ হাজার ৪০০ কোটি ইউয়ানে (প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলার) পৌঁছেছে।আগামী বছরগুলোতে তা আরও বড় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৪২টি দাঁত নিয়ে গিনেস রেকর্ড গড়লেন মালয়েশিয়ার ব্যক্তি

নয়া জামানা ঃ সাধারণত মানুষের দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। তবে এর চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত থাকায় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রথাব মুনিয়ান্ডি নামের এক ব্যক্তি। বর্তমানে তার মুখে মোট দাঁতের সংখ্যা ৪২টি।৩৩ বছর বয়সী প্রথাব মুনিয়ান্ডি পেশায় একজন প্রকৌশলী।অতিরিক্ত দাঁতের কারণে তার হাসি অন্যদের থেকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায় বলে জানিয়েছে গিনেস কর্তৃপক্ষ।
প্রথাব জানান, পারিবারিক এক অনুষ্ঠানে প্রথম তিনি বিষয়টি টের পান। ২০২১ সালে পরিবারের সঙ্গে চা পান করার সময় তিনি অনুভব করেন যে তার মুখে অতিরিক্ত কিছু দাঁত গজাচ্ছে।পরে পরিবারের সদস্যরা দাঁত গুনে দেখেন তখন তার দাঁতের সংখ্যা ছিল ৩৮টি।এরপর ডেন্টাল এক্স-রে পরীক্ষায় জানা যায়, আরও চারটি দাঁত ওঠার বাকি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মোট দাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২টিতে।প্রথাব জানান, তার বেশিরভাগ দাঁতই স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে বেড়ে উঠেছে এবং এতে তার কোনো শারীরিক সমস্যা হয়নি। প্রথম দেখায় অধিকাংশ মানুষ তার অতিরিক্ত দাঁতের বিষয়টি বুঝতে পারে না।তবে তিনি নিজে বিষয়টি বললে অনেকেই অবাক হয়ে যান এবং অনেকে বিশ্বাসও করতে চান না যে তার মুখে স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত রয়েছে।অতিরিক্ত দাঁত থাকা সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্যের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি বলেও জানান তিনি। দাঁতের যত্নে তিনি বেশ সচেতন প্রতিদিন দুইবার দাঁত ব্রাশ করেন এবং নিয়মিত ফ্লস ব্যবহার করেন।এর আগে ৪১টি দাঁত নিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন কানাডার ইভানো মেলোন। প্রথাব মুনিয়ান্ডির ৪২টি দাঁত এখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সর্বোচ্চ দাঁতের নতুন রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 10-05-2026 05:46 Page 10

তামিল রাজনীতির দ্বন্দ্বে চাপে 'ইন্ডিয়া' !

বিজয়ের দলের সঙ্গে হাত মেলানোয় সংসদে কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়ল ডিএমকে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শুধু কংগ্রেস নয়, তামিলনাড়ুতে এ বারের বিধানসভা ভোটে ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনের সহযোগী দুই বাম দল, সিপিএম এবং সিপিআই আর দলিত সংগঠন ভিসিকে-ও বিজয়ের সঙ্গী হয়েছে।তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক সমীকরণ ছাপ ফেলল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। চিত্রতারকা-রাজনীতিক থলপতি বিজয়ের দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে)-এর সঙ্গে ভোট পরবর্তী জোট গড়ার কারণে কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়ায় কথা ঘোষণা করল বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে। সংসদে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সমন্বয় করবে না বলে শুক্রবার জানানো হয়েছে ডিএমকে-র তরফে স্ট্যালিনের বোন তথা লোকসভার ডিএমকে-র নেত্রী শুক্রবার কানিমোঝি স্পিকারকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন যাতে দলের সাংসদদের আসন বিন্যাস তাঁদের প্রাক্তন মিত্রদের (বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া') পাশের বর্তমান অবস্থান থেকে পরিবর্তন করা হয়। লোকসভার ডিএমকে-র আসনসংখ্যা ২২। তাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার লোকসভায় 'ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা' এড়াতে পারবে বলে মনে করছেন অনেকেই। প্রসঙ্গত, ২০১৪-র লোকসভা ভোটের আগে হঠাৎই কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়েছিল ডিএমকে। এ বার একই কাজ করেছে রাহুল গান্ধী-মল্লিকার্জুন খড়্গের দল।দ্রাবিড় রাজনীতিতে সাত দশকের ডিএমকে-এডিএমকে সমীকরণ তছনছ করে প্রথম স্থান

পেয়েছে বিজয়ের দল টিভিকে। ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ু বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১১৮টি আসন। কিন্তু কোনও দল বা জোটই তা পায়নি। চিত্রতারকা বিজয়ের টিভিকে ১০৮টিতে জিতে একক বৃহত্তম দল হয়েছে। যদিও বিজয় দু'টি আসনে জয়ী হওয়ায় তাদের বিধায়ক সংখ্যা ১০৭। কিন্তু এর ফলে বিধায়ক সংখ্যা ২৩৩-এ নেমে আসায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার
জাদুসংখ্যা কমে ১১৭-য় দাঁড়িয়েছে। ডিএমকে-কংগ্রেস-বাম জোট ৭৪ এবং এডিএমকে বিজেপি জোট ৫৩টি জিতেছে।ডিএমকে একক ভাবে ৫৯টি আসনে জিতলেও দলের প্রধান তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন পরাজিত। তাঁর সহযোগী কংগ্রেস জিতেছে পাঁচটিতে। অন্য দিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পলানীস্বামীর দল এডিএমকে ৪৭ এবং তাঁর সহযোগী বিজেপি একটিতে জিতেছে। তাদের আর এক সহযোগী পিএমকে পেয়েছে চারটি। কংগ্রেস আগেই বিজয়কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিল।
কিন্তু বুধবার রাতে রাজ্যপাল বিশ্বনাথ জানিয়েছিলেন ১১৮ বিধায়কের সমর্থনপত্র না পেলে টিভিকে-কে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানাবেন না তিনি। এই পরিস্থিতিতে স্ট্যালিনের সহযোগী দুই বাম দল, সিপিএম এবং সিপিআই আর দলিত সংগঠন ভিসিকে শুক্রবার বিজয়কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে। তিনটি দলেরই দু'জন করে বিধায়ক রয়েছে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জাদুসংখ্যা ছুঁয়ে ফেলেছেন বিজয়।

চিনের ২ প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দিল জিনপিং প্রশাসন

দুই প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দিল চিনের শি জিনপিং প্রশাসন। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ওই দুই শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির পাশাপাশি ছিল বিশ্বাসঘাতকতা এবং ক্ষমতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। এই ঘটনা সামনে আসতেই চিনের রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতো উচ্চ পদে থাকা কোনও আধিকারিককে মৃত্যুদণ্ডের দেওয়ার ঘটনা চিনের ইতিহাসে এই প্রথম। জানা যাচ্ছে, গত বৃহস্পতিবার চিনের এক আদালত প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ওয়েই ফেংহে এবং লি শাংফুকে দুর্নীতির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়। আদালতের এই রায় চিনের একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই পদক্ষেপকে প্রথমে দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে দেখানো হলেও। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিশ্বাসঘাতকতা এবং ক্ষমতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবেই গোটা ঘটনায় ব্যাপক রহস্য তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কি কমিউনিস্ট চিনের ক্ষমতার অলিন্দে বিরাট রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়েছিল? চক্রান্ত চলছিল প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ক্ষমতা থেকে সরানোর?২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন ওয়েই ফেংহে। তারপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল লি শাংফুকে। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর হাত থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিন জিনপিং। একই বছরে দুই শীর্ষ আধিকারিককে বহিষ্কারের ঘটনায় শুরু হয় জল্পনা। অবশেষে এই দুই শীর্ষ আধিকারিকের মৃত্যুদণ্ডে চিনের সরকারি সংবাদপত্র 'পিএলএ ডেইলি' লিখেছে, এই পদক্ষেপ শাস্তি সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্তাদের জন্য বড় বার্তা। এই ঘটনার পর আরও কোনও সামরিক কর্তা 'বিশ্বাসঘাতকতা'র সাহস দেখাবে না। স্বাভাবিকভাবেই এই 'বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে চিন প্রশাসনের অলিন্দে। যদিও এই বিষয়ে বিশদে কিছুই জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, চিনে সেনাবাহিনীর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এই পরিস্থিতিতে শীর্ষ সামরিক কর্তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের পদক্ষেপকে ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করার কৌশল হিসেবেই দেখা হচ্ছে। অবশ্য চিনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং সেনাবাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও তথ্যই প্রকাশ্যে আনা হয় না। এখ ানেও ঠিক কী কারণে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

নতুন সেনা সর্বাধিনায়কের নাম ঘোষণা কেন্দ্রের

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের আবহ। মধ্যপ্রাচ্য জ্বলছে। দেশের সীমান্তেও চিন-পাকিস্তানের চোখরাঙানি উপেক্ষা করার মতো নয়। এরই মধ্যে দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বড় বদল। একই দিনে নতুন সেনা সর্বাধিনায়ক এবং নৌসেনা প্রধানের নাম ঘোষণা করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। দেশের নতুন সেনা সর্বাধিনায়ক (চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ) হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি। আগামী ৩০ মে বর্তমান সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চৌধুরীর মেয়াদ শেষ হবে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রমণি। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, সুব্রমণি সিডিএস-এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বিষয়ক দপ্তরের সচিব হিসাবেও কাজ করবেন। দেশের নতুন নৌসেনা প্রধানকেও নিয়োগ করেছে কেন্দ্র। এই চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদটি দেশের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। তিন সেনার মধ্যে সমন্বয়সাধন থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ভার থাকে সিডিএসের উপর। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ হেন গুরুত্বপূর্ণ পদে এনএস রাজা সুব্রমণির অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। প্রায় চার দশক ধরে বিভিন্ন স্তরে ভারতীয় সেনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুব্রমণি। ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় সেনার সেনার ভাইস চিফ হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৮৫ থেকে বিভিন্ন স্তরে সেনার সঙ্গে যুক্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রমণি। সেনার ওয়েস্টার্ন এবং নর্দার্ন কম্যান্ডে বহু অপারেশনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবার দেশের তিন সেনার মাথায় তিনিই বসতে চলেছেন। একই সঙ্গে এদিন দেশের নতুন নৌসেনা প্রধানকেও নিয়োগ করেছে কেন্দ্র। ভাইস অ্যাডমিরাল পদমর্যাদার অফিসার কৃষ্ণ স্বামীনাথন চলতি মাসের শেষে নৌসেনা প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নেবেন। আপাতত নৌসেনার মাথায় আছেন ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশকুমার ত্রিপাঠী। আগামী ৩১ মে তাঁরও কাজের মেয়াদ শেষ হবে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ থামাতে নয়া শান্তি প্রস্তাব ট্রাম্পের

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে এবার ইরানকে নতুন একটি প্রস্তাব দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার সংবাদমাধ্যম 'সিএনএন'-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী তেমনটাই জানা যাচ্ছে। তবে সূত্রের খবর, প্রস্তাবটি নিয়ে এখ নও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি তেহরান। তারা প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করছে। শুক্রবার হোয়াইট হাউসের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, অযুদ্ধবিরতি নিয়ে আমরা একটি নয়া প্রস্তাব ইরানকে পাঠিয়েছি। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তেহরান এখনও মুখ খোলেনি। তবে আজ রাতের মধ্যেই আশা করছি সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইরানের তরফ থেকে উত্তর পাব। রাতেই আমার কাছে একটি চিঠি আসার কথা।দ তেহরান কি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রক্রিয়াটি ধীর করছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, তআমরা খুব শীঘ্রই তা জানতে পারব।দ 'সিএনএন' জানিয়েছে, মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের মাধ্যমে আমেরিকা ইরানকে নতুন প্রস্তাবটি পাঠিয়েছে। তবে বর্তমানে সেটি পর্যালোচনা করছে তেহরান। প্রস্তাবটি নিয়ে এখ নও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছয়নি। তবে নয়া শান্তি প্রস্তাবটিতে ঠিক কী কী শর্ত রয়েছে, তা এখনও যায়নি। তবে সূত্রের খ বর, ১৪ দফার ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে , ইরান সাময়িকভাবে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি স্থগিত রাখবে, পরিবর্তে আমেরিকা তেহরানের উপর জারি করা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল করবে। পাশাপাশি, ইরানের কয়েকশো কোটি ডলারের বাজেয়াপ্ত সম্পদ মুক্ত করার বিষয়েও তারা পদক্ষেপ করতে পারে। প্রস্তাবটিতে আরও বলা হয়েছে, উপয় পক্ষই হরমুজ প্রণালীতে বিধিনিষেধ হ্রাস করবে এবং দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতার পথে হাঁটবে। কিন্তু আদৌ এই প্রস্তাবটিতে ইরান রাজি হবে কি না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

হরমুজে ফের আক্রান্ত ভারতীয় ট্রলার

যুদ্ধের হরমুজে ফের আক্রান্ত ভারতীয় ট্রলার। কাঠের ওই ট্রলারে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে এক নাবিকের। ইনি গুজরাটের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার পর উদ্ধার করা হয়েছে ১৭ জনকে। আহত ৪ জনকে উদ্ধার করে দুবাইয়ের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, গত শুক্রবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে হরমুজ প্রণালীর নিকটবর্তী জলসীমায়।
সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, হরমুজের নিকটবর্তী সমুদ্রপথ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনওভাবে ওই ট্রলারে আগুন ধরে যায়। কাঠের ট্রলার হওয়ায় মুহূর্তে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেয়। ঘটনার অভিঘাতে উলটে যায় ট্রলারটি। ট্রলারে থাকা এক নাবিকের মৃত্যু হয়, পাশাপাশি অগ্নিদগ্ধ হন আরও ৪ জন। ঘটনার সময় ওই এলাকায় থাকা অন্য একটি জাহাজ দ্রুত সেখ ানে এসে নাবিকদের উদ্ধার করে। জানা যাচ্ছে, ট্রলারটিতে মোট ১৮ জন ছিলেন। তবে কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ
খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, উদ্ধার হওয়া নাবিকদের সঙ্গে শুক্রবার রাতেই যোগাযোগ করা হয় দুবাইয়ের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে।
ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে দূতাবাসের তরফে। ওই ট্রলারের মালিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে দূতাবাস। আহত চারজনের চিকিৎসায় যাতে কোনওরকম খামতি না থাকে সেদিকেও নজর রেখেছে দূতাবাস। উল্লেখ্য, যুদ্ধের জেরে দীর্ঘদিন ধরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে রেখেছে ইরান। গত ৭ এপ্রিল আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি হলেও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে গোলাগুলি চালিয়েছে দুই দেশই। সম্প্রতি ইরানের তরফে মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলার দাবি করা হয়েছিল। এর পালটা মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জনায়, তারা ইরানের হামলা রুখে দিয়েছে এবং একাধিক ইরানি নৌকা ধ্বংস করেছে। এই পরিস্থিতির মাঝেই ভারতীয় জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

লেবাননে ফের ইজরায়েলের হামলা, নিহত ২০

সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে লেবাননে ফের হামলা চালাল ইজরায়েল। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন জনপদে চলছে লাগাতার হামলা। লেবাননের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে পেশ করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শুক্রবার এক হামলায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জন মহিলা। অন্য হামলায় দুই শিশু ও এক চিকিৎসাকর্মীর, এক উদ্ধারকারীর মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। সেদেশের স্বাস্থ্য দপ্তরের আরেক বিবৃতিতে কেবল নাবাতিয়েহ জেলার তিনটি গ্রামে ১১ জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় ফের যুদ্ধের ভ্রূকুটি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে মার্কিন-ইজরায়েলি যৌথ হামলার পরই ফুঁসে উঠেছিল তেহরান মদতপুষ্ট লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লা। বদলার আগুনে ইজরায়েলে গোলাবর্ষণ শুরু করে তারা। পালটা জবাব দেয় তেল আভিভও। লেবাননের রাজধানী বেইরুট-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা শুরু করে তারা। তবে সেই হামলা আর বন্ধ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত-সহ আরও ৩০টি দেশও। ইজরায়েলি হামলায় লেবাননে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেবানন-ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণাও করেন। লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়ার অন্যতম কারণ হল ইরান-আমেরিকা সংঘাত। কারণ, এখনও দু'দেশ কোনও সমাধানসূত্রে আসতে পারেনি। মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে তেহরান আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে, পরমাণু আলোচনায় বসতে হলে তাদের দু'টি শর্ত মানতে হবে। প্রথমত, ইরান এবং লেবাননে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধ থামাতে হবে। পাশাপাশি, নতুন করে যাতে সংঘাত সৃষ্টি না হয়, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হরমুজ প্রণালীতে আমেরিকা যে অবরোধ তৈরি করে রেখেছে, তা তুলতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ফলে সংঘাত কাটার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং ইজরায়েল ফের আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে।

খুন করা হতে পারে পুতিনকে!

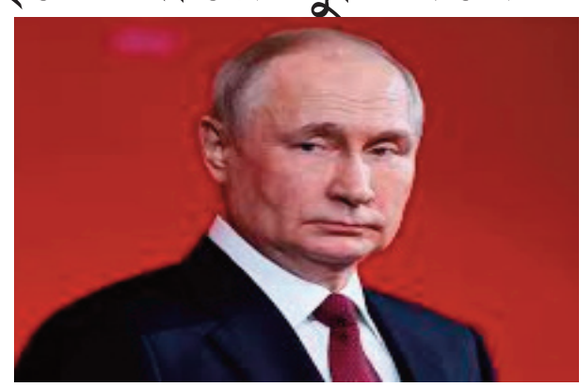

৪ বছর ধরে যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। অভিযোগ, রাশিয়ার আগ্রাসনের জেরেই যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা হলেও তা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় যুদ্ধ থামাতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে খুনের ষড়যন্ত্র! সম্প্রতি সামনে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। যেখানে দাবি করা হয়েছে, পুতিনের ব্যক্তিগত বাসভবনের কাছে তাঁর উপর হামলার পরিকল্পনা করছে ইউক্রেনের ঘাতক বাহিনী। ইউরোপীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির ফাঁস হয়ে যাওয়া রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে রুশ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, নভগোরোদ এলাকায় পুতিনের ব্যক্তিগত বাসভবনের কাছে তাঁর উপরে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে ইউক্রেন। তবে সেই দাবির সত্যতা যাচাই করা হয়নি। ইউক্রনে ও আমেরিকা দুই দেশই এই দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছে। হামলার আশঙ্কায় রুশ প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়েছে। তাঁর বাসভবনের নিরাপত্তা এমনভাবে বাড়ানো হয়েছে যাতে সেখান থেকে মাছিও না গলতে পারে। এই রিপোর্টে জানা গিয়েছে, রুশ প্রেসিডেন্টকে খুনের জল্পনা এতটাই মাথাচাড়া দিয়েছে যে মস্কোর ওবলাস্ট ও নভগোরোদ ওবলাস্টের ভ্যালডাইয়ের বাড়িতে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন পুতিন।
রুশ গোয়েন্দাদের আশঙ্কা প্রেসিডেন্টকে নিশানা করে ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হতে পারে। রাশিয়ার লেফতেন্যান্ট জেনারেল ফানিলসারভারোভকে হত্যার পরে রুশ গয়েন্ডাদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। জানা যায়, শীর্ষ ওই রুশ আধিকারিকের গাড়ির নিচে বোমা বসানো হয়েছিল। তিনি গাড়িতে উঠতেই তাতে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই হত্যাকাণ্ডের পর রাশিয়ার শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। খোদ পুতিনের নিরাপত্তাও বিরাটভাবে বাড়ানো হয়েছে। কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে যেতে হচ্ছে বিরাট তল্লাশির মধ্য দিয়ে। প্রেসিডেন্টের জনসমক্ষে আসাও ব্যাপকভাবে কমানো হয়েছে। খুব প্রয়োজন না পড়লে প্রশাসনিক সফরও এড়িয়ে যাচ্ছেন পুতিন। কোনও রকম ড্রোন হামলা রুখতে চালু হয়েছে অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম।

ফুটবল বিশ্বকাপে মঞ্চ মাতাতে প্রস্তুত নোরা ফতেহি

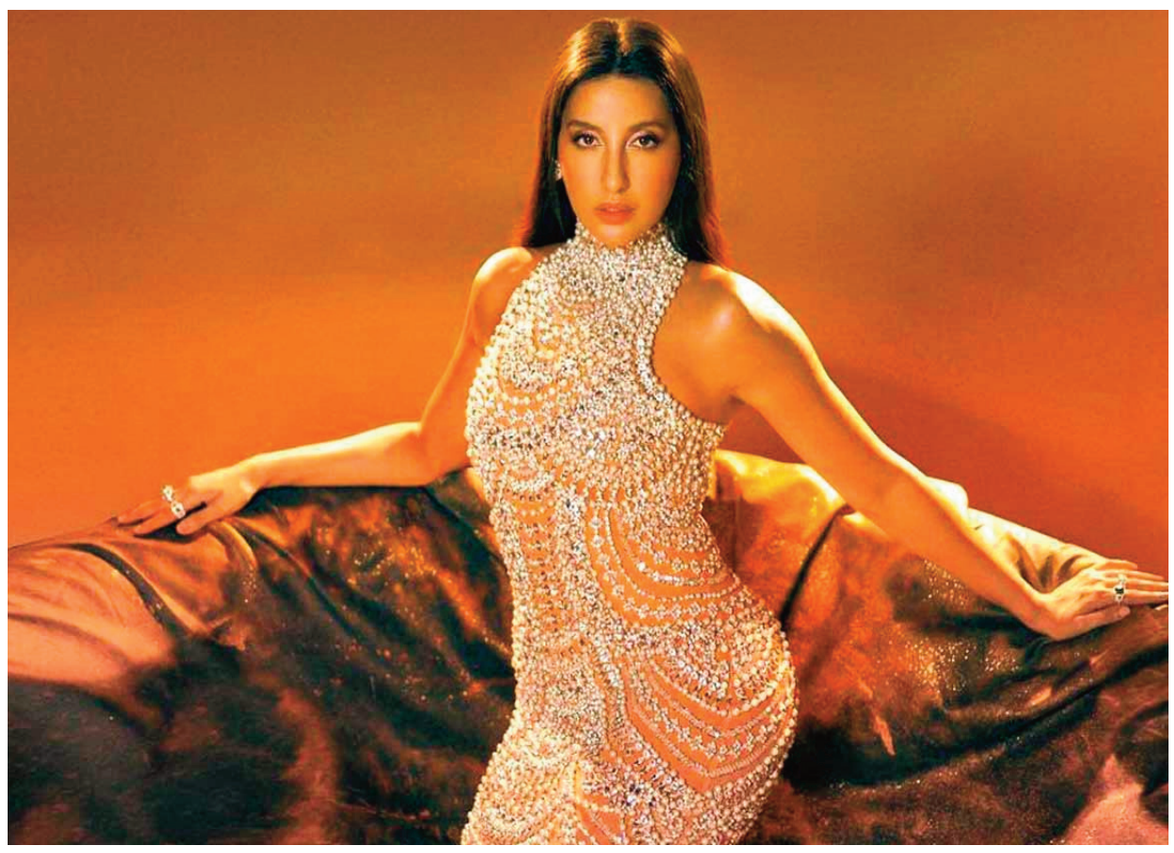

আর মাত্র ৪০ দিন। ফুটবল বিশ্বের নজর থাকবে উত্তর আমেরিকায়। কারণ, ইতিহাসে প্রথমবার ৪৮টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফিফা বিশ্বকাপ। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর মোট ১৬টি শহরে আয়োজিত হবে এই মেগা টুর্নামেন্ট। ফিফা জানিয়েছে, প্রতিটি দেশে আলাদা আলাদা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট দেশের শিল্পীদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক তারকারাও পারফর্ম করবেন। শোনা যাচ্ছে, এই আয়োজনকে আরও জমকালো করতে আমেরিকায় থাকবেন কেটি পেরি, ফিউচার, আলানিস মোরিসেট, মাইকেল বাবল-সহ একাধিক জনপ্রিয় শিল্পী। কানাডার অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথা রয়েছে নোরা ফতেহির। ১১ জুন মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচের আগে পারফর্ম করবেন কলম্বিয়ার জে বলভিন, মেক্সিকোর রক ব্যান্ড মানা এবং পপ তারকা আলেজান্দ্রো ফের্নান্দেজ। পাশাপাশি বেলিন্দা ও লিলা ডাউন্সের মতো শিল্পীদেরও আনার চেষ্টা চলছে। দক্ষিণ আফ্রিকার টাইলা এবং লস অ্যাঞ্জেলেস আজুলেসও মঞ্চ মাতাবেন। ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো বলেন, তএটি এমন একটি মুহূর্ত, যা সারা বিশ্ব দেখবে। আমরা চাই প্রতিযোগিতার শুরুটা হোক বিশেষভাবে। মেক্সিকো সিটি থেকে শুরু হয়ে টরন্টো ও লস অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে ফুটবল ও সংস্কৃতির সুন্দর মেলবন্ধন দেখা যাবে।দ ১২ জুন কানাডা খেলবে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে। ম্যাচ শুরুর আগে পারফর্ম করবেন আলানিস মোরিসেট, মাইকেল বাবল, আলেসিয়া সারা, এলিয়ানা, জেসি রেয়েজ এবং নোরা ফতেহি। ‘দিলবার’ বা ‘সাকি সাকি’র মতো গানের জৌলুসে কেরিয়ার শুরু করলেও নোরা এখন আর শুধুই আইটেম সংয়ে সীমাবদ্ধ নন। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন গ্লোবাল আইকন হিসাবে। আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপে তাঁর পারফরম্যান্সের খবর সামনে আসতেই ভক্তদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। নোরার সিগনেচার ড্যান্স মুভস এবং অসাধারণ এনার্জি দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। তাছাড়াও ওই একই দিনে লস অ্যাঞ্জেলেসে আমেরিকা মুখোমুখি হবে প্যারাগুয়ের। সেই ম্যাচে মঞ্চ মাতাবেন কেটি পেরি, র‍্যাপার ফিউচার, কে-পপ তারকা লিসা (ব্ল্যাকপিঙ্ক), ব্রাজিলীয় গায়িকা আনিতা, রেমা এবং টাইলা। উল্লেখ্য, আসন্ন বিশ্বকাপে দর্শক উপস্থিতির নতুন রেকর্ড তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকার যে স্টেডিয়ামগুলোয় ম্যাচ আয়োজিত হবে, সেখানকার গড় দর্শক ধারণক্ষমতা ৭০ হাজারের বেশি। ফলে গ্রুপ পর্বের অনেক ম্যাচেই ৮০ হাজারের বেশি দর্শক উপস্থিত থাকতে পারেন। এমন পরিবেশ সাধারণত বিশ্বকাপ ফাইনালেই দেখা যায়! যা এবার প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই মিলতে পারে। এর মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়েও বড় চমক সামনে এল। সেখানে তারকাদের নিয়ে বাজিমাত করার পরিকল্পনা বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার।

আইপিএলের মাঝেই অভিনেতা রোহিত! হিটম্যানের জীবনের সবচেয়ে বড় ডেবিউ, দেখুন টিজার

আইপিএলের মাঝেই অভিনেতা অবতারে রোহিত শর্মা। বিনো দুনিয়ায় পা রাখছেন হিটম্যান? ক্রিকেট মাঠে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। এবার টেলিভিশনের পর্দাতেও নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন রোহিত শর্মা। শুক্রবার প্রকাশ্যে এসেছে তাঁর আসন্ন শো-র প্রথম টিজার। যা ভাইরাল নেটদুনিয়ায়। সম্প্রতি এক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম একটি টিজার ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে একেবারে ভিন্ন মেজাজে ধরা দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক। যা শেয়ার করে রোহিত লেখেন, ‘আমার জীবনের সবথেকে বড় এন্টারটেইনমেন্ট ডেবিউ আসতে চলেছে!’ এমন ঘোষণার পর নেটিজেনদের প্রশ্ন, এবার কি তবে অভিনয়ের পিচে নামতে চলেছেন? অনেকের কৌতূহল, বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে দেখা যাবে কোনও ওয়েবসাইটে? নাকি নতুন কোনও শো নিয়ে হাজির হতে চলেছেন? টিজারের মূল আকর্ষণ অবশ্যই রোহিতের সেই বিখ্যাত মন্তব্য, তকোই ভি গার্ডেন মে নেহি ঘুমেগাদ। দর্শকদের মধ্যে এই সংলাপ এতটাই জনপ্রিয় যে, সেটিকেই এবার নতুন প্রচারের মুখ করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, চারপাশে ভিড় করে থাকা অনুরাগীরা বারবার তাঁকে সেই সংলাপ বলতে অনুরোধ করছেন। রোহিত মজার ছলে বলেন, তদু’লাইন কী বললাম, এত ভাইরাল হয়ে গেল। পুরো শো এলে কী হবে ভাবুন তো! উল্লেখ্য, গার্ডেন মে ঘুম রাহা হ্যায় ক্যায়া? মাঠে দাঁড়িয়ে সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বলা রোহিত শর্মার এই মন্তব্য কার্যত ‘প্রবাদে’ পরিণত হয়েছে ক্রিকেটমহলে। ২০২৪ সালের কথা। বিশাখাপত্তনমে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-ইংল্যান্ড। একটা ওভার শেষ হওয়ার পর বেশ কিছু ভারতীয় ক্রিকেটারের হাঁটাচলা দেখে রোহিত বলে উঠেছিলেন, ত্বাগানে ঘুরতে এসেছিস নাকি?দ সকলকে বাড়তি উদ্যোগ দেখানোর কথাই সতীর্থদের এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রোহিত। টিজারটি প্রকাশ করেছে সনি পিকচার্স নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়া। যদিও এখনও পর্যন্ত শোর নাম বা ফরম্যাট নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে টিজার দেখে মনে হচ্ছে, বেশ জমজমাট হতে চলেছে অনুষ্ঠানটি। সোশাল মিডিয়াতেও রোহিতের নতুন ইনিংস নিয়ে উচ্ছ্বাস চোখে পড়েছে। কেউ লিখেছেন, ‘ব্লকবাস্টার’, আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, ‘এক্সাইটেড’। অনেকেই আগুনের ইমোজি পোস্ট করে নিজেদের উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। এর আগেও টেলিভিশনে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্য প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন রোহিত। ২০২৪ সালে দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-এ এসে তিনি ব্যক্তিগত জীবন ও ক্রিকেট নিয়ে একাধিক মজার মন্তব্য করেছিলেন। প্রেমিকা গ্যালারিতে থাকলে চাপ বাড়ে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে রোহিতের জবাব ছিল, ততোমার প্রেমিকা গ্যালারিতে থাকে, কিন্তু আমার স্ত্রী ম্যাচ দেখতে আসে। বেচারি পুরো ম্যাচে আঙুল ক্রস করে বসে থাকে। ও-ই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।দ এই মন্তব্যে হাসির রোল উঠেছিল স্টুডিও জুড়ে। এখন তাঁর নতুন টিভি শো নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। নতুন অবতারে হিটম্যানকে দেখতে মুখিয়ে সকলে।

এক বল, তিন পাড়াঃ উত্তর আমেরিকায় সুর আর ফুটবলের এমন মিলনমেলা দেখেনি বিশ্ব

ফুটবল যদি ধর্ম হয়, তবে তার বোধন এ বার তিন ভিন্ন মন্দিরে। গ্যালারিতে উত্তেজনার পারদ চড়ার আগেই সুরের লহরীতে বিশ্বকে মাতিয়ে দিতে কোমর বেঁধেছে ফিফা। শুক্রবার ফুটবল নিয়ামক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এ বারের বিশ্বকাপের উদ্বোধন কোনও একটি বিশেষ মাঠে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং মেক্সিকো, কানাডা এবং আমেরিকা; তিন বন্ধু দেশের মাটিতেই আলাদা আলাদা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হবে ফুটবলের এই মহাযজ্ঞ। আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটির আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে শুরু হচ্ছে ফুটবলের এই বর্ণাঢ্য অভিযান। সেখানে মেক্সিকান সংস্কৃতির সুবাস ছড়িয়ে দিতে মঞ্চ মাতাবে গ্র্যামিজয়ী ব্যান্ড ‘মানা’। সাথে থাকছেন আলেহান্দ্রো ফার্নান্দেজ এবং বেলিন্ডার মতো শিল্পীরা। ফিফার তরফে জানানো হয়েছে, মেক্সিকোর আদিবাসী সংস্কৃতি এবং লোকগাথার সাথে আধুনিকতার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন দেখা যাবে এই উদ্বোধনী মঞ্চে। উৎসবের রেশ পরদিনই অর্থাৎ ১২ জুন পৌঁছে যাবে টরন্টোর আঙিনায়। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে কানাডার লড়াই শুরুর আগে দর্শকদের মন জয় করতে তৈরি থাকবেন অ্যালানিস মরিসেট এবং মাইকেল বুবলের মতো সঙ্গীত জগতের
মহাতারকারা। প্রবাসী বাঙালিদের মুখে হাসি ফুটিয়ে টরন্টোর মঞ্চে দেখা যাবে লস অ্যাঞ্জেলেস নিবাসী ডিজে সঞ্জয়কেও। কানাডার জনজীবনের বৈচিত্র্য আর সংহতিকে এক মোজাইক-শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরাই হবে সে দেশের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। ঠিক ওই দিনই লস অ্যাঞ্জেলেসে আমেরিকার উদ্বোধনী মঞ্চে হাজির হবেন কেটি পেরি। সাথে র‍্যাপার ফিউচার, লিসা কিংবা রেমার মতো জনপ্রিয় নামগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে।

২০০২ সালের কোরিয়া-জাপান বিশ্বকাপের পর এটিই দ্বিতীয়বার যখন একাধিক দেশ যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। তবে প্রতিটি দেশে আলাদা আলাদা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে
ফুটবলের এই জয়গান গাওয়ার পরিকল্পনা ক্রীড়াবিশ্বে এই প্রথম। মাঠের লড়াই শুরু হওয়ার আগেই সুরের এমন ত্রিবেণী সঙ্গমে মজেছে এখন তামাম ফুটবল দুনিয়া।

সাংহাইয়ে লক্ষ্যভেদঃ কোরিয়া বধ করে ফাইনালে ভারত,

চিনের মাটিতে আর্চারি বিশ্বকাপের আসরে ভারতের জয়জয়কার। সাংহাইয়ে আয়োজিত বিশ্বকাপের ‘স্টেজ টু’ প্রতিযোগিতায় শুক্রবার মেয়েদের রিকার্ভ ব্যক্তিগত ইভেন্টের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিলেন ভারতের সিমরনজিৎ কৌর। নিজের কেরিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তাইওয়ানের ফং ইউ ঝু-কে ৬-০ ব্যবধানে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালের এই মরণ-বাঁচন লড়াইয়ে সিমরনজিতের নিখুঁত নিশানার (২৭, ২৮ ও ২৯ স্কোর) সামনে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছেন প্রতিপক্ষ। অন্য দিকে, প্রতিযোগিতার প্রথম পদকটিও প্রায় পকেটে পুরে ফেলেছে ভারতের মহিলা রিকার্ভ দল। গত কালই ১০ বারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-১ ব্যবধানে ধরাশায়ী করে চমকে দিয়েছেন অভিজ্ঞ দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভকত এবং কিশোরী কুমকুম মোহদ। বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর কোরিয়ান ব্রিগেডকে পর্যুদস্ত করে রবিবাসরীয় ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন ভারতের মেয়েরা। আগামী রবিবার দ্বিতীয় বাছাই চিনের বিরুদ্ধে সোনা জয়ের লক্ষ্যেই ধনুক হাতে নামবেন দীপিকারা।

চিনের মাটিতে আর্চারি বিশ্বকাপের আসরে ভারতের জয়জয়কার। সাংহাইয়ে আয়োজিত বিশ্বকাপের ‘স্টেজ টু’ প্রতিযোগিতায় শুক্রবার মেয়েদের রিকার্ভ ব্যক্তিগত ইভেন্টের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিলেন ভারতের সিমরনজিৎ কৌর। নিজের কেরিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তাইওয়ানের ফং ইউ ঝু-কে ৬-০ ব্যবধানে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

শুভেন্দুকে শুভেচ্ছা লক্ষ্মীরতনের

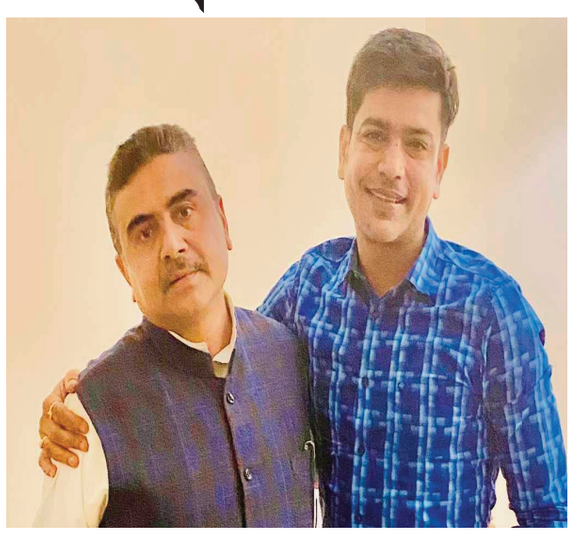

ব্রিগেডের মেগা অনুষ্ঠানে শপথগ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন তিনি। শপথ অনুষ্ঠানের পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিভিন্ন মহলের মানুষ। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লাও। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু ভিভিআইপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ উপস্থিত ছিলেন অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। মঞ্চে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শেষযাত্রার সঙ্গী শিলিগুড়ির মাখনলাল সরকার।

দিল্লিতে দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। সেই মাখনলাল সরকারকে মঞ্চে সংবর্ধনা জানান মোদি। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেন তিনি। একে একে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক কীর্তনীয়ারাও শপথ গ্রহণ করেন। শুভেন্দুকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় স্যর শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন।’ সঙ্গে নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটা ছবিও পোস্ট করেন লক্ষ্মী। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেবছর নির্বাচনে তিনি হাওড়া উত্তর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন। এরপর বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। এছাড়া তিনি হাওড়া সদরের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব সামলেছিলেন। ২০২১ সালের ৫ জানুয়ারি লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পদ এবং হাওড়া সদরের জেলা সভাপতির পদ, দু’টোই ছেড়ে দেন।

ক্রিকেটে সময় দিতে চান বলেই মমতাকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছিলেন। রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর পর, তিনি কোচিংয়ে মনোনিবেশ করেন। বাংলার কোচ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেষ রনজি ট্রফিতে তাঁর কোচিংয়েই বাংলা সেমিফাইনাল খেলেছে। সেই তিনি এবার নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানালেন।

আব্বাসের ‘ছোবল’ বনাম মুশফিকের দেওয়াল

মে মাসের তপ্ত দুপুরে মিরপুরের বাইশ গজে যখন ঘাম ঝরছে বোলারদের, তখন অভিজ্ঞতার তুলি দিয়ে এক ধৈর্যশীল ক্যানভাস ফুটিয়ে তুললেন মুশফিকুর রহিম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতি পর্যন্ত ৭ উইকেটে ৩৮০ রান তুলে বেশ সুবিধাজনক জায়গায় বাংলাদেশ। মহম্মদ আব্বাসের বিষাক্ত পেস আর মাপা বাউন্সারে মাঝেমধ্যে কাঁপুনি ধরলেও, লড়াকু একাত্তরে অপরাজিত থেকে সাজঘরে ফিরেছেন দলের সব থেকে অভিজ্ঞ সৈনিক মুশফিক। লক্ষ্য এখন প্রথম ইনিংসে চারশোর গণ্ডি ছাড়িয়ে পাকিস্তানকে চাপে ফেলা। আগের দিনের শান্তর শতরান আর মোমিনুলের লড়াকু ৯১ রানের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে এ দিন খেলা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। দিনের শুরুতেই লিটন দাসের ব্যাট দেখে মনে হয়েছিল, তিনি আজ মেজাজেই আছেন। শাহিন আফ্রিদির প্রথম তিন বলেই তিনটি চাবুক বাউন্ডারি হাঁকিয়ে লিটন যখন ইনিংসের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছেন, ঠিক তখনই ঘাতক হয়ে দেখা দিলেন মহম্মদ আব্বাস। গতি খুব

বেশি না হলেও নিজের বুদ্ধিকে হাতিয়ার করে লিটনকে (৪৮) বাউন্সারে ফাসালেন তিনি। এরপর একে একে মেহেদি হাসান মিরাজ আর তাইজুল ইসলামকে ফিরিয়ে নিজের ঝুলিতে চার উইকেট পুরে নিলেও মুশফিকের চোয়ালচাপা লড়াইয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি পাকিস্তান। বিরতির আগে পর্যন্ত ১০৯ ওভার খেলে ৩.৪৮ গড়ে রান তুলছে স্বাগতিক দল। পাকিস্তান যখন দ্বিতীয় নতুন বল হাতে দ্রুত উইকেট তুলে নেওয়ার আশায় ছিল, তখন যেন মিরপুরের পিচে দুর্ভেদ্য দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ‘মিস্টার ডিপেন্ডেবল’। যোগ্য সঙ্গী না পেলেও এক প্রান্ত আগলে রেখে বাংলাদেশকে পৌঁছে দিলেন নিরাপদ আশ্রয়ে। বর্তমানে মিরপুরের আকাশ যেমন গুমোট, খেলার ফলাফলও তেমনই আপাতত ঝুলে রয়েছে এক অনিশ্চয়তার দোলাচলে। একদিকে আব্বাসের নিয়ন্ত্রিত বোলিং আর অন্য দিকে মুশফিকের ম্যারাথন ইনিংস; দুইয়ের লড়াইয়ে আপাতত পাল্লা কিছুটা হলেও ভারী বাংলাদেশের দিকেই। দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই মুশফিক যদি আরও কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারেন, তবে মিরপুরের এই পিচে পাকিস্তানের ব্যাটারদের জন্য বড় রানের পাহাড় যে অপেক্ষা করছে, তা বলাই বাহুল্য। আপাতত ৪০০ রানের ম্যাজিক ফিগারের দিকেই তাকিয়ে শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের গ্যালারি।

সাহিত্য আড্ডা
নয়া জামানা

রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’

বিশ্বাসের রাজনীতি বনাম বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক নীতি

ভাস্কর ভট্টাচার্য

ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিসর্জন’ নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের বিরোধ বেধেছে- প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়যুক্ত করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল। তাঁর চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম হল জয়যুক্ত।দ
- বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এইভাবেই ‘বিসর্জন’ নাটকের পরিচয় তুলে ধরেছে।

কিন্তু নাটকটির নিবিড় পাঠে আমরা দেখতে পাব গোবিন্দমাণিক্যের প্রেম এবং রঘুপতির প্রতাপের দ্বন্দ্বের নাটক এ নয়।
এর মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে।
এ দ্বন্দ্ব প্রেম এবং প্রতাপের নয়, রাজার প্রতাপের সাথে রাজপুরোহিতের প্রতাপের দ্বন্দ্ব।
তবে প্রতাপের সাথে প্রতাপের দ্বন্দ্ব-বিরোধ খোঁজার মাধ্যমে ‘বিসর্জন’ নাটকের প্লট হাতড়ানোই কেবল হবে। নাটকের অন্তে জয়সিংহের প্রাণ বিসর্জনের ভেতর দিয়ে জীবিতদের মনে যে অসামান্য জীবনবোধনের আবিষ্কারপর্ব আসে তাকে নিতান্তই উপেক্ষা করা হবে। বরং এভাবে বিসর্জনে’র পরিচয় তুলে ধরার মধ্যে নাটককে কেবল মানবদ্বন্দ্বের প্রতিরূপায়ণ বলেই স্বীকার করে নেয়া হয়। কিন্তু এর ফলে (বিসর্জন) নাটক যে অবশেষে কবিতাও তাই অস্বীকার করা হয়।

বিসর্জনে’র অন্তরালবর্তী কবিত্বের আবহ খুঁজে পাওয়ার শর্তে এই লেখার শুরুতেই আমি অনুমানরূপে বলতে পারি ,এ আসলে মৃত্যুর নাটক।
জয়সিংহের প্রাণ বিসর্জন অর্থাৎ তার স্বেচ্ছা-মৃত্যু-বরণ এর ভেতরের নাটক ঘনিয়ে তুলেছে। তাই এই লেখায় গোবিন্দমাণিক্যের প্রেম এবং রঘুপতির প্রতাপের দ্বন্দ্বের রেখায় ‘বিসর্জন’ পাঠ থেকে সরে গিয়ে বরং আমরা জয়সিংহের চরিত্র নির্মাণ, এই চরিত্রায়নের ধারণাগত কাঠামো ও পরিণতি নির্ধারণের কৌশলগত এবং ভাবগত প্রেক্ষিতগুলোর উন্মোচনে মনোনিবেশ করবো।

মৃত্যুর মতো বেদনাময় সৌন্দর্য

আমরা দেখছি জয়সিংহ মৃত্যুবরণ করেছে।
মৃত্যু দিয়ে জীবিতের পক্ষে কী ফায়দা হাসিল করা সম্ভব? কিন্তু এই নাটকে ‘মৃত্যু একটা উপলক্ষ্য মাত্র’।
এই উপলক্ষের প্রকৃত লক্ষ্য নির্ণয় করতে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ নয়, কবি শঙ্খ ঘোষের দোহাই দিতে পারি আমরা-

ত তর্কে অথবা তত্ত্বে যেন অনেকটা অস্ফুট হয়ে আসে আমাদের জীবন, সহজ সম্পর্কের মাঝখানে একটা বাধা তৈরি হয় যেন। তেমন-কোনো তর্কের মধ্য দিয়ে নয়, সমগ্র সত্তার মধ্য দিয়ে জীবনকে পেতে চান একজন কবি, এ বিশ্বকে তিনি দেখতে চান তার সমগ্র স্বরূপে। এমন কবিস্বভাবের কয়েকটি মানুষকে প্রায়ই আমরা দেখতে পাব রবীন্দ্রনাথের নাটকে। কবি বলে তাদের কোনো পরিচয় দেওয়া হয়নি অবশ্য, তাদের পরিচয় আছে কেবল তাদের বেদনার গাঢ়তায়, অনুভবের সত্যে।
দ

শঙ্খ ঘোষ তআমাদের প্রিয় তেমনি কয়েকটি মানুষদ হিসেবে বির্সজনে’র জয়সিংহের নাম নিয়েছেন।
জয়সিংহের মৃত্যুকে তিনি তসহজ সরল জীবনের অনন্ত প্রসারিত পথদ কেন বলছেন?
কারণ জয়সিংহ একদিকে ভালোবাসে রঘুপতিকে, ভালোবাসতে পারে না ভ্রাতৃহত্যার ষড়যন্ত্রকে, তবে মনের ভেতরে ভিখারিণী অপর্ণার শুনতে পাওয়া ডাককে ভাবে প্রেম, দেবীকেও সে ছাড়তে পারে না। এই সব ভালোবাসার ভেতরে থেকে থেকে তার একটা উত্তরণ ঘটে। সেই উত্তরণ অন্তঃস্বরের, দিব্যচোখে ব্যক্তিগত সীমা পেরোনো সত্য অবলোকনের পর্বে পৌঁছার। জয়সিংহ তখন অবসানের আসন্নতা পূর্ণভাবে অনুভব করে এবং রক্তে রক্তে টের পেয়ে যায় যে,
তদৈনন্দিনের একটা ক্লীব আবর্ত আছে, সে আমাদের জড়িয়ে ফেলতে চায় গ্লানির পাকে, এর থেকে দূরে দাঁড়াবার মতো একটা আসক্তিহীনতার খুব দরকার।দ
সেই প্রয়োজনেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের মতন কবিচরিত্রগুলোকে সম্পর্কহীন করে রাখেন কিনা এই প্রশ্ন তুলে কবি শঙ্খ ঘোষ যে জবাব দেন তা হলো,
ততখন তারা সংসার থেকে অল্প আলগা হয়ে দাঁড়াতে পারে হয়তো, জীবনের একটা দিক থাকে খোলা, আর সেই খোলা পথেই তারা সংসারকে দেখতে পায় তার সমগ্র স্বরূপে, তার বেদনাময় সৌন্দর্যে দ
তাহলে ‘বিসর্জন’ হলো বেদনাময় সৌন্দর্যের নাটক। কারণ জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছে তমৃত্যুর অর্থে নয়, সুন্দরের অর্থেদ।

প্রতাপ (রাজদর্প) বনাম প্রতাপ (ঠাকুরের প্রভুত্ব)

অতএব, প্রেম আর প্রতাপের বিরোধ নিয়ে গড়ে ওঠা ‘বিসর্জন’ নাটক আমরা সতর্কভাবে পাঠ করে দেখছি যে, প্রেম আর প্রতাপের বিরোধ নয়, বরং এক প্রকার প্রতাপের সাথে আরেক প্রকার প্রতাপের বিরোধ ঘটে বলেই অবশেষে এই বেদনাময় সৌন্দর্যের নাটকের মুখোমুখি হই আমরা।

তবে প্লটনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ পারংগম নন, এই বহুশ্রুত অভিযোগটিকে কমপক্ষে ‘বিসর্জন’ নাটকের ক্ষেত্রে সারবান নয় বলে, শঙ্খ ঘোষের সাথে যূথবদ্ধ হয়ে, এই লেখায় এও প্রস্তাব করতে পারি, জয়সিংহের বিসর্জনের উপরিভাগের নাট্যপ্রবাহ তৈরি হয়েছে গোবিন্দমাণিক্য আর রঘুপতির মধ্যকার ধর্মরক্ষা নিয়ে পারস্পরিক বিরোধের কারণে। নাটকের পরিশিষ্ট অংশে এই বিরোধ যথার্থভাবে চিহ্নিত হয়নি বলেই নাটকটির পাঠার্থ নিয়ে মরীচিকা উৎপন্ন হয়। এই নাটকের পরিশোধিত পাঠের প্রয়োজনে নাটকটি থেকেই নেওয়া নিচে উদ্ধৃত সংলাপিকাগুলো পর্যালোচনা করতে পারি-

তরঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে এসেছি/বলির পশু সংগ্রহ করিতে।
গোবিন্দ। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে/হইল নিষেধ।

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি?
গোবিন্দ। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,/আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধ’রে/স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,/জীবরক্ত সহে না তাঁহার।
রঘুপতি। এতদিন/সহিল কী করে? সহস্র বৎসর ধ’রে/রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!
গোবিন্দ। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী/করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।
রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে/দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।
গোবিন্দ। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।
রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার! অজ্ঞ নর, /তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ, ?আমি শুনি নাই?

গোবিন্দ। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।/ সেই তো বধিরতম যেজন সে বাণী/ শুনেও শুনে না।দ৬
এই সংলাপিকাগুলো শুনে দেখতে পাচ্ছি, ব্রাহ্মণ রঘুপতি ও রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পরস্পর নির্ভরশীল একটি সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক ব্রাহ্মণের দিক থেকে অর্থনৈতিক ও রাজার দিক থেকে সাংস্কৃতিক। ধর্মাচারের জন্য প্রথা অনুযায়ী বলিদান করতে ব্রাহ্মণকে রাজার উপরে নির্ভর করতে হয়, যা অর্থনৈতিক। আর শাস্ত্রবিধি জেনে ধর্মগত জীবনের জন্য পুরোহিতকে প্রভু সম্বোধন করে রাজাকেও নির্ভর করতে হয়, ব্রাহ্মণের উপরে রাজার এই নির্ভরশীলতা সাংস্কৃতিক। আকস্মিকভাবে, বলিদানে নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে, রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সাংস্কৃতিক নির্ভরতা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন ব্রাহ্মণ রঘুপতির অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত আসে। শাস্ত্রবিধির প্রতি এই আঘাতকে রঘুপতি চিহ্নিত করে তরাজদর্পদ হিসেবে। প্রথাশাসিত রাজ্যে রাজা নিজের অস্তিত্বকে সংবিধিবদ্ধ করতে খোদ ধর্মকে নয়, নিষিদ্ধ করেন জীববলি। রাজা ধর্মাচারের প্রথাগত প্রণালী সংস্কার করতে চান। গোবিন্দমাণিক্যের এই সংস্কার-বাসনাকেই রঘুপতি ধর্মে প্রত্যাঘাত বিবেচনা করেন। এখানে দেখা যায় উভয়ই ধর্মরক্ষা করতে চান। এই বিরোধের তলে একটি প্রশ্নেরও অবতারণা ঘটে ধর্মের রক্ষাকারী কে? যাজক না রাজন? সেই প্রশ্নের প্রক্রিয়ায় ধর্মরক্ষার নামেই পরস্পরবিরোধী দুই শক্তির মধ্যে বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের মূলে আমরা দেখছি ধর্মাচারের প্রণালী সংক্রান্ত রাজা ও ব্রাহ্মণের পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার বিরোধ। আর ব্যাখ্যা যখন বিরোধ তৈরি করে তখন ক্ষমতার চর্চা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ফলে ব্যাখ্যার রাজনীতি পথ পায়। মৃত্যু নামের বেদনাময় সৌন্দর্যের এই নাটকের উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের রাজনৈতিক বিরোধের ফলে। এটাই হলো জ্ঞানের রাজনীতি।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় জ্ঞানচর্চার ফলিত ক্ষেত্র হলো নাটকের পাত্র-পাত্রীদের বিশ্বাসের ভূমি। এই নাটকে আমরা দেখছি জ্ঞানের রাজনীতি আদতে বিশ্বাসের রাজনীতি। বিশ্বাস যখন রাজনৈতিক হয়ে ওঠে তখন বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক সত্য মিথ্যার মরীচিকায় উৎপন্ন বিভ্রান্তির ঘোরে ভোগে। রাজনীতির ফ্যারে-ঘোরে আক্রান্ত বিশ্বাসের এই সহজ সত্য অপর্ণার স্বতঃস্ফূর্ত বোধনে ধরা পড়ে যায়। তাই অপর্ণা বিশ্বাসের রাজনৈতিক সত্য চিনিয়ে দিতে এই নাটকে ফিরে ফিরে ডাকে,
ততুমি চলে এসো জয়সিংহ, এ মন্দির ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই।দ
এই সহজ সত্য চেনার পরে বন্দির হাহাকারের মতন জয়সিংহ আমাদেরকেও উপলব্ধি দেয় তসত্যদ এক তকারাগারদ।
এই কারাগার রচিত হয়েছে রাজদর্প বনাম ঠাকুরের প্রভুত্বজনিত মল্লযুদ্ধে।

বিশ্বাসী জয়সিংহের সহজ সত্য ও আধ্যাত্মিক নীতি রাজার প্রতাপের সাথে ব্রাহ্মণের প্রতাপের বিরোধে নির্মিত বিশ্বাসের রাজনৈতিক কারার লৌহকপাট ভাঙতে জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জনের প্রথম প্রেরণা পায় অপর্ণার কাছ থেকেই। অপর্ণা যেন মন্দিরের বেদীতে শোভা পাওয়া দেবীর বিকল্পায়ন। এই নাটকের ফ্যাক্ট বা ঘটনা অনুযায়ী বিচার করলে ছাগশিশুর মাতারূপী অপর্ণা বিশ্বমাতার বিচার দাবি করতে এসেছে কারণ দেবীর তরে বলি দিতে ‘দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি’ ছাগলের বাচ্চাটিকে প্রতাপশালীর অনুচরেরা কেড়ে এনেছে। কিন্তু প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষে অপর্ণার দুঃখে কাঁদতে থাকা জয়সিংহের অশ্রুকে অপর্ণা নিষ্ঠুরতার বিপরীতে মায়া হিসেবে চিহ্নিত করে। নিজের প্রতি জয়সিংহের এই মায়ায় অপর্ণার মনে অধিকারবোধ জন্মায়। নিজের মনে হঠাৎ জেগে ওঠা এই অধিকারবোধ হলো প্রেম।
আর এই প্রেমের দাবিতেই অপর্ণা জয়সিংহকে ডাকে- ততবে এসো তুমি, এ মন্দির ছেড়ে এসো।দ

অপর্ণার এই আবির্ভাব ও আহ্বান ‘বিসর্জন’ নাটকের বিষয়বোধ সৃষ্টিতে এমনকি এর সম্ভাব্য সকল পরিণতি এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে প্রধান প্রভাবকের ভূমিকা রাখে। এর ফলে, দেবীরূপী বিশ্বমাতার সেবক জয়সিংহের মনে আত্মপ্রত্যয় জাগে।
জয়সিংহ উচ্চারণ করে-তঅতিথিরে দেবীরূপে আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ।ক্ষ্ম

অতিথি অপর্ণাকে দেবীরূপে পূজা করার বাসনা প্রকাশের মাধ্যমে অপর্ণার বিকল্পায়ন ঘটে বিশ্বমাতায়। নিরাকার বিশ্বমাতা যেন সাকার অপর্ণা হয়ে ওঠে। কারণ অপর্ণাকে জয়সিংহ অতিথি ভাবে।
রবীন্দ্রনাথও ‘মানুষের ধর্ম’ আলোচনায় বলেছেন- ততাই আমাদের শাস্ত্রে বলে অতিথিদেবো ভব। কেননা, আমার ভোগ সকলের ভোগ এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে; তার ঐশ্বর্যের সঙ্কোচ দূর হয়। ব্যক্তিগত মানবের ঘরে সর্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি, তার গৃহসীমাকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়।এই আতিথ্যের মধ্যে আছে সোহহংতত্ত্ব-অর্থাৎ, আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।দ

মন্দিরের গৃহস্থ জয়সিংহ ভিখারিণী অপর্ণাকে অতিথি ভেবে দেবীরূপে পূজার বাসনা করার মাধ্যমে প্রথমত নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত, নিজের চেয়ে অপর্ণাকে বড় বলে আবিষ্কার করতে পেরেছে। এতে জয়সিংহ নিজেও বড় হবার সাধনায় নিজেকে নিবেদন করার দিশা পেয়েছে। তৃতীয়ত, এই প্রেরণাবিন্দু থেকেই জয়সিংহ ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে উত্তরণের সাহস পেয়েছে। এই সাহসের বলে জয়সিংহ পরিণতিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এই বিসর্জনে সে নিজের ও নিজের অতিরিক্ত বড় সত্ত্বার সাথে মিলনের ধর্মই পালন করেছে।
এখানে কৌতূহলের বিষয় হলো, গোবিন্দমাণিক্য আর রঘুপতি বিশ্বাসের যে রাজনীতিতে লিপ্ত থাকে সেখানে দেখা যায়, ততাঁরা অহংকে বর্জনদ করতে পারেনি, যে অহং বিষয়ে আসক্ত। তাঁরা সেই আত্মাকেও অমান্য করেছে তযে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্তদ
কিন্তু বিপরীত দিকে জয়সিংহ তযে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমানদ তাকেই প্রাণ বিসর্জনের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে উন্মোচন করেছে। জয়সিংহের প্রাণ বিসর্জন তাই মৃত্যু নয়, অন্তহীন দেশকালের সমগ্রের সাথে খণ্ডিত অস্তিত্বের যোগেরই নামমাত্র। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম নিয়ে যা বলতে চেয়েছেন মানুষ হিসেবে জয়সিংহ যেন নিজের ধর্ম পালনে তাই করে দেখিয়েছেন। কারণ, মানুষের ধর্ম বলতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উচ্চারণ করেছেন,
তআমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোহম্।দ

জয়সিংহ মানবসত্যের আদর্শ ধারণা দিয়ে রচিত এক চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যেমন ‘মানবসত্য’ রচনায় লিখেছেন মানুষের জন্মভূমি তিনটি। মানুষের প্রথম বাসস্থান পৃথিবী। দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে তিনি বলেছেন সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। তঅন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারো চিত্ত হয়তো বা সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারো বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু, একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। অকস্মাৎ মানুষ সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হয়।তখন বুঝি মনের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সর্বমানবের চিত্তের দিকে।

ব্যক্তিগত চিত্তের সংকীর্ণ স্বার্থদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ যখন গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি, বিশ্বাসের সহজ সত্যের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তখন জয়সিংহ প্রমাণ করে যে এমন মৃত্যু আদতে সর্বমানবের চিত্তলোকের দিকে শুধু অভিযাত্রা নয়, গন্তব্যেরও নির্ধারক। আমরা যদি প্রশ্ন তুলি জয়সিংহ সত্যের জন্যে নিজের প্রাণ বিসর্জনের আত্মশক্তি সঞ্চয় করল কীভাবে? এই উত্তরের সপক্ষে আবারও রবীন্দ্রনাথকেই উচ্চারণ করব-
তকিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা।দ
প্রাণটুকু ফিজিক্যাল বা শারীরিক, কিন্তু মহিমা শরীর-উত্তীর্ণ মেটাফিজিক্যাল, আর সেই কারণেই তা স্পিরিচুয়াল বা আধ্যাত্মিক। এই পার্থিব সংসারে বিশ্বাসের রাজনীতি দিয়ে জর্জরিত প্রাণকে বিসর্জনের মাধ্যমে জয়সিংহ অবারিত জগতের সাথে নিজেকে স্থাপন করেছে বিশ্বাসেরই আধ্যাত্মিক নীতির প্রয়োগে।
এই ভাবনা পর্যালোচনার পর আমরা তো এ কথা বলতেই পারি জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এটিও ‘বিসর্জন’ নাটকের প্রধান বিষয় নয়। প্রাণ বিসর্জনের বিনিময়ে জয়সিংহ আবিষ্কার করেছে মানুষের মহিমা। ‘বিসর্জন’ নাটকের অর্থ হলো মানুষের মহিমা অর্জন। তাই বিসর্জন হলো অর্জন। অন্তর্গত অর্থের নিরিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিসর্জন’ নাটক বিয়োগান্তক নয়, মিলনান্তক। এই নাটক আমাদেরকে দেখায় মৃত্যুর দূতিয়ালিতে ব্যক্তির সাথে বিশ্বের যোগ।

শুধুই আঁধার

শাহনাজ পারভীন মিতা

সন্ধ্যা হয় রাত নেমে আসে
জ্বালাই আলো ,দূর করি অন্ধকার,
মনের গভীরে সময় অসময়
শুধুই সন্ধ্যে ঘনায়
ঘুটঘুটে আঁধার সবসময়।

ভাবি ,কে জ্বালবে আলো
কে সরাবে সেই আঁধার রাত,
শুধুই খুঁজে ফিরি
শুনি কু-ঝিকঝিক ট্রেনের আওয়াজ ।

হয়তো তুমি আসো
আলো হাতে,
নিভে যায় আলো
আঁধার বিদ্রুপ করে অট্টহাসি হাসে ।

বিষাদের ঢেউ

মোঃ আব্দুল রহমান

ঘর পুড়ছে। আকাশ পুড়ছে।
চারিদিকে লাল রং
পোড়া ঘ্রাণ

গাছটি কুঁকড়ে গেছে
নদীতে কালো ছাঁই স্রোতে ভাসছে
পোড়া মাটির গন্ধ আঁকছে
শুধু মৃত্যু মৃত্যু খেলা!

আর কত সইবে মনবৃক্ষ
জানতে চাই পৃথিবী
আর সংঘাত নয়, শান্তি চাই!

অমীমাংসিত অন্বেষণ

শামশাদ বেগম

প্রতিদিন বিকেল বেলা গোধূলির আগমনের বার্তা
আসত
কিছু সময় হাতে নিয়ে নদীর ধারে দাঁড়াতাম
সূর্যের এতো তাড়া সে সময়!

গোধূলিকে একরকম পাঁজাকোলা করে সে দিগন্ত ছাড়ত
ঠেলে দেওয়া নুড়ি কাঁকরগুলো কিণারা থেকে কুড়িয়ে
আনতাম
পরখ করে দেখতাম তাদের জীবন প্রণালী;

মন বাউল ছন্নছাড়া তটের বাহনে ক্ষুদ্র বালিকণাকে
জমাট বাঁধতে দেখতো।

প্রছন্ন অভিলাষ কতদিন আর বিমুখ থাকবে কে জানে!
শীতঘুম শেষ করে আবার জেগে ওঠার চেষ্টা করলাম

যে স্বপ্ন নিয়ে চাঁদের চূড়ায় উঠেছিলাম;
সেই চাঁদের নিকোনো উঠোন থেকে কতগুলো তীক্ষ্ণ
শব্দ ভেসে এলো।
নগ্নতা শুধুই কি নারীর অভিবাসন?

পীড়িত মনের আর্তনাদে কথাগুলো ভীষণ রঙবিলাসী
হয়ে ওঠে
শব্দ ছায়ারা সংশয়ের প্রলেপনে বিষাদময়
শব্দগুলো অনবরত জাবর কাটে সমাজের আনাচে
কানাচে

এক বোধের নগ্নতা ও অমীমাংসিত অন্বেষণে কাল ঘোর
কেটে যায় ...

জন্মদিনে কবিগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি...

সৈয়দ হাসনে আরা

শৈশব থেকে শুনেছি
পঁচিশে বৈশাখ মহাদিন
সহজপাঠের শিক্ষা থেকে
রেখেছি তোমাতেই ঋণ...

বিশ্ব সাহিত্যে পাতানো তোমারই সংসার
তোমারই প্রতিভার স্পন্দিত বাতাবরনে...
বাঙালি তথা বিশ্বের দরবারে মহান আদর্শ তুমি!

অক্ষর মালা সাজিয়ে ,তোমারই রং তুলিতে এঁকে
রাখার চেষ্টা তোমাকে! কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া

তোমার নিখুঁত মাপ,তোমাতেই রাখা সীলমোহরের ছাপ
! চাঁদ-সূর্যের উদয় -অস্তের মতোই নিয়ম করে তোমার
জন্মদিন আর বাইশে শ্রাবণ আসে ... প্রতীক্ষিত প্রতিটি
প্রতিষ্ঠান সেজে ওঠে !

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই তোমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে
উচ্চারণ করে...তোমার নিভৃত হৃদয় কথা! বৈশাখ
মানেই তোমার আলোয় আলোকিত হয়ে সাহিত্যের

ঘুম ভাঙ্গা, তোমারই কবিতা, গানের ছন্দে মেতে
ওঠা... বাতাসকে মুখরিত করে কোথাও ধ্বনিত
হয়...পাগলা হাওয়ার বাদলদিনে ...পাগল আমার মন
জেগে ওঠে....কখনো

দূর থেকে এসে মিশে কবিতার বলিষ্ঠ
উচ্চারণ...অনুভবী হৃদয়ে দোলা লাগে!
আজ পৃথিবীর রুদ্ধ দুয়ার খুলে
তোমার প্রতিভার লড়াই ভুলে
তোমাতেই দিলাম শ্রদ্ধাঞ্জলি তুলে...

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

আব্দুল মালেক

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লহ প্রণাম
সাহিত্য জগতে তোমার উজ্জ্বলতম নাম
তোমাকে নিয়ে সবার জীবন পথের শুরু
বিশ্ব নন্দিত কবি তুমি সবার কবি গুরু ।

গল্প উপন্যাস গান নৃত্য আর কবিতা
নাটক ও শত সহস্র সুরের তুমি রচয়িতা
ছেলেবেলায় পড়া আমসত্ত্ব দুধে ফেলি
লেখাটা তোমার এখন কেমন করে ভুলি ।

কত লেখা কবিতা নাটক গান আর রচনা
অদ্ভুত ছিলো তোমার মনে সাহিত্যের কল্পনা
চিত্ত জুড়ায় কবিতা নাটক আর গান শুনে
আপ্লুত হয়ে পড়ি ছোট বড় সব গুণী জনে ।
পড়েছি স্কুলে তোমার রচিত ধূলা মন্দিরে
জেনেছি সেদিন আমরা দেবতা নাই ঘরে
তিনি আছেন পথে ঘাটে হাটে বাজারে
হাতুড়ি লাঙ্গল নিয়ে মাঠে ক্ষেত খামারে ।

কুমার পাড়ায় তখন হাট বসেছে শুক্রবারে
আজ ও মনে আছে বক্সিগঞ্জের পদ্মা পারে
পড়েছি তোমার লেখা আমাদের ছোট নদী
ছেলে বেলার দিনগুলো ফিরে পেতাম যদি ।

জমিদার হয়ে ও লিখেছো তুমি দুই বিঘা জমি
উপেনের জমি কিভাবে নিয়েছিল ভূস্বামী
তোমারই চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
পূজিত তুমি সবার ঘরে ভেঙে অন্ধকার প্রাচীর ।
তোমার রচিত গ্রন্থ গীতাঞ্জলিতে মনোমুগ্ধ হয়ে
সম্মানিত করেছিল ওরা নোবেল পুরস্কার দিয়ে
তুমি আমাদের প্রাণের কবি রবে সদা প্রাণময়
গান কবিতার মধ্যে দিলাম শ্রদ্ধাঞ্জলি তোমায় ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।